রক্তপদ্ম

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়

কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩৬০

প্রকাশক—শ্রীনূপুর মৈত্র
৪।৩এ মদন দত্ত লেন, বৌবাজার

প্রাপ্তিস্থান—সকল পুস্তকের দোকান
মূল্য তিন টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

অগ্নিযুগের দীক্ষাগুরু

ঋষি

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

মহাশয়ের

উদ্দেশ্যে অর্পণ

করিলাম

উপহার

স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মৈত্রের লেখা "রক্তপদ্ম" উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি আমি পড়েছি। এই উপন্যাস আধুনিক নয় আধুনিক কালে লেখাও হয়নি। কিন্তু অকাল প্রয়াত এই সাহিত্যসেবী তাঁর রচনাটিতে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা তুচ্ছ করার মতো নয়। তিনি দীর্ঘায়ু হ'লে স্মরণীয় কীর্তির ভিত্তি স্থাপন হয়ত তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'ত না।

"রক্তপদ্মের" আখ্যান পরিধি খুব বিস্তৃত নয়। বরং এটিকে বড় গল্প বলাই সঙ্গত। এর বিষয়বস্তুও সর্ব্বকালের পুরুষের সমস্ত উদ্ধত অহমিকার উপরে ঐশ্বর্য্যময়ী নারীর বিজয় কাহিনীই এতে নূতন করে বলা হয়েছে, কিন্তু এই পরাজয় লাইফ ফোর্সের কাছে নতি স্বীকার নয়, ভারতীয় জীবনবাদে বিশ্বাসী উপেন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্য এবং পূর্ণতার কাছে আনন্দময় আত্মদানের কথাই এখানে প্রকাশ করেছেন। তত্ত্বে মৌলিকতা না থাকতে পারে কিন্তু রচনারীতিতে তিনি নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। ঔপন্যাসিককে ছাড়িয়ে কবি ও দার্শনিকের পরিচয়ই "রক্তপদ্মের" মধ্যে প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে। মানবধর্মিতার সঙ্গে কবি কল্পনার মিলন উপন্যাসটিতে একটা নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে।

কাহিনীর নায়িকা গোপা চরিত্র সৃষ্টি হিসাবে চমৎকার। বৌদিকেও ভোলা যায়না। পেণ্টনজীর করুণ ইতিহাস একটি শান্তবেদনার ছাপ মনের ভিতর এঁকে দিয়ে যায়।

সাম্প্রতিক মনের কাছে এ গল্পের আবেদন কতখানি আমি জানি না। তবে প্রেমের গল্প কখনও যে পুরানো হয়না একথা জানি। সেদিক থেকে ভরসা রাখি "রক্তপদ্ম" অনেককেই তৃপ্তি ও আনন্দ দেবে; এবং তাই দিক্—সর্ব্বান্তঃকরণে এই শুভ কামনা আমি জানিয়ে রাখছি।

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৫৯ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুবর দধীচি মৈত্র অনেক দিন আগে আমাকে একখানি বাহ্যতঃ-জীর্ণ পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়েছিলেন। তখন তিনি এই কথাই আমাকে বলেছিলেন যে এটি তাঁর কোন এক পরমাত্মীয়ের লেখা, অতএব এই রচনার ভালত্ব অথবা মন্দত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার তাঁর অধিকার আছে। এমন কত পাণ্ডুলিপিই তো আসে আমার কাছে; তার কতকগুলো পড়ি, কিছু পড়িনা, অনেকগুলো না পড়েই ফেরৎ দিই। কিন্তু এই 'রক্তপদ্ম' নামক পাণ্ডুলিপি পড়তে গিয়ে আমি স্তম্ভিত হলাম, একথা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই।

বাংলা দেশে উপন্যাস নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট যে এখনো চলছে এ সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই এক্সপেরিমেণ্টের ফল ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, বাংলা উপন্যাস এর ফলে উন্নতির স্বর্গে উঠেছে, না অবনতির অন্ধকারে নেমেছে—সে সিদ্ধান্তও তর্ক সাপেক্ষ; কিন্তু এ কথাটা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলা উপন্যাসের রন্ধনশালায় বাবুর্চির হাতের সাহেবী খানাকে অবসর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যখন পাচক হলেন, তখন থেকেই আমাদের সাহিত্য নামক ভোজ্যবস্তুটিকে একান্ত রূপে ভারতীয় করবার একটা প্রচেষ্টা সুরু হল। এরপর রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যতদিন সেই রান্নাঘরে ছিলেন, ততদিন আমরা স্বাদে-বর্ণে-গন্ধে ও বৈশিষ্ট্যে একেবারে পূর্ণমাত্রায় ভারতীয় আহার্য্যই আহার করেছি। 'রক্তপদ্ম' বইখানি একেবারে পুরোপুরি সেই রবীন্দ্রানুসারী পাকপ্রণালীর অন্তর্গত। এর যা কিছু মাল-মশলা সব রবীন্দ্র-ব্যবহৃত, এমন কি স্থানে স্থানে সংলাপের ভারসাম্য পর্য্যন্ত রবীন্দ্রানুগ।

পরে দধীচিবাবু আমাকে বলেছিলেন যে বইখানি তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেবের লেখা। সে সময় আমি তাঁকে অত্যন্ত অনুরোধ করেছিলাম

বইখানি প্রকাশ করতে। আজ সত্যই আনন্দের দিন যে "রক্তপদ্ম" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে চলেছে। যাঁরা একটু উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালবাসেন "রক্তপদ্ম" তাঁদের অত্যন্ত ভাল লাগবে—এ বিষয়ে আমি জামীন হতে পারি। কী বিষয় বস্তু, কী প্রকাশভঙ্গী, কী টেক্‌নিক্, কী চরিত্রবিন্যাস, সর্ব্বত্রই—এই স্বর্গগত কথাশিল্পীর সৃষ্টি প্রতিভার অসামান্য নিদর্শন সুস্পষ্ট।

'রক্তপদ্ম' পড়ে—এর লেখক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মৈত্রের মৃত্যুর জন্য তীব্র বেদনা বোধ করেছি; এবং আজ আনন্দ বোধ করছি এই জন্য যে বন্ধুবর দধীচি বাংলা সাহিত্যের এমন একটি মূল্যবান উপন্যাসের সঙ্গে আমার মতো একজন সামান্য সাহিত্যিকের নাম সংযুক্ত করবার সুযোগ দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এর জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই

৯এ, রামকৃষ্ণ লেন
কলিকাতা-৩
২০শে জানুয়ারী ১৯৫৩

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

কৈফিয়ৎ

প্রকাশকের পক্ষ হইতে কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হয় এবং সে কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভার দেওয়া হইয়াছে আমাকে, কারণ এ কাহিনীর লেখক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়, আমার পিতা। কৈফিয়তের পিছনে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে দুইটি প্রশ্ন—একটি এতদিন আগের রচনা, বর্ত্তমান সাহিত্যের আসরে পরিবেশন করা সমীচিন কিনা? এবং অপরটি, তিনি নিজে কেন প্রকাশ করিয়া যান নাই?

যুক্তি হিসাবে কতখানি খাটিবে জানিনা, তবে জবাব হিসাবে বলা যাইতে পারে, যে সময় এ কাহিনীর রচনা, সে সময় বাংলা সাহিত্যের উন্নততম যুগ এবং স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথের লেখা প্রবাসী, ভারতী, সবুজ পত্র ইত্যাদি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলিতে যখন সমাদরের সহিত প্রকাশিত হইত, তখন ধরিয়া লওয়া যায় যে, সে যুগের লেখকদের পার্শ্বে তাঁহাকেও একটি স্থান দেওয়া হইয়াছিল এবং সে যুগের লেখা আজিকার দিনেও পুরাতন হয় নাই। তাই সাহস করিয়া লেখকের অপ্রকাশিত সৃষ্টিকে সাধারণের বিচারার্থে প্রকাশ করা হইল।

অপর প্রশ্নটির উত্তর অবশ্য কিছুই নূতন নয়। প্রকাশের অক্ষমতা লইয়া বাংলা দেশের অনেক সাহিত্যিকই যে শেষ পর্য্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পৃথিবীর মাটিকে চিরদিনের মত বিদায় জানাইয়া চলিয়া গিয়াছেন ইহা সর্ব্বজনবিদিত। তাই সে সকল তিক্ত ইতিহাসের আলোচনা আজ না হয় না-ই করিলাম।

কর্ত্তব্য হিসাবে কয়েকজনের নাম এই পুস্তকের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের দুই দিক্‌পাল অধ্যাপক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য এ পুস্তক প্রকাশের জন্য যে প্রেরণা জোগাইয়াছেন তাহা প্রকাশকের পক্ষে মহান্ সম্পদ। চারণ-কবি শ্রীঅমরকুমার দত্ত ও সাহিত্যসেবী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়া প্রকাশককে সাহায্য করিয়াছেন। পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা ননীবালা দেবীর সক্রিয় সাহায্যে এ পুস্তকের প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। কায়িক পরিশ্রম দিয়া রক্তপদ্মকে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ, শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীমান্ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী। কঠিন রোগশয্যায় থাকিয়াও প্রচ্ছদপটখানি আঁকিয়াছেন শিল্পী শ্রীপিনাকি বসু।

রক্তপদ্মের জন্য ইঁহাদের সকলেই যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহাকে ঋণ বলিয়া স্বীকার করাই চলে, শোধ করিবার প্রয়াস করা চলে না।

এতগুলি লোকের সহানুভূতিপূর্ণ সশ্রদ্ধ প্রচেষ্টা, বাংলার অসংখ্য সহানুভূতিশীল সাহিত্যানুরাগী পাঠক পাঠিকাগণের অনুমোদন লাভ করিয়া সফল হউক, সফল হউক স্বর্গত কথাশিল্পীর অতৃপ্ত আশা।

কলিকাতা
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬০

প্রকাশকের পক্ষ হইতে
শ্রীদধীচি মৈত্র

রক্তপদ্ম

রক্তপদ্ম

এক

সেণ্ট জোসেফ কলেজ হইতে লেবং কার্ট রোড ধরিয়া আমার পার্শী সহপাঠীর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে প্রায় লেবং-এর কাছাকাছি গিয়াছিলাম। নির্জ্জন এই পথটি আমার বড় ভাল লাগে।

মেকেঞ্জি সাহেবের বাড়ী ছাড়াইবার পরেই আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘার হেম আভা দেখিতে পাইয়াছিলাম।—আর রক্ষা নাই! তৎক্ষণাৎ এই পার্শী যুবক ঐ স্বর্ণ শোভার সূত্র ধরিয়া আলোচনা শুরু করিলেন এবং সৌন্দর্য্যতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে বিবাহতত্ত্বে পর্য্যন্ত উপনীত হইলেন।

আমরা লেবং-এর প্রায় সন্নিকটবর্ত্তী বস্তী পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিলাম। কহিলাম;—

"আমি স্বীকার করি বন্ধু, স্ত্রীজাতি পরম সত্য; কিন্তু বিশ্ব ব্যাপারের নানাদিকে সত্যের মূর্ত্তিকে আমি বিচিত্র দেখিতে পাই।"

বন্ধু। তর্ক করিও মিঃ ভাদুড়ী, কিন্তু অন্তঃকরণকে শুষ্ক রুটি দ্বারা শাসন করা ছাড়া ভুলাইতে পারিবে না। রসই পিপাসিতের বড় আপনার।

আমি। ভুলাইব না; প্রমাণ দিব যে সেই রসেরও প্রবাহ-বৈচিত্র্য আছে।

বন্ধু। আছে। দেখ ভাই, বৈচিত্র্যের তরঙ্গের মধ্যে ভাসিয়া ডুবিয়া সাঁতরাইয়া কূলের কাছে যখন এই নারীর হৃদয়খানির আহ্বান পাই, আমার নিজের অনুভূতির কথা বলি, তখন আমি একটা মুক্তির আনন্দে ক্লান্তি ক্লেশ মুছিবার অবসর পাই। কোলে বুকে লইবার প্রত্যক্ষ সেবাধর্ম্ম, বিবাহের পরে তুমি বুঝিবে, মর্ম্মের প্রেম হইতেই উৎপন্ন হয়—ভাবের লীলা-চাঞ্চল্যে নহে।

বন্দোবস্ত ছিল, 'ওয়েষ্টার্ণ বার্চ হিল সাইড'এ 'রায় ভিলা'র পাশ দিয়া উঠিয়া ওদিকে ডায়োসেসন গার্ল্স স্কুল'এর নিকট নামিয়া পড়িব। গল্পের ঝোঁকে 'শ্রুবেরী'র নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছি। সম্মুখে একটি সেন্‌ট্রি বক্স-এর বিপরীত দিকে দুইটি যুবক যুবতী মিলিয়া রাস্তার ধারে পাথর ভাঙ্গিতেছিল। বন্ধু এইবার যেন দৃষ্টান্ত পাইলেন। তিনি ঐ নেপালী মজুরদ্বয়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ইঙ্গিত করিলেন। আমি বলিলাম—

"রমণী প্রেমকে 'এন্টারটিক্ সার্কেল'এর বাহিরে তাড়াও,

উহার চেয়েও আমার সম্মুখে উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান। হাসিয়া তিনি উত্তর দিলেন ;—

"উচ্চ আদর্শ বুঝি সম্মুখের ঐ 'দরবার হলের' চূড়া? —ফোঃ! হাসিবার ত নহে,—সংসারকে আমি একটা পাথরের কারখানাই জানি। ভাঙ্গো, বহ, 'টার্ মাকাডম্' করিয়া পাথরের রাস্তা তৈরী করিয়া দাও। তবু ইহার মধ্যে যদি ঐ সঞ্জীবনী নিশ্বাসের সুগন্ধি, অখণ্ড প্রস্তরে কল্যাণী দৃষ্টির মায়াপাত মাত্রই পাওয়া যায়—জীবনের মধ্যে তাহা হইলে কি প্রচুর সাহায্য আসিয়া পড়ে না? সচেতন বলিষ্ঠ আমরা, তখনই কেবল খাটুনির দিকে অগ্রসর হইতে পারি এবং কৈবল্য পথের দুর্গতি নিভিয়া যায়।"

আমি। ব্যাস বলেন, "উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্……।"

'ম্যাল'এ পৌঁছিলাম। বিবিধ জাতির মানব মানবীতে বেঞ্চগুলি পরিপূর্ণ ছিল। আমরা তাহা অতিক্রম করিয়া আসিতেছি, এমন সময় একটি ইউরোপীয়া বালিকা পার্শী বন্ধুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—

"মিঃ পেষ্টনজী,—এখানে!"

তাহার সঙ্গে একটি বৃদ্ধাকে দেখিয়া আমরা টুপি উঠাইয়া সম্মান দিলাম। তিনিও বন্ধুকে দেখিয়া চিনিলেন। বলিলেন—

"ও—আপনি আমার লোরাকে গ্রামার শিখাইতেন, নয়?"

পেষ্টন্‌জী মাথা নাড়িয়া তাহা স্বীকার করিলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর তিনি বৃদ্ধা ও বালিকাকে তাঁহার সদ্য এম্, এ, পাশের খবর দিয়া বিদায় লইলেন।

'বার্লিংটন'-এর দোকান ছাড়িয়া 'প্লান্টারস্ ক্লাব'-এর নীচে আমাদের প্রোফেসর দত্ত'র সঙ্গে দেখা হইল। আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দস্বরে বলিলেন—

"অনেক দিন পরে।"

অভিবাদন করিয়া আমরা উভয়ে এম্, এ-র সংবাদ দিলাম। সহাস্য শান্তমূর্ত্তি এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক উন্নতি ও কুশল কামনা করিয়া বলিলেন—

"আমি জানিতাম তোমরা পাস করিবে।"

আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশা ও আরো দুই চারিটি বন্ধুর বার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর তিনি তাঁহার চিন্তাপ্রসূত নূতন কতকগুলি সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করিলেন। পেষ্টন্‌জী ইঁহার সঙ্গী বালককে লইয়া তাহার ডানা ঝাঁকাইয়া, নাক ছুঁইয়া, চিবুক টিপিয়া, উঁচু করিয়া তুলিয়া নামাইয়া হাসিয়া অদ্ভুত ক্রীড়ায় এতক্ষণ প্রবৃত্ত ছিল। আমরা বিদায় লইলাম।

'ফ্রাষ্টম্যান'এর কুঠির কাছে কতকগুলি ব্রাহ্মছাত্রী আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া গেলেন। তাঁহারা কি যেন একটা বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন।

রেভারেণ্ড ডান্‌ক্যান্ সাহেবের বাড়ীর কিছু পরেই

'সল্ট হিল্'এ ক্ষুদ্র 'এ্যানি ডেল্' বাড়ীখানি আমরা লইয়াছিলাম।

চা পান করিতে করিতে নবাগত চিঠিগুলি খুলিতে লাগিলাম। প্রথম—এ, রেজাক্ নামীয় আমার এক মুসলমান বন্ধুর। এম, এ'র জন্য প্রস্তুত হইয়াও তিনি উহা ত্যাগ করিয়া কিজন্য যে বাড়ী ফিরিলেন, আমরা কেহই তখন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তাঁর একটা সাধনার বিষয় ছিল যে, শুষ্ক উদ্ভিদেরও প্রাণশক্তির অস্তিত্ব তিনি প্রমাণ করিবেন। পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

" * * * * তোমরা জানো, বাড়ীতে এক নবীনার আতিথ্যে আমি নিজেকে সেবাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলাম। অবশেষে তোমাদের পৌরাণিক কর্ম্মযোগী বিশ্বামিত্রের মত একদিন চৈতন্যলাভ করিয়া পূর্ব্ব সাধনায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে গেলাম। কিন্তু 'মেনকা' তো চলিয়া যান নাই; অবশেষে যেদিন আমার নির্ব্বুদ্ধিতায় তাঁর নিকট উদ্ভিদের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিলাম সেই হইতে তিনিই উত্তম পাণ্ডিত্যের দ্বারা আমায় উহা হাতে কলমে বুঝাইয়া দিতেছেন এবং পরীক্ষার্থে যে সব ভালো ভালো কাষ্ঠগুলি সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাঁহার প্রবল প্রতাপে তাহা আজকাল বাবুর্চ্চিখানায় ও মিস্ত্রিদের কারখানায় বিশ্লেষিত হইতেছে। নূতন খবর—অদ্য একমাস হইল মৃত

শ্বশুরের একটি বৃহৎ সম্পত্তির মালিক হইয়াছি, ও তাঁহার কন্যার ক্রোড়ে একটি সম্পূর্ণ নূতন খোকা সাহেবকে দেখা যাইতেছে।

দ্বিতীয়খানি দাদার লেখা। পড়িতে লাগিলাম—

"নীরু, বাড়ীতে না জানাইয়া যাওয়াতে তোমার বৌদিদি আমাকেই ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া স্থির করিতেছেন। তাঁহাকে মহাকাল দর্শন করিতে না দিবার পাপ আমার ঘাড়েই চাপাইতেছেন।……শ্রীমান স্নুকু তোমাকে তাহার নিকট পৌঁছিবার জন্য বিশেষ করিয়া আমাকে এক পত্র দিয়াছে। তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। বিশেষতঃ গঙ্গার জল 'সিঞ্চল লেক'এর জলের চেয়ে গুণহীন নহে। তথাকার কার্য্যান্তে গাজীপুর যাও। টাকা পাঠাইতেছি।

রেজাকের পত্র পেষ্টনজী দেখিলেন। টেবিলের উপরে রাখিয়া তিনি কহিলেন—

"থাক্, ইহা হইতে মূল্যবান কথা বাহির করিতে হইলে বলপূর্ব্বক টানিয়া বাহির করিতে হয়। আচ্ছা, মনে পড়ে তোমার নীরেন্দ্র, ম্যাল-এ মিসেস্ ক্লার্ক বলিলেন—সংসার যে দুঃখের নহে, ইহা বুঝিতে হইলে বাহির হইতে নহে, প্রেমের দরজা দিয়া ভিতরে গিয়াই; নতুবা উহার তিক্ততার আস্বাদে জিহ্বাই সঙ্কুচিত হইয়া আসে!"

আমি। মিসেস্ ক্লার্কের এই মন্তব্য বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিবার ধাতুপ্রকৃতি আমার নয়

পেষ্টন্‌জি। ব্রাহ্ম মেয়েদের মধ্যে কে একজন, অবশ্য তাঁদের গল্পের বিষয়ে আলাদা ছিল, বলিলেন—বৈরাগ্যের অন্তরের মধ্যে প্রেমের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করা যায়, কিন্তু উপেক্ষা মহাপাপ সমূহের অংশবিশেষ।

আমি। কাঞ্চনজঙ্ঘাই আজ সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তোমার এ গল্প কি থামিবে না? সুযোগ মত ইহা আমি ভাবিয়া দেখিব অঙ্গীকার করিতেছি। অন্য খবর—দাদা আমাকে অতি শীঘ্র গাজীপুর পৌঁছিতে লিখিতেছেন। কবে রওনা হই, বল দেখি?

'এখন গাজীপুর'! 'কেন?' 'সেখানে কে আছে তোমার?'

প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তরে আমাকে খুলিয়া বলিতে হইল যে, গোবিন্দ প্রসাদ ওরফে সুকু—আমার খুড়তুতো ভাই। গাজীপুরে ডাক্তারি করেন। বিবাহিত; সস্ত্রীক সেখানে থাকেন। তাঁরা নিঃসন্তান। আমরা উভয়ে সমবয়স্ক; এবং শৈশব হইতে এফ্‌ এ পর্য্যন্ত যমজ ভ্রাতার ন্যায় একসঙ্গে কাটাইয়া অবশেষে তিনি এল, এম, এস, এ গেলেন, আমি এই দিকেই রহিলাম। দাদার শ্বশুরের ভায়রা পশ্চিম অঞ্চলে ওকালতী করিতেন। তাঁরই চেষ্টায় গোবিন্দ প্রসাদ প্রথমে পাঞ্জাবের কতিপয় স্থানে অস্থায়ী ভাবে কার্য্য

করিয়া আপাততঃ গাজীপুরে স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। মাথার উপর এক দাদা ছাড়া আর কেহ না থাকায় দাদাই আমাদিগকে পালন করিয়াছেন এবং পিতা মাতার স্নেহ তাঁহার নিকটেই পাইয়াছি। তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমরা এক পা নড়ি না। জীবনে তুইটি মহাপাপ করিয়াছি মনে হয়; তাহা দাদার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অবিবাহিত রহিয়াছি—এই এক, ও বিবাহ-চেষ্টার আভাস পাইয়া গোপনে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিংএ চলিয়া আসিয়াছি—এই তুই।

পেষ্টন্‌জি। কখনও এসব ভালো করিয়া খুলিয়া বল নাই। আর যাই হোক্ বিবাহ না করিয়া এবং না করিবার অভিপ্রায় লালন করিয়া তুমি মহাপাপই করিয়াছ,—যখন প্রতিপালনের জন্য তোমার দাদা ও সম্পত্তি যথেষ্টই রহিয়াছে। আচ্ছা, ফিরিয়া তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিবে প্রতিশ্রুত হও; আমি তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইব।

আমি। প্রফেসার দত্ত কি বলিলেন, জানো? তাঁর খেয়াল, অদ্ভুত! তিনি বলেন, ধনীর ছেলেদের কুলীগিরিতে প্রবৃত্ত করাইতেই হইবে।

পেষ্টন্‌জি। নিশ্চয়। শুনিয়াছি ও মনে আছে। তাহা হইলেই ভবিষ্যৎ মানব পৌত্রগণের সম্মুখে আমরা 'হ্যাপি ইডেন' নহে, মঙ্গলের জয় জয়কার রাখিয়া যাইব। কিন্তু

লাখ্‌পতিকে তাহার টাকার বস্তার সিংহাসন হইতে নীচে নামাইবে কে ?—নীরেন, ভাবো ! প্রেমের অঙ্গুলী সংকেতে—

মাপ চাহিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলাম—

"এখনও খবরের কাগজ পড়া ও খাওয়া বাকীই রহিয়াছে।—তারপর আমার সে পড়াটা—"

পেষ্টন্‌জি। তোমার ব্রত সম্বন্ধে আমার প্রচুর সন্দেহ ছিল। আজ আরো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছি। কামনা করি, রেজাকের মত তোমার খেয়াল মাত্রই যেন না হয়। অনুশীলনের একটা প্রতিক্রিয়া আছেই। না পারিবার ক্ষোভে সমস্ত মাটি করিয়াই তবে না আমরা ইণ্ডিয়ান্‌ !

দুই

রিভিলগঞ্জের ফেরির বুকে জোনস্‌-এর হোটেলের কেক বিস্কুটে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া—জল খাওয়া, সে নেহাৎই আচার বিরুদ্ধ মনে হইল। চা তৈরীর জন্য ষ্টোভ বাহির করিতেছি, 'প্রচুর পরিমাণে টাইম নেহি মিলেগা জী'—গতিকেই মেল মহারাজের নিষেধ মানিয়া 'কূর্ম্মোঽজ্ঞানীর' হাতিয়ার গুটাইলাম। অগত্যা 'হা তাত পূর্ণেন্দুশেখর,' দার্জ্জিলিংএর নারাণ হালুই-এর দোকানের বরফি বালুসাই খাইয়া প্রায়শ্চিত্তার্থে ঘোলা জলই পান করা গেল আর কি।

পেষ্টন্‌জি যে কেবলমাত্র আমার সহপাঠীই তাহা নহে, সে আমাকে এবং আমি তাহাকে পূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছি; আমার তো এইরূপ মনে হয়। আমাদের কোন কথা কাহারও কাছে অব্যক্ত রহিয়াছে বলিয়া জানি না। তবু আমি কিঞ্চিৎ চাপা এবং সে সুন্দর খোলা প্রকৃতির। তাহার তাড়নায় আমাকে আমার নিজের স্বভাব ছাড়াইয়া একটু বেশী কথা বলিতে হয়। তর্কগুলিকে যখন আমি নিভাইয়া দিবার চেষ্টা করি, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য সদা প্রফুল্ল এই যুবকের ভাণ্ডারে তৈল সলিতার অভাব দেখিতে

পাই না। প্রেম, সৌন্দর্য্য, বিবাহ ও নারীতত্ত্বের আলোচনায় ইহার 'কণ্ঠে বৈসে সরস্বতী'। সূত্র পাইলেই হয়। আমি জীবনে কঠোর বৈজ্ঞানিক সাহিত্যকে বাছিয়া লইয়াছি। ভদ্রলোক উঠিয়া পড়িয়া ঐ তত্ত্বগুলি আলোচনা-দ্বারা আমার সাধনাকে বিচলিত করিতে চাহিতেছে। রেজাকের দুর্দ্দশায় পড়িব, সে ভয় আমি করি না। যেহেতু আমার আজীবন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরীক্ষা সাফল্য আমি নিজেই দেখিয়া আসিতেছি। আমি টলিব! হ্যাঁ।

একটি বৃহৎ কর্ত্তব্যকে আমি বাছিয়া লইয়াছি। এই ভার গ্রহণের পর গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে এফ, এ-তে ছাড়াছাড়ি করিয়া বি-এল্ না হইয়াও এম্-এ পার হইয়াছি। সেই হইতে আজ কয় বৎসর ধরিয়া আমার এই মনের পর্দ্দায় একটি তৃষ্ণার বেদনাঘাত পাইতেছি যে, লাগিয়া পড়ো,—লাগিয়া পড়ো, দেরী করিলে চলিবে না।

চলিবে তো না-ই। আরম্ভও তো করিয়াছি। কিন্তু পেষ্টন্‌জি ইহার ভিতর কাহাকে ডাকিতেছে? কাহারো স্থান নাই। "ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী, আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।"

বস্তুতঃই ক্ষুদ্র বাঙ্গালী কন্যাটির মত আমি আমার সেই ব্রতকে একটি অপূর্ব্ব পরিজ্ঞাত বৃহৎ বরের ন্যায় বরণ করিয়াছি। আমার পক্ষে তাহা 'তেরো হাত বিচি'—

জানিতাম ; তবু সেবার এণ্ট্রাস্ স্কুল হইতে বাহির হইবার পর একটা আকাশ-কুসুমের মতো মনে আসিয়াছে যে, ভবিষ্যতে আমাকে ধরণী-ব্যাপিনী চির যৌবনময়ী প্রতিষ্ঠা দ্বারা একটি অমর এবং অক্ষয় নাম স্থাপনের চেষ্টা করিতেই হইবে। এফ-এ'র পর তার মুকুল ধরে। বি, এ'তে অবসর পাই নাই। আবার এম-এ'র সময় হইতে তাহাকে লইয়া পড়িয়াছি।

ইতিহাসের আবিষ্ক্রিয়া, ব্যবসায় বা অর্থোপার্জ্জনের ফন্দী আঁটা আমি দেখিতেছি অতি সহজ। কিন্তু তাহাকে লোকে কি মনে করে যে,—পৃথিবীর অবর্ত্তমানে সৌর বিশ্বের কি ক্ষতি হইত, বিদ্যমানেই বা কি লাভ হইতেছে—কিংবা লাভ লোকসানের অতীত একটা প্রয়োজনীয়তা তাহার আছে, এই সমস্ত লইয়া আলোচনা করিতেছে? যদি তাহাকে পাগল মনে করিয়াই রেহাই দিতাম তাহা হইলেও তাহার কোনও ক্ষতি ছিল না, হায়, সে যদি মৃত্যুশূন্য একটি অপরিশ্রান্ত যুবকজীবন লাভ করিতে পারিত! "ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে"—নিট্ হিসাব না হইলে মন মানিবে কেন?

না মানুক্,—পেষ্টনজি'রও দেখিতেছি ভূতেই ধরিয়াছে। নতুবা 'বিবাহ-প্রস্তাব' করিতেছে দিল্লীশ্বরী সুলতানা রিজিয়ার কাছে। কিন্তু তাহাকেই যখন 'ঢেঁকি গিলিতে' বলা হইত, 'অবসর', 'পিতার অনুমতি' 'কন্যা দুষ্প্রাপ্যের ওজর' আর

মিটিতেই চাহিত না। 'হেন-তেন-সাত-সতের' করিয়া কাটাইয়া দিয়াই একেবারে প্রণয়তত্ত্বের মধ্যে পৃষ্ঠা খুলিয়া বসিত।

পার হইয়া ট্রেনে চাপিলাম। গাড়ীময় কেবল হিন্দুস্থানী। লম্বা কলিকায় তামাক, খৈনী তৈরী—চীৎকার সঙ্গীতে ম্যানমেনে কান্নার সুর ও হট্টগোল!—বাঙ্গালীর সহিত ইহাদের কোনখানে খাপ খায় না। তবু—না থাকুক বসিয়া পড়া গেল।

গাজীপুর—মানুষ দূরের কথা, একটি কাক পক্ষী পর্য্যন্ত নামিল না, কিন্তু উঠিল বহুত। ষ্টেশন ষ্টাফ্‌টি ভারী সুন্দর। আছে ভালো, আগাগোড়া হিন্দুস্থানী—নাগরাই জুতার শুঁড় হইতে মাথার টিকী পর্য্যন্ত।

টেলিগ্রাম পাইয়া গোবিন্দ গাড়ী পাঠাইয়াছে। লগেজ গুলি বুঝিয়া লইয়া গাড়ীওয়ালাকে কহিলাম—

"হাঁরে, এই যে,—হিঁয়া, নীরেন বাবু হামই হ্যায়।"

তিন

বাজারের নিকট, গঙ্গার ধারে এক ভাড়াটে বাংলায় সুকু সংসার পাতিয়াছে। ইঁটের দেওয়ালে খড়ের ছাউনী এই বাড়ীখানির প্রতি ডাক্তারের প্রীতি কি করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে ভাবিতে ভাবিতে মেটে সড়কের মোড় ঘুরিয়া বাড়ীর পিছন-দিকের খোলা জায়গাটাতে পৌঁছিয়া গেলাম। ব্যাগ হস্তে বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া গাড়োয়ানকে ফ্রেশ্ ফ্রুট বাস্কেট দুইটি নামাইতে বলিতেছি।

"স্বস্ত্যস্তু, কল্যাণ হোক্—কে তুমি সুন্দর?"

বটে! আমাদের উত্তর-বঙ্গ-পল্লীর নারী-সিংহাবতার স্বর্গীয়া কামিনী ঠাকুরঝির বিশাল প্রহারেও যিনি 'ক-এ কৃষ্ণ'তে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই, পুরাতন পিসিমার ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং নিরক্ষরা "সূর্য্যমণি" এই!—অবাক্! শুধু পড়াই নয়, কাব্যে তাহার জ্ঞান পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে এবং তাহাতেই আজকাল তাদের সাংসারিক আলাপ সংগ্রাম চলিতেছে নিশ্চয়! গোবিন্দ তবে, আছে ভাল।

একটি তরুণী বালিকা চপলপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পার্শ্বের পথ-রেখা দিয়া একটি বাড়ীতে পৌঁছিয়া গেল।

"ওরে, তরকারীর চুবড়ীঠো নাবায়কে দিয়াতো!" বলিয়া ভাবিলাম প্রশ্নকারিণীর উত্তরের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিই।

সূর্য্যি বৌঠানকে জানালায় হাসিমুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া আনন্দ প্রাচুর্য্যে আমি আর হাসি ঠেকাইতে পারিলাম না। এক নিঃশ্বাসে একটানে কহিয়া গেলাম যে,—

"মানবটির নাম রামনাথ। তিনি য-ফলা পড়েন এবং হাতে এই শিশু-শিক্ষা।"

আমার ছ' মাসের বড় সুকু, কিন্তু তার পত্নীটি যদি সদ্য-জাতা খুকীটিও হইত, সমাজ শাসনে তাহাকে আমি প্রণাম করিতে বাধ্য। গোটা কয়েক বিলাতী স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলাম; একখানি বই-এর উপর তাহাদিগকে সাজাইয়া বৌদি'র পা'র কাছে রাখিয়া প্রণাম করিলাম। পুস্তকখানি নিশ্চয় আফগান আমির চরিত নহে, স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগী করিয়াই রচিত।

"ছি-ছি কর কি! এম-এ পাশ করে খৃষ্টান হয়ে উঠেছ দেখছি। বই—মা সরস্বতী—পা'র কাছে রাখতে হয়!—হ্যাঁলা গোপা! পালিইছিস্?"

—বলিয়া তিনি আহারের উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। প্রস্তুত হইয়া আহারে বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"গোপা কে বৌদি?"

"গোপালিকা, গোপালিকা ;—সাতকড়িবাবুর বড় মেয়ে।"

"ও! আমি ভাবছিলাম কি আপনারই কেউ হবে। তা, নাড়ী নক্ষত্র আপনাদের তো অবিদিত কিছুই নেই আমার।"

"ও তা হবে না,—মাছ আসবার কালে ও মুড়োটা যে আমাদের কারুরই নয়, তা আমরা আগেই ঠিক করে নিইছি, রেখে দিলে চলবে না।"

বহুদিন পরে মাতৃস্নেহের সুবাস আস্বাদন করা গেল। হঠাৎ এই সময় মুড়ো ভাঙ্গিতে বাধা দিয়া পশ্চাৎ হইতে কে আমার চোখ চাপিয়া ধরিল। আমি বাঁ হাতে অনুসন্ধান করিয়া সুকুর ডান হাতের অতিরিক্ত বুড়ো আঙ্গুলটা স্পর্শ করিবামাত্র স্বামী-স্ত্রীতে বালকের ন্যায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মুক্ত চক্ষে কহিলাম—

"মরেছে, রুগীটার চোখ চেপে ডাকাতি করে অভ্যস্ত হয়ে গেছ। আমার অবস্থাটাও কি তেমনি ধরণের সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্দেহ কর? আর—এ দস্তুর মতো ছেলেবেলাকার ছেলেমী।"

"না, নাড়ী পরিষ্কারই দেখলুম। তবে জ্বর যা একটু। ভয় নেই। অল্পতেই ওর নাম কি—; তা ছাড়া ডাক্তারও তো মন্দ নই।—জিজ্ঞেস করতে পার।"

সর্ব্বনাশ, কি বলে রে!

আমি। —কিন্তু সুকু, স্মরণ রেখ, দাদার পত্রে কোনো কারণ উল্লেখ ছিল না। সে কথায় কান না দিয়া সুকু কহিল—

"আরে—একি থাইসিস, ম্যালেরিয়া, যে দার্জ্জিলিংয়ের চেঞ্জএ উপকার হবে?"

তিনি চুরুট ধরাইলেন।

আহারান্তে আমি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

চার

চিকিৎসক দউআনের অদ্ভূত ব্যবস্থায় খলিফার রোগ মুক্তির একটা গল্প শোনা যায়। এও তাহাই। রোগী রোগ টের পাইতেছে না অথচ তাহার চিকিৎসা পর্য্যন্ত চলিয়াছে—ভালো রে!

আজ তৃতীয় দিন। গঙ্গার ঘাট, আফিং কুঠী, বাজার, কাছারী, স্কুল,—গোলাপ চামেলীর বাগিচা ইত্যাদি আলগা আলগা ভাবে নিজে নিজে বেড়াইয়া বেড়াইয়া একটু একটু কাল দেখিয়া আসিয়াছি। দিন রাত্রির মধ্যে সুকুর অবসরের নিশ্চয়তা নাই। স্নানাহার মাত্র কোনরূপে ঠিক রাখিয়াছে।

সকালবেলা বাহির হইয়া রামলীলার মাঠের ধার দিয়া কিঞ্চিৎ বেড়ান গেল। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক জনৈক 'স্ব'দেশীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপে আলাপে নানাবিধ সংবাদ অবগত হইলাম। বেচারী দরিদ্র হইলেও গল্পে সল্পে বেশ একটু কমিক্।

যা হোক্, বেলা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া শিক্ষকমহাশয়কে বিদায় দিয়া বাসায় ফিরিলাম।

সুকুর সমস্ত সারা ; এই—বাহির হইয়া গেছে।

বৌদি'র প্রতি ব্যবহারে মা'র স্নেহ, আমার প্রতি আনন্দিত মুখের প্রত্যেক বাণীটিতে—তাঁর সরল বাৎসল্যে আমাকে বিস্মিত করিয়া দিতেছে। ইহা কি সম্ভব! ধরিতে গেলে এক রকম পরশুদিনই আমরা যাঁহাকে সুজী খুকী বলিয়া ক্ষ্যাপাইতে ছাড়িতাম না, কোথা হইতে তিনি তাঁহার হৃদয়ে এত সম্পত্তি পাইলেন! ছেলের প্রতি মমতা তো অভ্যাস বা সংস্কারের ফল নহে! নারী, আমার বিনীত প্রণাম গ্রহণ করো! কিন্তু দূরে,—দূরে!

উভয়ে একসঙ্গে আহার করিয়া, বই লইয়া বসিলাম। বৌদি ঘরের অন্যান্য কাজ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"বৌদি, আপনার সময় কাটে কি করে?"

"সমস্ত কাজ করতে হয়—তা ছাড়া গোপার সঙ্গে গল্প করি, বই পড়ি।"

"কি বই?"

"প্রবাসী, ভারতী, রাজর্ষি—এই কি সব এত মনে করে রাখা যায়?"

"—পড়েন? প্রবাসী ট্রোবাসীর কি পড়েন?"

"ঐ গল্প টল্পগুলো—আমার পড়া ধরো—হ্যাঁ।"

"আপনি এত শিখলেন কবে--কি করে।"

"শিখেছি—আবার কি করে—"

"ইংরেজী টিংরাজী কিছু—"

"মাপ করো ভাই, ঐটি আমার কিছুতেই হয়ে ওঠে না।"

"আমি আপনাকে পছন্দ করে করে বই কিনে পাঠিয়ে দেব, আপনি সবগুলো পড়ে ফেলুন দিকি।"

"কি বই, দুটো একটা নাম করো দেখি বুঝি।"

ওগো মা! কি নাম করিব! স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী অনুপযোগী যতগুলি বই-এর নাম আমার জানা ছিল, বৌদির যে কিছুই বাকী নাই। ইস্তক রবীন্দ্র বঙ্কিম সারা!—রহস্য আর কি করিয়া বলি। প্রমাণ তাঁর আলমায়রা;—প্রমাণ আমার দুই চারিটা প্রশ্নের নির্ভূল সদুত্তর। গেল যা—অবরোধেই এই!!

"আচ্ছা বৌদি, কিছু লেখেন না?"

"বিদ্যে জাহির করিয়ে দেবে বুঝি?"

"কথাটা ভাসিয়ে দেবেন না। বেশ করে কথাগুলো শুনে যান। আপনি অনেকগুলো লেখা পড়েছেন, কেমন?—ওগুলো যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মনের ভাব লেখা থেকেই ফুটছে, মানেন? বেশ! এমনি করে করে, লোকজনকে উন্নতির পথে চালনা করবার জন্যে, যাঁর মনে যখন যা যুক্তি আসে, সে,—কি ছাই আমি আপনাকে বুঝাতে

পাচ্ছিনে বুঝি,—সেই লেখকরা সেই যুক্তিগুলোকে লিখে বের করে—”

“পণ্ডিতমশায় আর লাফা-ঝাঁপি করতে হবে না। মতের আদান প্রদানের কথা বল্‌ছ কি?—তা তোমরা রয়েছ কি ঘাস কাটতে শুধু? দ্যাখো, সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তা হয়, মানব সমাজের সাময়িক স্রোত যা চলেছে ও গড়ে উঠেছে এর আর মরণ নেই। খুব সম্ভব পরিণামে সত্যের একটা জয় হবেই। তা আমি মেয়েমানুষ, দাদা, দয়া ধম্মো ক'রে হাতে তুলে বেচারীকে আমার কাছে দিয়েছ, ঐ আমার সত্য; সংসারটুকুই আমার সমাজ; তোমরা কয়জনেই আমার ভাই বোন মা বাপ! ও সবে আমার দরকার নেই।”

অবাক্!······চিন্তা করিয়া একটা তত্ত্বে পর্য্যন্ত দাঁড়াতে পারে—তামাসা কি ইহা! তুমি নারী এবং কোনো অংশে কাহারও চেয়ে হীন নহ, এ অভিজ্ঞতা আজ আমি নূতন করিয়া অর্জ্জন করিলাম। কিন্তু সেলাম তোমায় টেম্পল্ চাচা!”—দূরে! আমার পথে আমি একা। এ পথ বন্ধুর, নীরস—কর্কশ!

পেষ্টন্‌জীর পিতার লেখা একখানি অনুবাদ বই সুকুর আলমায়রাতে ছিল। আমি সেখানা লইয়া পড়িতে পড়িতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

দুই প্রহরের নিদ্রায় কোনকালেই অভ্যস্ত নহি। হঠাৎ জাগিয়া নিদ্রা ও অমনোগীতায় নিজেকে তিরস্কার করিতে যাইতেছি, দেখিলাম আমার মাথার পাশে মেঝেতে চাখড়ির ঘর কাটিয়া গোপাতে বৌদিতে 'বাঘ-বন্দী' খেলা চলিতেছে। ভাল রহস্য! বালিকার সঙ্গে বালিকাটিরই মতো হইয়া কায়মনোবাক্যে ইহারা খেলিতেও পারে!—তারা, অচিন্ত্যরূপিনি তুমি মা!

বৌদির হাতে মস্ত একটা কড়ির বাঘ; আর গোপা মেষপালিকা। একটি মেষ হত হইয়া বৌদির চরণতলে লুটাইতেছে। অসহায়া মেষপালিকার সাহায্যার্থে আমি যুক্তি দিতে লাগিলাম। এ বেশ সুন্দর কৌতুকপূর্ণ ব্যাপার! যদিও আমার কেবল ডিভেল্পার ব্যতীত অন্য কোন দেশী বিলাতী খেলা বা ব্যায়াম ভাল লাগিত না এবং ভ্রমণ ও পুস্তকের সঙ্গেই আজ সিকি শতাব্দীর কিছু উপরেই উঠিয়াছি তবু এই ক্ষুদ্র খেলাকে অমান্য করা আমার ভাল লাগিল না। অবশেষে ব্যাঘ্রের করাল গ্রাসে মেষের পাল বিলুপ্ত হইয়া গেল;—পরামর্শদাতার বুদ্ধির উপর সন্দেহ করিয়া পরাজিতা গোপা বৌদির নিকট প্রস্তাব করিল—

"এবার আমি নিজেই খেলবো।"

"বেশ"—

ক্ষুদ্র ধিক্কার এবং আঘাতটুকুতে গোপার প্রতি আমার

দৃষ্টি ফিরিল। কবির চক্ষুতে তাহাকে দেখিতে গেলাম।— না, কিছু নাই। বিজয়কে ব্যঙ্গ করিয়া উদ্যত লড়াই মাত্রই ইহার সৌন্দর্য্যটির উপাদান। ভাবীর সম্মুখে সে যেন তাল ঠুকিয়া প্রস্তুত। হাঁ, ইহা দেখিবার বটে।

এমন সময় সুকু আসিয়া পড়ায় খেলা বন্ধ হইয়া গেল। সুকু কহিল—

"নার্স-এর হাতে রুগী আছে তো ভাল! উঃ, গোপা যে—! ভারী ভদ্রলোকটির মতো দেখছি। তা ধনুর্ব্বানখানা কি বাইরে ছেড়ে রেখে আসতে হয়? তবু আমি কুড়িয়ে এনেছি। পাকা পেঁপেগুলো এ এমন পেড়ে দেয়—"

বুঝি গুণ প্রকাশ হইতেছে দেখিয়া বৌদির সঙ্গে সে ভিতরে চলিয়া গেল।

সুকু কহিল—

"খাবার কি আছে নিয়ে এসো দেখি, সবাই মিলে এক সঙ্গে বসি।"

সত্যই যে তাই! —মানে, একসঙ্গেই! চতুর্দ্দিকে চারিখানি চেয়ার। মধ্যে টিপয়, তার উপরে একখানি বড় থালায় চারিখানি রেকাবে খাবারের কতকগুলি। আমি নিজে কোনোদিন অবশ্য হিঁদুয়ানীকে বেশী সমীহ করিয়া চলি না; কিন্তু—

"সুকু, 'চিতোর রাণার' কি 'পণ' ছিল? সন্ধ্যাহ্নিক না

করে যিনি জলস্পর্শ করতেন না—আর, বৌদি পুস্তকের মধ্যেই মা সরস্বতী—”

বৌদি। গোপা এ মন্ত্র আমাদের দিয়েছে।

সুকু। নাচতে গিয়ে ঘোমটা আর খেতে বসে কথা বলা আহাম্মুকী ফেলু, এর চেয়ে আরো ভালো যদি রেকাবগুলো সরিয়ে সমস্ত একসঙ্গে করে ফেলি।

সুকুর ছেলেমী আমার খুব বেশ লাগে। সে যখন সমস্ত মিশাইয়া ফেলিল, আনন্দিত হইয়া এতদ্ব্যাপারের প্রথম প্রবর্ত্তিকা ঐ বালিকাকে একটা কথা বলিতে আমার ইচ্ছা হইতেছিল। বাক্যের সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলিকে লইয়া মুস্কিলে পড়িলাম। একটা বালিকার সম্মানের ওজন স্থির করিতে না পারিয়া আপশোষও হইল, ‘বলি বলি বলা’-ও হইল না।

সুকু। আজ আমার কিঞ্চিৎ অবসর হবে, চল, বেড়িয়ে আসা যাক্।

পাঁচ

জ্যোৎস্নায় কর্ণওয়ালীশ লাটের কবর মন্দিরের গম্বুজ স্নান করিয়া পরম করুণ হইয়া উঠিয়াছে।······ফিরিবার সময় স্থকুকে কহিলাম—

"না, কালই আমি দার্জ্জিলিংএ ফিরতে চাই—"

"কালই ? তা হলে যা মনে করলুম—"

"কি সেটা ?"

"পাঞ্জাব ও এন, ডবলিউ, পি'র কতকগুলি ধনীর দানের টাকায় সমস্ত হিন্দুস্থানের জনসাধারণদের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার একটা মস্ত ব্যবস্থা কল্পনা করা হয়েছে। এখানকার বনওয়ারীলাল বাবুর গল্প অনেকদিন তোমার কাছে করেছি, মনে আছে অবশ্য। তাঁর ছেলে ত্রিবেণীপ্রসাদ ইউরোপ থেকে ফিরে এসেছেন। এ তাঁর কল্পনা। সমস্ত ঠিক্। আসছে মাস থেকে কাজ স্থরু হবে। প্রথম অনুষ্ঠান, খুব খাটতে হবে। গাজীপুর সার্কেলের জন্যে একজন ডিরেক্টার প্রয়োজন। করো না। আপাততঃ ওরা দেড়শো দেবে।"

"ক্ষেপেছ ? চাকরী করব ?"

"এ ঠিক্ চাকরী কি ?"

"ঐ বলো !—আপন অথবা পর, কারুর উপকার করবার জন্যে আমি লেখা-পড়া শিখিনি। আর তা ছাড়া, আমার কর্ত্তব্য রয়েছে।"

"কি তোমার কর্ত্তব্য ?"

"কারুকেই বলিনি। তুমি হঠাৎ আমায় পাগল ঠাউরিয়ো না। আমি এমন একটা কিছু সূত্র পেয়েছি, যা থেকে সমস্ত পৃথিবীকে কিছু দেবো।"

উৎফুল্ল চক্ষুতে সুকু আমার চক্ষুর দিকে চাহিল। কথা কহিল না। এ স্তব্ধতা অপ্রীতিকর। বলিলাম—

"গাজীপুর থেকে বহরমপুর লাইনের অন্য গাড়ী না পাওয়া গেলেও আমাকে তোমরা স্পেশাল ট্রেনে চড়িয়ে দেবে, জানি। কিন্তু আমি বল্‌ছি নাড়ীবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কবিরাজ মাত্রই আমাকে কসৌলিতে যেতে বলবেন।"

সুকু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল—

"পৃথিবীকে ! হবে, সে একটা তত্ত্বাবিষ্কার।"

"শোনো, আর—তার জন্যে আমার সারা জীবনের বাজেটে কাজ আরম্ভ করেছি।"

"দেখ ফেলু, আমাকে মারো—আমি সত্যি বলবো এবং তাতে তর্ক নেই। কতকগুলি কারণে আমরা ওদিকে যেতে পারি নে। আমরা বাঙ্গালী, স্বল্পায়ু, অলস, গরীব। স্বীকার

করি, তুমি সমস্ত কাটিয়ে দেবে, কিন্তু দারিদ্র্য প্রশ্নের মীমাংসা বাস্তবের মধ্যে, তর্কে নেই।”

“খুব অল্পদিনের মধ্যেই জানতে পারবে সে প্রশ্নও অমীমাংসিত নেই।”

“আমার আর কিছু বলার নেই, সূর্য্যমণিকে বলে বিদায় নিও।”

মনে হইল সুকুর একটা অনুরোধ পালন করিলাম না—এ কি ঠিক হইল!

বাসায় পৌঁছিয়া আহারান্তে বিছানায় পড়িলাম।

ঘুমাইবার পূর্ব্বে একবার মনে হইল—“সর্ব্বনাশ, তীরের ফলায় পেঁপে পড়ে!”

ছয়

পরদিন সকালে রামলীলার লঙ্কা মাঠ বেড়াইয়া আসিলাম। মাঠের মধ্যে সুন্দর মেটে সড়কগুলি। রেনট্রিতে আচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে এক একখানি বাংলা।

এগারটা। বাড়ী ফেরা গেল।

আমার শুইবার খাটটার নীচে একধারে মেঝেতে বসিয়া জানু পাতিয়া সেই অনুবাদ বইখানি খুলিয়া গোপা ছবি দেখিতেছিল। আমাকে দেখিয়াই উহা বন্ধ করিতে যাইবা-মাত্র মাটিতে পড়িয়া মলাটের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল।

"—ওই যাঃ, ছিঁড়ে গেল বুঝি!"

বলিয়া সে বইখানি তুলিল। দেখিলাম পুস্তকের আঘাত খুব বেশী নহে। বলিলাম—"একখানা ফটো ছাড়া এতে দেখবার এমন কি ছবি আছে?"

"না, আমি দেখ্‌ছিলাম কি, আপনি বিনি ছবিতেও বই পড়তে পারেন। আর—এ যে বই! এতো পাতা, বাপ্‌!"

গোপা আমার মুখের দিকে চাহিল। বোধ হয়, ইহাই অকৃত্রিম কটাক্ষ—এবং, আসল বিপদের হেতুই হইতেছে ইহা।

"হ্যাঁ, আপনার চিঠি ছিল—"

বলিতে বলিতে ভিতর হইতে তুইখানা পত্র লইয়া ঈষৎ হাসিমুখে সে আমার দিকে চাহিতে চাহিতে ফিরিয়া আসিল।

পেষ্টন্‌জী ও দাদার পত্র। পড়িতে লাগিলাম।

গোপা তুয়ারের দিকে চাহিয়া কহিল—

"গেল যা, বৌদির নাওয়া আর আজ ফুরুবে না।"

পেষ্টন্ লিখিয়াছেন—

"সেইদিনই দৈবাৎ আমেরিকার সেই ভদ্রলোকটির সহিত দেখা হয়। তিনি জাপানে চলিলেন। ফিরিবার সময় তাঁর টেলিগ্রাম পাইলে বোর্ণিওতে গিয়া তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলিতে হইবে—কি বলো?"

পত্র হইতে মুখ তুলিয়া একটু চিন্তা করিব ভাবিলাম। নাঃ তা হয় না। গোপা ঐ একদৃষ্টে হাসিমুখে পত্র দেখিতেছে। জাপান হইতে ফিরিবেন,—তবে! —এ বালিকা কি আলেখ্য-তত্ত্ববিতুষী! একটু চিন্তিত হইবার অবসর খুঁজিতেছি, সে আমার চিন্তান্বিত ভঙ্গিমাকে তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য করিতেছে! —ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আমি যে আগুণ লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছি! সরো নারী, সরো!

পত্র ও জামা বিছানায় রাখিয়া বাড়ীর পিছন দিকের বারান্দায় পায়চারী করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম।

কি করি। আর কেউ না, সুকু বলিতেছে। ওদিকে মিঃ টি'রও ফিরিবার দেরী আছে। তাইতো; আচ্ছা—ভাবিব।

সামনে, সড়কের ধারে সব রেনট্রী; তাতে একটি পাখীই থাকুক্। বাড়ীতে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের পাশের বাগানে, কলম কাটা ছোট ছোট আম, লিচু, কুল ও তেজপাতা গাছে ঝোপে ঝাপে বসন্ত বুড়ী, বেনেবৌ প্রভৃতি পাখীর নৃত্য কথা মনে পড়িতে লাগিল। আবার মনে হইল যে- না, এ খালি সময় নষ্ট হইতেছে—বৃথা! আমি বাহির হইয়া পড়ি। আবার বারান্দায় ঘুরিতে লাগিলাম।

"খেতে আসুন না, ঘুরে ঘুরে খালি—"

সত্য কথা।

গোপার আহ্বানে আহারে গিয়া বসিলে, বৌদি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রজ নাকি আঁধার করে গুণমণি এগুচ্ছেন?"

"বৌদি, এখন তুমি অনুমতি দিলেই—"

গোপা কহিল—

"দুচার দিনের জন্য মানুষ আসেই বা কে,—আর—"

"শোনো ঠাকুরপো, কাজে লেগে যাও। অন্য লোক খুঁজে ওঁরা আনুন, ছেড়ে দিয়ে চলে যেও;—ক'দিনই বা। কাল সারারাত ওঁর ঘুম হলো না। তোমার গল্পই চলেছে। তুমি চলে যাচ্ছ—"

"কত বড় কর্ত্তব্য আমার ঘাড়ে তা তুমি শোনোনি !"

"সে শুনেছি। অবসর মত গিয়ে তাদের কাজ দেখে আসবে এই তো—এ যে মনে হচ্ছে গোপাও পারে !"

এতোই কি তাড়াতাড়ি পড়িয়া গিয়াছে ! মিঃ টি'রও তো ফিরিতে কিছুদিন দেরী। ভাবিয়া কহিলাম,—

"আচ্ছা বৌদি আমি রইলুমই।"

"না, দেখ, তোমার সুবিধে অসুবিধে বোঝ ! শেষে যে আমায় দুষবে তা হবে না বলে রেখে দিচ্ছি।"

"না—আমি এখানেই অপেক্ষা করবো। দাঁড়াও, আজ তোমার বাটিটাতে মাছ বেশী, আমি আমারটার সঙ্গে বদলিয়ে নেব।"

"এ তোমার রীতিমত উৎপাত—"

"সহ্য করবার জন্যই আটকিয়েছ।"

আহারান্তে বৌদি কহিলেন—

"আয় গোপা আমরা পড়িগে।"

—আর আমি ? হাতে লইয়াছি একখানা বৈজ্ঞানিক চিন্তা-রাশিভরা, বিশুষ্ক নির্গন্ধ পুস্তক, যাহার প্রতি পাতা কারণের বাধায় প্রতিহত। এদের জীবনের সঙ্গে জীবন বিনিময় করিলে কি আমার ক্ষতি হইবে ? নিশ্চয় ; বিস্তর,—বিস্তর ক্ষতি ; কি তাহা ? মনুষ্যত্বের অপচয়—ঐতিহাসিক সত্যের অবমাননা।

গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলাম। খগোলবিদ্যার চিন্তানুশীলনে মনোবৃত্তিকে একেবারে সমাধিস্থ করিয়া দিলাম। আমি তখন কোথায় জানি না ;—পৃথিবীর সঙ্গে আমার, সৃষ্টির সঙ্গে বিশ্বের যোগবন্ধন ছিন্ন করিয়া জ্যোতি ভেদ করিতে করিতে চলিয়াছি—অনন্ত—অনন্ত—ইহার সীমা নাই, ইহার পার নাই। উপহাস, প্রশংসা, লাভালাভ, অশান্তির দুর্গন্ধ, শান্তির লহরী, ক্রমশঃ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে—পরমের মধ্যে এক স্থানুর চলবৎ অবিকৃত নির্ব্বিকার নির্গুণ স্থিতিতে পৌঁছিলাম।

অর্থাৎ—ঘুমাইয়া পড়িলাম। বোধ হয় ঘণ্টা দুই কাটিয়াছে। জাগিবার পর নিজেকে দেখিয়া নিজের ভয় করিতে লাগিল, কি-বা করি! ঘুমাইয়া পড়িয়া যে অপরাধ করিয়াছি তাঁহা মার্জ্জনা করা কাপুরুষতা। দয়া করিয়া অলসের মত অমন নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া তাচ্ছিল্যভাবে বৃহতের অঙ্কুরকে পোড়াইলে চলিবে না। আহারের পরেই শরীরে যে মাদকতা আসে তাহাকে একটু তাড়াইতে পারিলেই সমস্ত দুপুরটি ভরিয়া প্রচুর অবসর আমার হাতে থাকিবে। নতুবা নিদ্রার প্রাবল্যে যদি সন্ধ্যা লাগিয়া যায়! —দুই একদিন ; ব্যস্, তারপর সব ঠিক। নেশাকে প্রশ্রয় দাও, সে বাড়িবে। এদিকে শরীরেরও আর এক নাম নাকি—'মহাশয়'।

সুকুকে পরদিন কহিলাম—

"তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ ; আমি যখন রইলুমই—আমার দুপুর কাটানোর ব্যবস্থা করে যাও। ঘণ্টা দুই গল্প করবার লোক আমি চাই।"

সুকু বৌদিকে ডাকিয়া কহিল—

"সূর্য্যমণি! এর মধ্যেই ফেলুর উপর তোমার অরুচি ধরে গেল নাকি?"

বৌদি। মেয়েদের প্রতি তোমরা কখনও রুচির প্রশ্ন তুলেছ কি? তারা এ পর্য্যন্ত—নীরবে মাথা নীচু করে স্বীকার করে নেওয়ারই জাত হয়ে বসে আছে। এখন—

সুকু। ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখে রেজেষ্ট্রী করে হাতে হাতে সমর্পণ করে দিয়ে যেতে বলছ কি? সে আমি পারবো না ভাই বলে দিই—হ্যাঁ! 'আমার সাজানো বাগান।' তার উপর সেদিন আমি ক্ষুধা দমন করে উপবাসের পর চিরদিনের জন্য যে খোরাকী ভিক্ষে পেয়েছি—না, সে হবে না।

বৌদি। কলিকালে ভিক্ষার নানা প্রকরণ সৃষ্টি হয়েছে: কেউ বা কান মলেও ভিক্ষা আদায় করে।

সুকু। ফেলু, শ্রীমতির এই অভিজ্ঞতা সমালোচনা কর। আমি আসি।

সুকু চলিয়া গেলে বৌদি সংসারের কতকগুলি কাজে ব্যস্ত হইলেন। আমি তাঁর সুপুত্রটির মতো পত্র লিখিতে বসিলাম।

সাত

সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের একটি চিত্র আমি আঁকাইয়া দেখিতেছিলাম। তাহাতে ইন্দ্রিয়গুলিকে পা'র তলে চাপিয়া রাখিলাম—শুধু তাহাই কি? না। বঞ্চনাও করিলাম। সে ক্ষুধা অস্বাভাবিক ছিল না, উপবাসের পর উপবাসে—সে জীর্ণ হইয়া রহিল। আস্বাদন প্রবৃত্তিটুকু ভ্রূণের মধ্যেই মরিয়া গেল।

জন্মান্তরবাদের দিকে আমি চাহিয়াছিলাম। যে মৃত্যু হইতে তাহার আরম্ভ, সে মহাপ্রলয় নহে কি, দেহের? রচনায় যে শক্তিশিখা জ্বলিয়াছিল বিলুপ্তিতে তাহার অস্তিত্ব কোথায়? তাহার সমস্ত আলো, অনুভূতি, গ্রহণ ও ত্যাগ—শেষ রাত্রির যবনিকা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কি মিটিয়া গেল না?

কিন্তু এসব কথা কেন মনে আসিতেছে?—ব্রত কি শেষ হইয়াছে? শেষ করিতে না পারি যদি—! এই, এইখানেই শয়তানের বিজয় শঙ্খ-নিনাদিত সিংহদ্বার। উৎসাহ কহিতেছে, চলো—চলো, দাঁড়াইও না। অবসাদ গুপ্তচরের মতো কানে কানে বলিয়া গেল,—যদি না পার! না, দৃঢ় আমি—বলীয়ান আমি—কর্ত্তব্য আমারই।

দুপুরে বৌদি কহিল—

"ডাক্তারবাবুকে তোমার অবস্থা জানিয়েছিলে? প্রেস্‌ক্রিপশন্ রেখে গেছেন।"

হঠাৎ বুঝিতে না পারিয়া উত্তর দিতে বিলম্ব হইল—বলিলাম—"না—বৌদি, খেয়ে উঠে বড় ঘুম পায়, একটু বসুন, গল্প করি দুটো।"

বাহিরে এই সময় দুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। উভয়ে চাহিয়া দেখিলাম, আঙ্গিনাতে একটা পেঁপে পড়িয়া গেল। বৌদি বাহির হইয়া সেটাকে কুড়াইয়া লইয়া কহিলেন—

"এ তোমাদের গোপার সাহিত্য-চর্চ্চা।"

'তোমাদের গোপার' কথাটা বেশ মিষ্টি তো!

বৌদি পেঁপে গাছের দিকে চাহিয়া বৃথা লুক্কায়িতা গোপাকে কহিলেন—

"ওই আরও একটা আছে, ওটাকেও গোপা!"

বাঁশের কাঠিতে সড়কীর ফলা তীর ও বাঁখারীর ধনু হাতে গোপা হো-হো করিয়া হাসিয়া পেঁপে যুদ্ধে দাঁড়াইল। মেয়েটির সরলভাবে হাসিবার প্রকৃতি খুব মধুর বটে! সে জানু পাতিয়া, যেন রাবণ বধার্থে—'হেনকালে দিলা রাম ধনুকে টঙ্কার।' ডান হাতের সুডৌল শক্ত স্ফীত মাংসপেশীর উন্নতি, লক্ষ্যবদ্ধ চক্ষু ও ওষ্ঠের কুঞ্চিত ভাব ও রক্তিম আভা কেবল দেখিলামই, কাহারও সহিত তুলনা

দিলাম না। এলোমেলো ঘনগুচ্ছ কাল চুলের তরঙ্গ হইতে দুটি একটি মেদুর উচ্ছ্বাস হাওয়ায় হাওয়ায় মুখে চোখে চিবুকে নাকে লুটাপুটি করিতেছে—রসময়ী সুন্দর এই বালিকা।

উঠান কোণে জামরুল গাছের ডালে রসিয়া সুকুর পোষা ময়না তার ঠোঁট দিয়া পা চুলকাইয়া পাখা ঝাড়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া ভাব ভঙ্গিমায় ঘাড় বাঁকাইয়া নরকণ্ঠে কপ্‌চাইয়া উঠিল—

"সুন্দর তব সুন্দর সব
যেদিকে ফিরাই আঁখি।"

—বাহবা!

তারপরে "সমাপ্ত হৈল সুন্দর কাণ্ড।"

অব্যর্থ সন্ধান-লব্ধ পেঁপে হাতে, বৌদি ঘরে ফিরিলেন।

"ফেলু বাবু, প্রায়ই আমি বউদির হুকুমে পেঁপে পেড়ে দিই।"

হাসি হাসি মুখ গোপার। সে বৌদির হুকুমকে রথের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দ্রোণাচার্য্য-পাতের অপরাধ ক্ষালন ও সমরেতিহাস বর্ণনার প্রয়াস করিতেছে—থতোমতো খাইয়া আমাকে উত্তর দিতে হইল যে—"সুন্দর হাত আপ্—তোমা—মানে, পেঁপে দুটো বেশ পাকা।"

লজ্জালাল আমার মুখখানি দেখিয়া বৌদি হাসি চাপিলেন, বুঝা গেল। বিজয় আনন্দমগ্না গোপা—সঙ্কোচকে অগ্রাহ্য করা হাসি হাসি মুখ তার!

আমি। দাঁড়িয়ে রইলেম বৌদি, বেশ! চেয়ারটা টেনে বসুন না।

গোপা! আপ্‌নি—গোপাবাবু আপনি বসুন না।

না পারিয়া হইবে, বৌদি এবং তাঁর সঙ্গে এবার গোপাও হাসিয়া উঠিল। সে কহে—

"আমি গোপা, মেয়েছেলে; আমাকে আবার 'বাবু', 'আপনি'!" গোপার হাসি। থামিতে বিলম্ব আছে। উড়িয়া আসিয়া কৌতূহলের পবিত্র সুগন্ধি এই, আমায় সস্নেহে স্পর্শ করিল।

বৌদি। (চেয়ারে বসিয়া) "আজ যেন আমি তোমার এই ইয়ে, কি বলে ভালো, 'অনারে', একটু গল্প করতে রাজী, না হয় হলুমই—কিন্তু রোজ রোজ এমন হলে—পড়বার একটু সময় করি কখন?"

ঠিক্‌ই তো! সকল দিন রাত্রির গার্হস্থ্যনিবিষ্টা এই ভদ্রাঙ্গনার দুই প্রহরের ক্ষণিক অবকাশটুকুও যদি নষ্ট করি, সে অত্যাচার ক্ষমার্হ নহে আমার। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আমায় লক্ষ্য করিয়াই বুঝি বৌদি বলিলেন—

"আমার পরামর্শে পৃথিবীতে একটা ডাক্তার তৈরী হয়ে

গেছে। অতএব দয়া করে আমার পরামর্শ যদি তুমি গ্রহণ করো”—বিস্মিত হইয়া কহিলাম—

“তোমার পরামর্শে, বৌদি!”

সহসা মনে পড়িল—হ্যাঁ এনট্রান্সের পরই সুকু বিবাহ করিয়াছিল।

বৌদি। আমি তোমায় বাত্‌লে দিই, তুমি—

গোপা মেজেয় বসিয়া একটুকরা শিরীষ কাগজে তার তীরের ফলা পরিষ্কার করিতেছিল, কহিল—

“আরো সাফ্‌ হবে বৌদি?”

বৌদি তার চোখের দিকে চাহিয়া স্মিতওষ্ঠে কহিলেন—“সাফ্‌ করেই কি—আর না করেই কি—; তীরের স্বধর্ম্মই বেঁধা;—আর যখন বেঁধে, সে টেব পাবারও যো নেই। আবার দুটো একটা ফস্কাসও তো!”

গোপা, সে পাখীর মতো তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

“ইস্, আমার হাতে?—কখনো দেখেছেন—?”

বৌদি। তা বটে আজকাল তোর হাত বেশ পাকা বটে।

এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা কথাবার্ত্তার ব্যাপারে কেমন যেন সহসা আমি আমাকে অন্বেষণ করিলাম। না, কোথাও কিছু নাই। বৃথা এ সন্দেহ।

বৌদি। বিড়ীদানটা নিয়ে আয় দিকিন গোপা।

আমি। বৌদি তুমি যে কি বলতে গিয়ে—

গোপা পান লইয়া আসিল। বৌদি তাকে নিজের কোলের কাছে রাখিয়া আমায় কহিলেন—

"হ্যাঁ, বলছিলুম কি—যে, তুমি গোপাকে নিয়ে একটু গল্প ক'রো, আমি ততক্ষণ—"

"না—না, সে হয় না। ঐ কচি মেয়েটার সঙ্গে কি গল্প করবো, সে কি করে হবে, ও হবে না।"

"এই দেখ্ গোপা, তখুনি বলে দিয়েছি, সে হয় না, ও কি সোজা ছেলে!"

এই 'সোজা ছেলে' কথাটির ভিতর দুর্দ্দান্ত ছেলেকে কিছুতেই না পারিয়া ওঠা 'মা'-টির মতো এমন একটি অমৃত প্রভাবের তরলতা পাইলাম যাহা পান করিয়া অনায়াসে বিশ্বস্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকা যায়। কহিলাম—

"কি হয় না বৌদি?"

"নাইবার সময় গল্পে গল্পে ওর সঙ্গে কথা হলো, দুপুরে গল্প করবার তোমার কাউকে চাই। ও স্বীকার হলো;—কিন্তু আমি তখুনি বলেছি—"

"তুমি একদম কথাটার ভিতরে যাওনি। আমি তোমার সঙ্গে কি এমন করে মিলে মিশে, হাসি খেলা করে, কথাবার্ত্তায় রইতে পারতুম, যদি তোমার মধ্যে দিয়ে মা'কে না পেতুম। জানি, আমার ও সুকোর মধ্যে কি সম্বন্ধ; কিন্তু—"

"কিন্তু আর কিছু নয়—নাটকের মত বক্তৃতা একে বলে। যাক্‌, আমার প্রস্তাবে তোমার আপত্তি হচ্ছে তো?

দেখিলাম গোপার মুখভাব—'যেন কি পাইল না'র মত বিমর্ষ। আমি যে কি উত্তর দিব, ঝট্‌পট্‌ তাহার মীমাংসা করিবার ইহাও এক বিঘ্ন হইয়া পড়িল। মুলতুবী খরচ দিয়া মামলার সময় লইবার উদ্দেশ্যে কহিলাম—

"বোঝাই হয়ে থাকাই কি ডিবে ও পানের সার্থকতা? এদিকে দাও, একটু সৎকারও হোক্‌।"

"বুদ্ধি জিনিষটেও তেমনি, মাথায় থাকলেই হয় না। যা হো'ক বুঝেছ? গোপা,—দাঁড়া, আমি নিয়ে নিই—যা; ওঁকে দিয়ে আয়।"

বৌদি গোটা দুই পান লইয়া গোপার মারফৎ বিড়ীদানি সমেত আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। আমি তাহা খুলিয়া কহিলাম—

"ইংরাজী শাস্ত্রে বলে, 'দি গেষ্ট সুড্‌ ফার্ষ্ট বি এণ্টারটেণ্ড' মানে, এ আমাদের বাড়ী, আপনি অতিথি, এ পান আপনি আগে না খেলে আমরা কেউ খাব না।"

সংকোচহীনা এই বালিকা, দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় করিবার পূর্ব্বেই পান লইয়া মুখে পুরিয়া ঈষৎ হাস্যে আমার দিকে চাহিয়া যেন একটা জয়ের গর্ব্ব প্রচার করিল। সুপারীর ঝাঁঝে ঘামা রাঙা দুই গালের পাশে ঠোঁট দুইখানি যখন

তাহার রক্তলাল হইয়া উঠিল, বিমর্ষতা ভাঙ্গা সেই হাসিমাখা মুখখানি বুঝি সিরাজের কবির দরদস্তুর করা তিলটির লাখগুণ মূল্যেও ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হইল না। অধরের যে সিরাপ বিন্দুর জন্য বাগ্‌দাদের খলিফা স্বর্গের হুরিকে ছাড়িয়া পৃথিবীতে লাফাইয়া পড়িতে চাহিতেছে,—গণ্ডের যে রক্তিম আভার ব্যভিচার আশঙ্কায় ইউরোপীয় ক্রোড়পতি ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়াসহ গহন অরণ্য সমাচ্ছন্ন নিভৃত পার্ব্বত্য গুহাশ্রয়ে ও চিন্তাকুল হইতেন,—হ্যাঁ, বিজ্ঞানের পাতায় অরুণ ঊষার সে খেলা লেখা নাই; গোপাতেই তা ফুটিয়াছে ভালো। না, এ ওজনে বালিকার প্রতি অন্যায় বিচার করা হইল, দাম পোষাইল না।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আমি বৌদিকে কহিলাম—

"বৌদি, একে নিয়ে ভিতরে যান, পড়ুন গে,—আমি এমনিই কাটাব।"

বৌদি কয়েক লহমা আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ঝট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—

"তুমি মুখস্থ করে পাশ করেছো ঠাকুর'পো।"

আমি। আজ প্রথম বুঝলুম। আরও বুঝলুম; আগুণ যখন জ্বলে লোহাকেও পুড়িয়ে লাল করে—

বৌদি। "তখন অন্ততঃ নত হওয়াও উচিত সে লোহার।"

আমি। মা আমার, লক্ষ্মীটি আমার, আমি আজ পরিশ্রান্ত বৌদি।

বৌদি। আয় গোপা, খাবার তৈরী করতে হবে, একটু পড়ে নিইগে।

গোপা কিছু বোঝে না। হাসে। পরিষ্কার—সে স্বচ্ছ তরল হাসিখানি। বৌদি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

ডাকিলাম—"বৌদি!"

"কে, ফেলুবাবু যে— !"

"দাঁড়ান না। আমি, মানে—গোপাকে এই কি বলে ভালো—ওর সঙ্গে, ওর সঙ্গে—এই ইয়ে হয়েছে—এঁ, দুটো একটা কথা গোপার সঙ্গে বলি। আচ্ছা গোপাবাবু, দুপুর বেলা আমার সঙ্গে আপনি গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারবেন?"

"বলিনি বৌদি? উনি কত বড় ইংরাজী বই পড়ে ফেলেছেন, আর আমি কিছুই জানিনে;—আমার সঙ্গে গল্প করা ওঁর খুব সহজ। পড়তেন একজন তেমনি ইংরাজী জানার হাতে, হেরে ঠকে ভয়ে চুঁ হয়ে ফিরে আসতেন। আচ্ছা আমাতে ফেলুবাবুতে মিলে একটা বন্ধু পাতি না বৌদি?"

বালিকা। এ একখানা বাঙ্গলা ঘরের চালাটির নীচে হায় বৌদির সামনে সরলভাবে পরম নির্ভরের মতো যে প্রস্তাব করিল, সমাজের দণ্ডবিধি আইনে তাহার কি কঠোর

জরিমানা, দুরবস্থায় নির্ব্বাসন—এখন তাহাকে শুনাই, এখনই সে শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু এ শুভ্রতায় যে রৌদ্র আছে, দুইটি দিন তাহাতে স্নান করিলে বিনা অপরাধেও সমাজ ক্ষুব্ধ হয় যদি—নাচার। তবু একটা নির্ম্মল ক্রীড়া হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেকে অবজ্ঞা করি কেন? আমার প্রতি আমার অটল বিশ্বাসের এ লুকোচুরি হইতে এখনি আমি ত্রাণ লাভ করি। কহিলাম—

"আপনার মন্তব্য কি বৌদি? এর এই প্র-প্র মানে প্রস্তাবে কি কিছু হীনতা—"

"ও আমি ভাই হ্যাঁ-তেও নেই—না-তেও নেই। বোঝো, শেষে দুষবে আমাকেই।"

"না, আমি বন্ধু পাতাব, গোপাবাবু!"

"ঐটি মাপ্ করবেন, মেয়েকে বাবু বড় খারাপ শোনায়, এবং সুকুদাদাও আমায় 'আপনি' বলেন না।"

"কিন্তু শিকারটা মেয়ে মানুষের খুব মানিয়েছে বটে। বৌদি! টুঁ শব্দটি তোমার শুনছি না, এই নোটখানা নাও। খাবার নিয়ে এস। বন্ধুতে আমাতে তোমাতে খেতে খেতে নামকরণ হয়ে যাবে।"

*　　*　　*　　*　　*

এক থালা খাবার ঘিরিয়া তিন পল্টন বসিয়া পড়িয়াছি। বৌদির মুখে হাসি আর ধরে না। কিন্তু চাপিয়া

যাইতেছিলেন। সহসা হো হো করিয়া হাসিয়া সুকু এমন সময় ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়া আমার ও বৌদির পিঠে প্রাণান্তিক দুই চপেটাঘাত পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিল। কতকগুলি খাবার লইয়া বৌদি গোপার হাতে দিয়া কহিলেন—

"বন্ধুকে এই দিতে হয়।"

"কি বলে দেবো—সুকুদা ?"

"তোমাদের বন্ধু পাতানো হচ্ছে নাকি ? —ও ! —আমি বলি কি ! আচ্ছা বেশ তো। এর ইতিহাস শুনতে হয় যে ! শুনবোখন্. এখন শুভ কাজটা তো চুকে যাক্। কি ব'লে, দেবে ? এই—এই বলো, ওই গেল যা—কিছু মনে আসে না যে,—যাক্ চোখ বুজে চট্‌পট্ বলে ফেলি ;—'মহাপ্রসাদ'। —যাঃ ! বলো,—মহাপ্রসাদ ! তুমি আমায় ভালবাস কিনা বলে দয়া করে খাবার নাও। হাঃ হাঃ হাঃ ! আর— তোমাকেও বলতে হবে ফেলু যে—ভালবাসি ! কিগো সূয্যিমণি যে আমার দিকে ভারী ভয়ে ভয়ে নজর দিচ্ছ, হঠাৎ আমিই বা বলে ফেলি ! কই ? তাড়াতাড়ি— তাড়াতাড়ি ; ক্ষুধা—দারুণ দৈত্য !"

গোপা বেশ নির্ব্বিঘ্নে কহিল—

"মহাপ্রসাদ তুমি আমায় ইত্যাদি"

প্রতিজ্ঞা যে এ ! ভালবাসি !! কী ভয়ানক ! ভালবাসি !!

আর ইহাই বলিতে হইবে। ভাবিলাম। প্রত্যেক বাক্যে এবং প্রত্যেক ব্যবহারে যদি নিজের উপর সন্দেহ করিয়া আত্মহারা ভাবিয়া বিচার করিয়া চলি—সে যে বড় লজ্জার কথা হইয়া ওঠে এবং তাহা হইলে বাঁচিবই বা কি করিয়া! ছিঃ। জোর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—

"ভালবাসি।"

"আবার তোমাকেও বলতে হবে ফেলু,—ঠিক অমনি করে।" গোপা বেশ জলের মত উত্তর দিল—এমন কি আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই···

আজ আর আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না······

গোপা সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী গেল। সুকু তাকে কোলের কাছে লইয়া মাথাটা ঝাঁকাইয়া কহিয়া দিল—

"ধন্যি মেয়ে তুই' বাপ মা'র মুখ উজ্জ্বল করবি।"

আট

সকালে স্বকু যখন বাহিরে যাইবে, আমি ঘুমাইয়া। সে তার ষ্টেথস্কোপ্ আমার বক্ষে লাগাইয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাম হস্তে আমার হাতের নাড়ী টিপিতেছিল। আমি জাগিয়া উঠিয়া ভারী রাগিয়া কহিলাম—

"ডাহা ছেলেমানুষী এ স্বকু! আজ একলা দরজা এঁটে আমি শোব। এত অত্যাচার! ঘুম হয়?

"না, সূৰ্য্যিমণি—নাড়ীর গতি ভাল। রুগী ভালই আছে তোমার।"

স্বকু মাথা নীচু করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। চা ও খাবার হাতে বৌদি আসিয়া কহিলেন—

"মুখ হাত ধোওনি বুঝি. কি ম্লেচ্ছ গো?"

চা খাইয়া আমিও বাহির হইয়া গেলাম। একটু না বেড়াইলে চলিবে কেন?—এ যে একেবারে ব্যায়াম করিতে পাইতেছি না।

আজ ন'টাও বুঝি বাজিল না। না-না, খামকা বেড়াইয়া বেড়াইলে চলিবে না। সকাল সকাল ফিরিয়া গিয়া খাইয়া একটু গল্প করিবার পরই অনুশীলনে মনোযোগ দিতে হইবে।

বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখি সুকু স্নান করিতে যাইবে। গামছা কাঁধে, ব্রহ্ম চাঁদিতে তৈল রগড়াইয়া তার সঙ্গ নিলাম।

সুকুর স্নান ;—শরীর পালনের নিয়ম ভুলিয়া সে প্রায় তিন কোয়ার্টার ভিজিয়া সাঁতার কাটিয়া উঠিল। আমি সে সময়টা কোনমতে মুখে গায়ে পায়ে সাবান মাখিয়া যাপন করিতে লাগিলাম। কহিলাম—

"সুকু, শিশুর অশান্ত উচ্ছ্বাস মাত্র এ ; স্নান নয় ; আইন ভেঙ্গে ভেঙ্গেই চিরটা কাল কাটাচ্ছ দেখি, ডাক্তারি করো কি করে ?"

"ক্ষিধে না রেখে খেয়েই পলিসির এ অরিজিন্যালিটি আমি নিজে বার করেছি।

বাসায় ফিরেই সুকু একখানা আসন বগলে পূজারী চক্রবর্ত্তীর মতো দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল দেখিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"পূজো টুজো করতে হয় নাকি সুকু ?"

"কি বলো—হিঁদুর ছেলে, ওটা বাদ দিলে চলে কি ?"

রান্নার প্রায় কাছাকাছি গিয়া আসন পাতিয়া বসিতে দেখিয়া বৌদি কহিল—

"কে ? তোমাদের ডাক্তার ? পূজা আহ্নিক ? হুঃ, তোমরা উভে উভেই সম সম কেহ নহ ন্যূন।"

সুকু। মিথ্যা বোল না। আমি বৈদিক যুগটা মানি। তাই আদিম ঋষির মতো সূর্য্য স্তবটুকু না করে কিছু করিনে। দেখি, ভাত নিয়ে এস; এতক্ষণ আমার আহার শেষ হয়ে যেত।

বৌদি। আজ একসঙ্গে সব। ও হবে না।

সুকু। সে হচ্ছে না। সভ্য পক্ষীর মতো ঠোঁটে তুলে একটি একটি করে সাড়ে তিন ঘণ্টা ভোর ভোজন—ড্যাম্, তুমি দাও—

দেখিলাম দু আঙ্গুল উপরে না উঠিলে ইহার দুরন্তপনা প্রশমিত হইবার নহে। একটু গরম হইবার অভিনয়ে উচ্চ-কণ্ঠে কহিলাম—

"একসঙ্গে খেতে হয়, খাও,—নয় বেড়িয়ে পড় ষ্টুপিড্!"

"ঠিক তোমার তর্জ্জন ফলে গেল—ঐ শোনো বাইরে গাড়ী থেমেছে—"

বাহির হইতে কে ডাকিল—

"ডাক্তার গোবিন্দবাবু!—"

হ্যাঁ, এইবার সুকুকে দেখ। গম্ভীর, সুন্দর!—মলিদার চাদরখানায় গা ঢাকা দিয়া প্রকৃত ডাক্তারের মতো বাহিরের জানালায় দাঁড়াইয়া ভারী আওয়াজে জিজ্ঞাসা করিল—

"কে? আপনি!—খবর কি?

ব্যাকুল ভাবে সে কহিল—

"অমৃতরাম তার ঘরে বেহুস পড়ে রয়েছে।"

"অমৃতরাম! বটে!—"

বলিতে বলিতে সুকু জুতো পরিতে লাগিল।

বৌদি কহিলেন—

"ও সব হচ্ছে না, খেয়ে যেতে হবে।"

"তুমি পাগল!—"

বলিয়া দৌড়াইয়া গিয়া খাগড়াই বাটির এক বাটি দুধ এক চুমুকে শেষ করিয়া কহিল—

"তোমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফেল। আমার ফেরবার ঠিক নেই।"

বাধা দেওয়া অনুচিত।

"না, বৌদি, ও আসুক—পরে খাবে।"—

অতর্কিতে দুপ্ করিয়া ইন্দ্রজিতের পেঁপে পতন।

সুকু। এই যে গোপা তোমার মহাপ্রসাদ ও বৌদিকে খাইয়ে দাও। আমি আসি।......

গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বৌদি। ডাক্তারির অসুবিধে দেখেছ?

আমি। কর্ত্তব্যের সামনে তোমরা স্নেহের বাধা নিয়ে যখন উঠে এসে দাঁড়াও, আমাদের তখন বড্ড ভয় করে।

বৌদি। এ কি সাধ করে বুক থেকে বের হয় ঠাকুরপো? আমরা মা যে!

ইচ্ছা হইল জীবনের সমগ্র পুরুষত্ব ঘুচাইয়া এই মা'দের পায় ধুলিতে মিশাইয়া যাই এবং সাহস করিয়া প্রচার করি যে বৈকুণ্ঠ আর আলাদা কোথাও নাই।

পেঁপে হস্তে গোপার প্রবেশ। অলমতি বিস্তারেণ যে, গোপার হাসিই গোপার পরিচয়। তাহাতে মাদকতা নাই— সঞ্জীবনী শান্তি আছে।

আহারান্তে—

বৌদি। আয় গোপা, খাবার তৈরী করে রাখিগে ওঁর জন্য।

পান মুখে দিতে গিয়া বৌদিকে বলিলাম—"চুক্তিভঙ্গ একটা অপরাধ। তার জন্য মস্ত নালিশ হতে পারে।"

বৌদি হাসিলেন। হাসিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই ইনি হাসেন না। স্বভাবের মধ্যে লাবণ্যের মধ্যে ইঁহার অনাবিল হাসির একটানা একটি মন্দ হিল্লোল সর্ব্বদাই খেলা করিতেছে বিচিত্র বিচিত্র ভাবের নব নব স্পর্শ সঞ্চারে তারই এক বেগবান আন্দোলন তুলিয়া দেয়। হাসি এঁর অঙ্গ সৌষ্ঠবের জীবনী শক্তি, হাসিতেই সম্পূর্ণা ইনি। করুণার মতো উচ্চারণ শুনিলাম তাঁর মুখ হইতে যে,

"তোকে ডাকছে গোপা তোর মহাপ্রসাদ।"

গোপা! প্রথম দিন আমাদের আগে কথা বলতে হবে বুঝি? বেশ তুমি, বৌদি!

বৌদি। এই রে সত্যিই তো! ভুলে গেছি ভাই। আজ, শুনছ ভাই ঠাকুরপো! তোমার গোপার 'অথ' শ্রীরাধিকার মান ভঞ্জন।—ইতি; তোমার খাটুনী আছে।

মরেছে রে! এই করিতে হইবে রোজ সাড়া ছুপুর ভোর! হাঁ ঠকিয়াছি। আসিতেছে—এ শৈশবটুকু বুঝি আবার আমার ঘনাইয়া আসিতেছে। হইল—ভালই। কিন্তু—মানভঞ্জন! সে ফের কি করিয়া? উত্তর দিলাম।—

"ও সব আমি বুঝিনি ভাই, আমায় দিয়ে হবে না।"

"সে তুমি বোঝ। একটুখানি ডেকে কাছে নিতেও পারতে। তোমার কপাল খারাপ। মেয়ে গিয়ে তোমার পা ধরবে, না?

হুঁ। হাজার হউক মেয়ে মানুষ এ! না, আমি আর আমাকে 'যাচ্ছে তাই'এর দিকে যাইতে দিব না। যাক্ ওর চেয়ে অঙ্ক কষাও বরং ভাল।

তৎক্ষণাৎ খাতা পেন্সিল বাহির করিয়া একটি প্রামাণিক অঙ্ক লইয়া বসিলাম। কষিবার ধারাকে আমি গ্রাহ্য করিতাম না কিন্তু ঠকিয়া শিখিয়াছি যে, ধারা নহিলে চলিবেই না। তিনটি স্তরে অঙ্কের সম্পূর্ণ উত্তর বাহির হইয়াছে বুঝিয়া ঈষৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করা গেল। পুনরায় লক্ষ্য করিলাম এই উত্তরটাই উত্তরোত্তর আরো ছুইটি শাখায় ছুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছে। ভাবিতেছি ইহার সমাধানের গতি

কোনদিকে—অকস্মাৎ ঝন্ ঝন্ শব্দে চাহিয়া দেখি, সুকু মেঝেয় এক থলিয়া হইতে কতকগুলি টাকা ঢালিয়া দিয়া নিজের কার্য্যকাণ্ডে নিজে অবাক হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া কহিতেছে (চমৎকার বিলাতি অভিনয় !)

"কয়েক ঘণ্টাতেই আড়াই সোউ ! হ্যাল্লো !"

সূর্য্যমণি ঠাকুরাণী ও গোপালিকা আসিয়া দাঁড়াইতেই সে টাকাগুলি কুড়াইয়া থলিয়া শুদ্ধ স্ত্রীর পার নিকটে রাখিয়া কহিল—"অর্ঘ্য পদে ধর মহামায়া !"

আমি। এ ক্ষেপেছে বৌদি !

সুকু। আমায় ক্ষেপতে না দিলে, মরে যাবো।

বৌদি। ডাক্তার নাকি বলেছে ও যতই ক্ষেপবে—ওর শরীরেরও ততই উন্নতি। তা যাক্, ওটার হয়েছিল কি ?

সুকু। বেটা 'যোগিনী চন্দ্রিকা' দেখে বেদম সিদ্ধি মেরে যোগ সাধনা করতে গিয়েছিল। আর একটু হলেই সমাধিস্থ হতো। কর্ণেল রাওয়েল-এর প্রক্রিয়ায় বেঁচে গেল। এই করেই এরা মরে কিনা !—যাক্ মহাপ্রসাদগণ ! আপনারা চুপ চাপ যে ? দুটো 'ক্রুষ্টু কথা' শুনিয়ে ঠাণ্ডা করে দিন ! দেরী কি ?

বৌদি আমার বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিলেন। আর্জ্জির বিবরণ ও উকিলের শুনানী শ্রবণে সুকু বলিল—

"না ফেলু, ও তোমার পণ্ডিতী চাল এখানে খাটছে না। গাম্ভীর্য্য ফাম্ভীর্য্য সবখানেই খাটিও না; বিপদ হবে। প্রেমের রাজ্যের আইনাদি বড্ডই সাংঘাতিক কিনা। এখন হয়ত এমনও ব্যবস্থা হতে পারে যে—"

"ও সুকু দোহাই তোমার, আর ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে না; তুমি থামো।"

জানিতাম—ও এমন সব উদ্ভট ব্যবস্থা সৃষ্টি করে যা, ব্রহ্মার মাথায় খেলিতেও বিলম্ব হয়। আর প্রণয়নেই কেবল ক্ষান্ত নহে, উৎকট কৌশলে সে তার ব্যবস্থাকে চালায়ও;— বাল্যাবধি এ আমি সুপরিজ্ঞাত। অতএব সকাতরে গোপাকে বলিলাম—"মহাপ্রসাদ, ঘাট মানছি ভাই, যত শাস্তি ইচ্ছা আমায় দাও।"

সুকু। ব্যবহারজীবির ওকালতী মত হচ্ছে এই যে, এ্যাপলজির ভেতর 'পায়ে ধরা' কথাটি অনুল্লেখ রাখা বিধি বিরুদ্ধ।

সরোষে যখন উত্তর দিলাম যে—

"সব সময়েই পাগলামি করতে হবে না তোমার—সব কাজেরই একটা সময় আছে।"—

সহাস্যে সুকু।

"কিন্তু ডাক্তার নিয়মানুবর্ত্তিতার এলাকায় বাস করে না— এটা মানো?"

আমি। তুমি বলো আমায় অঙ্ক কষতে দেবে কি না। সারাদিন খেলা করলে আমার কুলিয়ে উঠবে না।

সে হো হো করিয়া পরিষ্কার হাসিয়া উঠিল। কহিল—"দ্বিতীয় ভাগের এই হচ্ছে—নবীনের গল্পের, ইতি মাধব-নবীন-সংবাদ। দাঁড়াও মুখ হাত ধুয়ে আসি।"—চলিয়া গেল।

আমি চোখ মুখ বুঁজিয়াই একরকম অঙ্কে মন দিলাম। বৌদি অবকাশ পাইয়া বলিয়া লইলেন—

"ভূ-ভারতে এ নতুন দেখলুম্ যা হোক্।"

গোপা এতাবৎকাল খেলা মনে করিয়াই বুঝি স্থির ছিল। একটা দুপুর মাটি হইয়া যাইতেছে অথচ আমাদের ভিতরকার বৈষম্য-তাসের ঠুন্‌কো ঘরখানা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে না—তবে ব্যাপার শক্তই বা! ভাবিয়া সে মোকর্দ্দমা স্বহস্তে গ্রহণ করিল। কিম্বা লোকচরিত্রানভিজ্ঞা বালিকা অঙ্কুরিত মর্ম্মখানির অসিঞ্চনের অভিমানে নোঙ্গর তুলিয়া লইবার, হাল ছাড়িয়া দিবার মতলবেই কি আমার অতি কাছে আসিয়া অঙ্কনিপুণ হাতখানি ধরিয়া—মধুবর্ষণে কহিল—

"মহাপ্রসাদ! ভাই! অশুভক্ষণে হয়তো আমরা মিলেছিলুম;—তা আমাকে আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, তুমিও আমার কাছে এগিয়ে এসে থাকো যদি, এইবার সেটুকু ফিরিয়ে নাও।"

স্তম্ভিত আমি! আমি স্তম্ভিত। কী এ সব? এ সত্যই কি? বাঁধ ভাঙ্গে—ভাঙ্গে—ভাঙ্গিয়া গেল। গোপা এমন বলিতে পারে! সত্য!! স্ফুট্ করিয়া তার হাত দুখানি ধরিয়া খাটের পাশের চেয়ারখানায় বসাইয়া দিলাম।

বৌদি—তিনি,

"ও মা চুলোর আঁচগুলো সব গেল বুঝি—" বলিয়া দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিলেন। আমি বড় করিয়া তাঁকে শুনাইয়া কহিলাম— "এ কবিতার রচনা আপনার—বৌদি!"

বৌদি (তথা হইতে)—আদালতে প্রমাণ হবে কি?

আমি (গোপাকে) তোমায় আমি আর ছাড়ব না—তাড়াবো না, তুমি আমার মহাপ্রসাদ! বলো তুমি আমার? বলো তুমি আমায় ঠিক্ মনে মনে ভালবাসো?

গোপা। মহাপ্রসাদ পাতিয়ে ভালবাসা না হলে যে পাপ হয়।

আমি। পাপের ভয়ে ভালবাসো, গোপা?

সে। 'গোপা' কেন আবার?

আমি। ঐটি বলতে আমার মুখ ভরে যায়। তুমি জানো না, আমি আমাকে আমার যৌবনোদ্ধত উচ্চ শিক্ষার গর্ব্বের পা'র তলাতে কত জোরে চেপে রেখে দিয়েছিলুম।

গোপা। বৌদি! তুমি এস গো;—আমি নতুন নতুন এখুনি অত সব বুঝতে পাচ্ছিনে ঠিক্।

আমি। হ্যাঁ—ভালো বৌদি! ঐ সঙ্গে খানিকটা তেঁতুল গুলিয়ে নিয়ে আসবেন। সুকু, তোমরা আমায় মাতাল করেছ!

সে এই সময় ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই গম্ভীর স্বরে কহিল—"বাড়ী যা গোপা! ঝি জিজ্ঞেস করছিল তোর কথা। যা—ফের কাল—

আমি। এখনো সন্ধ্যের ঢের দেরী সুকো—

সুকু। দরকার রয়েছে বলছি। যা না গোপু—

ছোট মুখখানি করিয়া গোপা বাড়ী গেল।

"এসো বেরিয়ে পড়ি।"

"অঙ্কটা শেষ না করে—"

"হ্যাঁ; ও কি আর সকালে শেষ হবে? তুমিও ভালো। রেখে—এস।"

নয়

দুই প্রহর রাত্রে আমি যখন—আমি যখন আর কিছুতেই পারিলাম না, বারান্দায় প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ঘুরিয়া আসিয়া মাথায় খানিকটা নারিকেল তেল ঠাসিয়া দিয়া মাথা ধুইবার অভিপ্রায়ে "জগ্" বাহির করিতে যাইতেছি—বৌদি আলো লইয়া আসিয়া আমার পার্শ্বশায়িত সুকুকে ডাকিলেন—

"ওগো! ডাক্তার বাবু! শুনছ? —বাঃ! ওঠ!—নিদ্রোত্থিত গোবিন্দ প্রসাদকে তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সূর্য্যমুণি দেবী ঠাকুরাণী কহিতেছেন—

"ভালো মানুষটি যা হোক্ তুমি দেখি! ওর বুঝি ঘুম হচ্ছে না, আর তুমি অসাড়—অজ্ঞান পড়ে রয়েছ! বেশ! উঠে একটা ওষুধ টষুধ দাও না!"

সুকু (উঠিয়া) অ্যাঁ—ই—রাত করে মাথায় জল ঢালতে হবে না। (বৌদিকে) তাই তো! 'কেস্‌টা হঠাৎ আর এক টাইপে দাঁড়াল! এখন কিছুক্ষণ ওর সমস্ত সিম্‌টম্ লক্ষ্য না করে তো আর ধম্ করে যে সে একটা ওষুধ দিতে সাহস হচ্ছে না। তাতে করে ফল হবে কেন?

এতদিনে এতক্ষণে এই দুই রাক্ষস রাক্ষসীর মনোভাব

বুঝিলাম। কী অর্থ লইয়া ইহারা এতদিন বলাবলি করিতে-ছিল—কী হীন ইহারা!

অত্যন্ত বিশ্বাসে যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নির্ভয়ে ঘুমাইব মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, তাহারাই আমায় বিষ খাওয়াইয়া দিয়া কৌতুক দেখিতেছে—কী হীন ইহারা।

আমার উজ্জ্বল রঙিন ভবিষ্যৎ—বড় সাধের বাঞ্ছিত সেই ব্রত—কুহেলিকাময়ী প্রহেলিকা সুন্দরীর বক্ষোচ্ছদান্তরাল-স্থিত সেই আমার বিচিত্র মহাসত্য—তার প্রকাশ! ইহারা করিল কী?

যাহার কথা চিন্তা করিয়া আমি তালে তালে ঘোড়া ছুটাইয়া অগ্রসর হইতেছি, কোথায় ঢাকা পড়িয়া রহিল আমার সে অখণ্ড ভাব—নিবহে সুরভিত প্রচুর-কিরণ-কনকোজ্জ্বল অনুপমা ভাবী?—

আমার জেহাদ—আমার ক্রুসেড্—আমার সমস্তের সম্মুখে ইহারা কি ভয়ঙ্কর কালো ত্রিপলের পরদাখানি ফেলিয়া দিল, ক্ষেপাইয়া তুলিল, আমাকে মারিয়া ফেলিল।—শিহরিয়া উঠিলাম! কী নীচতা!!!

আর, গোপা? সে বালিকা হয়তো ঘুমাইয়াছেই এতক্ষণ; যদি না ঘু-মা-ই-য়া থাকে!—শিহরিয়া উঠিলাম। সেও মরিল? সুকু?? পৃথিবীতে আর বিশ্বাস করিব কাহাকে তবে?

আয় গোপা, আয়, আমার চির ঈপ্সিত সত্যের মহা-প্রসাদ, আমার অন্তরের আহ্বান শুনিতে পাস্ তো আয়, এই অন্ধকারের গভীরতার স্তূপগুলির পাশ দিয়া যাত্রীর মতো বাহির হইয়া পড়ি। আমি কী তোকে বুকে লইয়া কাহারও সম্মুখে অকুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইতে পারিব না?—না; এ প্রলাপ। তাহার রাঙা জীবনের প্রভাতের পর মধ্যাহ্ন, তারপর বৈকাল,—কত সুখ-সম্পদ ভোগ তার বাকী। তাকে স্বামীর ঘর করিতে হইবে। উড়ো উড়ো বেড়াইলে তার চলিবে কিসে? কহিলাম—

"সুকু! আমি ফেলু! আমরা দুপুরুষ পূর্ব্বে একই পিতামহ-দম্পতির মনমধ্যে সঞ্চিত ছিলাম।"

সুকু। ও সেরে যাবে সূর্য্যমণি চিন্তা ক'রো না। এম, এ-টা পাশ করেছে, বসতে হলে—বাঙ্গালী বীরেরা ধরণীটুকুকে কাঁপিয়ে দিয়ে—তবে না বসে! ঘুমোও গিয়ে তুমি।

বৌদি। আমি ঘুমাইগেই বটে; খুব বলেছ! ঠাকুরপো, রাত করে মাথায় জল দিও না। তুমি শোবে এস ভাই! আমি পাশে বসে হাওয়া দিই, ঘুমিয়ে যাবে খন, লক্ষীটি আমার!

আমি। বৌদি! বৌদি! আমি তোমায় মা বলে জানি! আশ্চর্য্য অভিনেতৃ এরা! বৌদি বলিলেন।

"শুনছো ?—ওঠ ! একটা ওষুধ দাও ঘুমিয়ে যাক্।"

সুকু। ক্রমেই নভেল হয়ে পড়ছে ফেলু।

বলিয়া একটা চুরুট ধরাইয়া টানিতে টানিতে আসিয়া আমায় জোর করিয়া শোওয়াইয়া দিয়া, স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া পীড়িত সন্তানটির মত করিয়া পরম যত্নে, আমাকে হাওয়া দিয়া মাথার চুলগুলি আলোড়ন করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। প্রথমে তন্দ্রা ঘোরে দেখিলাম, আমি এক শিশু মা'র কোলে শুইয়া দোলা খাইতেছি।

ক্রমে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িলাম বুঝি।

দশ

নভেল তো নহেই—বুঝিতেছি তার চেয়েও গুরুতর কিছু হইয়া পড়িতেছে। রচনায়, ভাবে, কৌমার্য্যে—প্রথম; প্রতি পাতার প্রতি ছত্রে লাল কালির লেখা; ত্রিবর্ণ রঞ্জিত চিত্র কলায় পরিপূর্ণ; সুন্দর বাঁধাই; সোনার জলে নাম লেখা। আমাকে আমি রাজ-সংস্করণ করিয়া তুলিয়াছি।

কিন্তু ক্রেতা? কে কিনিবে?

পুতুল খেলা করিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া নিকটে আসিয়া দেখিবে—ডালার পুতুল তার ক্ষুধাতুর জীবন্ত। তখন? যেটুকু দিতে আসিয়াছিল তাহা লইয়া প্রাণপণে ঊর্দ্ধ শ্বাসে সে পলাইবে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, উঠানের কিনারা বাহিয়া, গেট দরজার মধ্য দিয়া দুপ্ দুপ্ দুপ্ দৌড়াইয়া—একেবারেই তার বাড়ীর ভেতরে।

* * * *

কখন যে ব্যয় আরম্ভ হইল কিছুই জানিলাম না অথচ আয় হইতে এমন করিয়া বঞ্চিতই হইব—টিঁকিব কতক্ষণ? মানুষের প্রাণ; কত সহিবে?

আমাকে হাজতে রাখিয়া দিলে ভয় ছিল না—আমি

নির্দ্দোষ। কিন্তু তালা চাবি বন্ধ করিয়া মাত্রই রাখে নাই—পিঠ মোড়া করিয়া হাতে পায়ে বাঁধিয়া, পাথর চাপা দিয়া অনাহারে শুকাইতেছে—বিচারের পর্য্যন্ত নাম গন্ধ নাই। এ দুর্ব্বিপাকে আমার মৃত্যু ভিন্ন বাঁচিবার উপায় দেখি না।

পলাইব? গুলিতে যখন হৃদপিণ্ড ছিন্ন, পলাইয়া লাভ? যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিয়া মরিব। পিপাসায় জল, ক্ষতস্থানে ঔষধের প্রলেপ, যন্ত্রণায় সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই; থলিয়াতে গুলি বারুদের অপ্রাচুর্য্য, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্তি হীনতা ইহাদের কোথায়?

তবু সকাল বেলায় গম্ভীর ভাবে কহিলাম—

"হ্যাঁ, দেখ সুকো আজ আমি যাব।"

ভাবিলাম, দেখি যদি ভোলা যায়। পথ বাহির করিয়াছি। সেই পথে আমার আমরণ গতি।

সুকু। মানে? এবেলা, না—

আমি। এ বেলা গিয়ে সুবিধে নেই, পথে দেরী করতে হয়।

সুকু ভিতর হইতে একখানা খাতা হাতে বাহিরে আসিয়া কহিল—"ও রাত্রে? বেশ। তা হলে অ্যাঁ ওর নাম কি বলে—হ্যাঁ—তা কি দোষে পায়ে ঠেলে চলে যাচ্ছ?"

"না। শোনো। বসে বসে তোমার অন্ন ধ্বংস করে লাভ নেই।

"বটে! আমার অন্ন ধ্বংস করছ না কি? জানতুম না। শেখা গেল।"

বৌদি। বেরুচ্ছ না কি?

সুকু। হ্যাঁ—একটু ঘুরে আসি। কাজও আছে। আমার জন্য অপেক্ষা ক'রো। একসাথেই খাওয়া যাবে। ও আবার এগুচ্ছে। নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলুম। পরমানন্দ বাবুকে তাঁর সেই বন্ধুটিকে চিঠি দিতে বলে আসি। করবেই না ও যখন, খামকা ধরে বেঁধে হরি ভক্তি করানটা কি ভালো?···ফেলু বুক ভেঙ্গে দিয়েছ আমার, একটা কথার খোঁচা দিয়ে; ভাই, নইলে তোমার মুখ দেখতুম্ না। একটু ভদ্র ভাষা শিখলে—যাক্।

বৌদির হাসি; —নাঃ ও আমি দেখিব না। আমায় পাগল করিবে। আমার ঘাড়ে এদিকে সমূহ বিপদ, আর উনি দিব্যি হাসিতেছেন। ওঁর মাথার গোলমাল আছে না কি? আমি কহিলাম—"বেশ!"

সুকু চলিয়া গেল। বৌদি কহিলেন—

"বসো ঠাকুরপো, এই—খাবার আন্‌ছি।"

সুন্দর অভিনয় করিতেছে এই দম্পতিযুগল। হ্যাঁ আজই আমি রওনা হইব। গোপা—যদি, মরিয়া থাকে মরুক্; আর বাঁচিয়া থাকে আমিও বাঁচিলাম।

খাবার আসিল। চা'র পেয়ালা তুলিতেই আমায় শুনাইবার নিমিত্তই বৌদিদি ঠাকুরাণী কহিলেন—

"গোপার নাকি কাল বিয়ের পত্তোর হয়ে গেল ভাই।"

জানি—এ মিথ্যা। চাতুরী। উদ্ধতভাবে বলিলাম—"বেশ হয়েছে!! পায় ধরি, এখান থেকে বেরুই, ফূর্ত্তি করবার ঢের অবসর পাবেন এখন; উপস্থিত আমায় একটু রেহাই দেবেন কি?

নারী, তুমি? আমাকে? 'এ বড় কঠিন ঠাঁই'—জানিয়া রাখিও। নীরেন্দ্রনাথ কাহাকেও না—কোন সংবাদকেও না,—ডরায় না।

"সত্যিকার কি এবার তবে এগুচ্ছোই নীরুবাবু ভাই?"

বিষ এত মিষ্টি!—কোথায় পাইলেন ইনি বাক্যের এই শিল্প নৈপুণ্য? বলিবার কায়দায় সৌরভটুকু পাইলে কে মনে না করিবে যে ইনি করুণার পথমার্গ হইতে ছলনার মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছেন? মনে করিলেই তো অকৃত্রিম দেবতার গৌরবে এই জাতি অনায়াসে মাতা হইতে পারেন! উত্তর শুনাইয়া দিলাম—

"বাধা দিতে চান? ওগো ছিঁড়ে গেছে বৌদিদি; নরম শিকলে বলবানকে বাঁধা, ভুল সে"—

প্রত্যুত্তরে—

"তুমিও সম্মান নিয়ে বড় পাশ করো? ছিঃ! কী করে করেছিলে? স্রোতের বিপরীতেই চলেছ, একটু জিরুতেও

চাইছ না, কত শক্তিমান তুমি? এই ক্ষমতার বুজরুকীর বিশ্বাসে তুমি যে কোন্ ব্রত নিয়েছ—বড্ডই ভুল করেছ—"

"ধুপ্"—এই রে—'পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ।' পেঁপে পতনের এই শব্দটির পিছনেই গোপার অস্তিত্ব চিন্তায় আমি অকস্মাৎ রক্তশূন্যতা অনুভব করিলাম। এই তো—এই তো আমার মৃত্যু! শিরার ভিতর ঝিম্ ধরিয়া গেল।

"মহাপ্রসাদের নাম নিয়ে এটা পেড়েছি; এ তাঁর। তিনি কী বেরিয়েছেন, বৌদি?"

বলিতে বলিতে ঈষন্নৃত্য পরায়ণা সরলা নগ্নগাত্রে দ্রুত-গতিতে ভিতরে আসিয়াই আমায় দেখিয়া থম্‌কিয়া ফিরিল। 'আবরি প্রকাশি তার তনুর বিভব' পুনরায় সে পেঁপে হস্তে প্রবেশ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পৃথিবীর গম্ভীর বীরদিগকে আহ্বান করি। কে পারো গোপার হাসিতে না হাসিয়া—পুলকিত না হইয়া—নিজেকে ছাড়িয়া না দিয়া? সে মুগ্ধ করিতে আসিতেছে না বলিয়াই এত মোহিনী; ভালো করিয়া হাসিতে জানে না সে, তাই তার হাসিরেখার অলক্তাভাটুকু বড়ই রসালো—সুবাসিতও অতি। ছুটিয়া আসিয়া আমার পাশে বসিয়া সে খাবারের থালা সরাইয়া লইয়া লুচিতে তরকারীতে হালুয়াতে মিশাইয়া দিয়া এমন কদর্য্য করিয়া তুলিল যে, নিজের হাতে আমি সহসা তেমন করিয়া ফেলিলেও ঘৃণা বোধ করিতাম। কিন্তু,—

"মহাপ্রসাদ! মুখ এগিয়ে নাও!"

—আমি মহাপ্রসাদের মতই পরম অমৃত মধুর সে দান উপেক্ষা করিতেই পারিলাম না। গোপার চাঁপা চাঁপা আঙ্গুলগুলি কি আমার ওষ্ঠে লাগিয়া একটি সুচিক্কণ সকরুণ কাহিনী লেখা তাহার নিকট প্রচার করিয়া দিল না? সে কি পাষাণ? স্পন্দনের বৈদ্যুতিক প্রবাহ কি তাহাতে পৌঁছে না? অবোধ কিশোরী। দুদিন বাদে স্বামীর ঘরে যাইবে। আমরা কে কোথায় যাইব। আজ আমি তাহাকে কোথায় আনিয়া দেখিতে সমুৎসুক! অথচ তার স্পর্শ গন্ধের এই ক্ষণিক মিলনকে আমি আয়ুর বিনিময়েও চাহি। খুব সুপ্রভাত আজিকে আমার যে গোপাকে আমি কত কাছে পাইয়াছি। প্রতিদানের লোভটুকু ত্যাগ করা আমার পক্ষে সমুহ দুষ্কর হইয়া উঠিল। আমার আরও কাছে তাহাকে সরাইয়া লইয়া খাবার তুলিয়া দিতে গেলে সে কত আগ্রহে তাহা গ্রহণ করিল। জীবনে এ একটা স্মরণীয় প্রথম ঘটনা আমার। ডবল এম, এ, পাস। লক্ষ উপাধি—কোটি জীবন সম্ভোগ। জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আমি দেশে চলেছি যে, শুনেছ মহাপ্রসাদ?"

"কোন্ দেশে?"

"বাংলা দেশে।"

"সেখানে কেন যাচ্ছেন?"

"বাড়ী যেতে হবে না ?"

"আমাদেরও বাড়ী বাংলা দেশেই যে !"

"হাঁ, সেই বাংলা মুলুকেই আমি যাচ্ছি।"

"আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"

"কী বল্লে, ক্ষেপী কোথাকার।"

"কেন এক দেশেই বাড়ী—

"একদেশ !—তুঃ ! একপাড়া হলেও কি সঙ্গে যেতে পারতে ?"

"কেন ? মোটেই আপনি বুঝতে পারেননি ; বোঝাই। এই—যাব তো ! সারা দিনটি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বো তো ?—এক সঙ্গে খাব, গল্প করব, কড়ি খেলব—গল্পের ভালো ভালো বই টই পড়বেন, একটু আধটু শোনা যাবে।"

পাকা ! পাকা ! ঘোরতর পাকা মেয়ে ! গোপা বকিয়াই যাইতেছে—

"যেমন স্বামীতে বৌতে সংসার করে যেমন ভাইতে-ভাইতে—মাতে-মেয়েতে, আমরা দুটি বন্ধুতেও তেমনি। হেসে খেলে দিন কাটাব, কেমন সুন্দর ! কেমন ?—হবে তো ?"

এর কাণ্ডজ্ঞান কিছুমাত্র নাই। পাগল এ—নিশ্চয়। মানুষকে কি অত বিশ্বাস করিতে হয় সখী ? বাহবা, নিঃসন্দিগ্ধতা ! সংসারকে কি এ স্বর্গ ঠাওরাইয়াছে ? আ

বালিকা! সমাজের মনে যদি এ পবিত্রতা সম্ভব হইত,—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম—আজ এই নবোদিত সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া উদগ্র হৃদয়ে তোমাকে টানিয়া লইয়া কহিতাম, ওরে গোপা, ওরে নির্ম্মলা—তুই আমারই। বলিলাম—

"সে কি হয় রে পাগল!"

"এঁা! তবে আপনাকে যেতেই দেব না।"

জ্যোতিষী রবিবাবুর জয়! 'যেতে নাহি দেব!' চমৎকার!

বলিলাম—"রাত্রে যখন যাব, বাড়ী গিয়ে তো ঘুমুবে তুমি তখন—?

হাত দু'খানি লইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে সোহাগ করিতে করিতে কহিল—

"বাড়ী গিয়ে আমি কিছুতেই ঘুমুব না, মনে মনে বল্‌ব, আপনি যাবেন না—যাবেন না।"

দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে—"না—না—না"—আমি যে পারি না! খোলা দরজায় পলাইতে পারি বলিয়া দরজা ভাঙ্গিয়াও পারিব, সে কি করিয়া—? কিন্তু গোপা, একজনকে কতদিন আটকাইয়া রাখিতে পার? আর কিছু না হউক, আয়ুই যে আমাদের পরিমিত, লক্ষ্মী! পুছিলাম—

"সত্যি বল্‌বে—? ঘুমুবেই না—?"

"দিব্যি—দিব্যি—দিব্যি, সত্যি।"

"না যাই যদি—?"

"তা হলে ঘুমুব—অন্যদিনের মতো।"

"না ভাই, আমি যাব না, ঘুমিও—আর আজ তুমি সারাদিন আমার কাছ ছাড়া হয়ো না, এখানেই নেমন্তন্ন তোমার।"

আর, যে বালিকা আয়ুর্ব্বেদীয় বিজ্ঞানের দিকে না চাহিয়া একসঙ্গে খাবার উপায় নিজ মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবন করিতে পারে, মিলনের মহামহিম তত্ত্ব তার ভিতরে ভিতরে কী বৃহৎ কাজ করিতেছে তাহা ভাবিবার এবং প্রাণযোগ করিয়াই বুঝিবারও।

এবার, কোথা হইতে আসিল রে নবীন স্বাস্থ্য—আমায় তাজা গাছটির মতো করিয়া না তুলিয়া ছাড়ে নাই, কোথা হইতে এত আনন্দ আমার চিরারোগ্য বিধান করিয়া দিল; রুক্ষতায় যাহা বিকৃত ছিল, সুস্থতায় তাহাকে স্বাভাবিক করিল: রক্ত কণিকায় বলের প্রেরণা অনুভব করিলাম। অতীত বৃত্তান্তকে কুস্বপ্ন, ভূতকালকে ব্যর্থ—এই বর্ত্তমানই শ্রেষ্ঠ, ইহারই সলীল লহরী প্রবাহ ভাবীর পাদপদ্ম চুম্বন করিয়া করিয়া তাহার সকল মালিন্য, নিষ্ঠুরতার লোহিত শোণিতের প্রখর রেখাগুলি ধুইয়া মুছিয়া উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাক্—বার বার এই সমস্ত চিন্তা করিতে বড় ভালো লাগিল। যেন এক দুর্য্যোগই গিয়াছে এবং অনন্ত সুযোগকে কাছে পাইয়া অভয়ভাবে বসিয়া আছি—রুগ্ন সন্তানের প্রতি

ইহাই কি বিশ্ব প্রকৃতির করুণ ক্ষমা চিকিৎসা নহে ? আজি এই শান্তি রাণীর আনন্দ হিল্লোলের মধুরতার তলদেশে ডুবিয়া—বক্ষোপরি ভাসিয়া চাহিলাম একবার বৌদির অনাময় পুষ্ট স্নেহের দিকে, যে কোনো আঘাতে অনাহত হাসিটির দিকে—রণজিত শ্রীমূর্ত্তি এই তো ! প্রীতিতে পূর্ণ, ক্ষমায় মণ্ডিত ! প্রণাম, প্রণাম।

দাঁড়াইয়া ছিলেন দরজার চৌকাঠ ধরিয়া—হাসিয়া বৌদিকে বলিলাম—

"বড্ড দুষ্টু ছেলে আমি, না বৌদি ?"

"বাব্ বাঃ ! অনেক দেখেছি চুরি করতে, এমন দেখিনি কিন্তু থলে পুরতে।"

"পায়ে ধরি ; একটু বোস বৌদি, দুটো কথা বলে নিষ্কৃতি পাই, বোসো।"

"গোপাকে চাই, রান্না করতে যাই আবার। ওকে পেলে অনেক সাহায্য হবে আমার।"

"বরং খাটে, কৃপন দান করে না তবু। রান্না কোরবেন ? চলুন। কুটনো কাটবার, গল্প করবার ? রইলুম আমিই। এস গোপা।

এগার

সবই শুনিয়াছে এই সুকু তবু সন্ধ্যার সময় ডাকিয়া বলিল—"ফেলু, ট্যাণ্ডাম্ প্রস্তুত রয়েছে ; যখনই ইচ্ছা বোলো, ষ্টেশনে পৌঁছে দেবে। বিকালে ঝি গোপাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। যাই হোক্, সুকুর কথার উত্তরে নত মস্তকে আমি কহিলাম—"দু ঘা চাবুক মারো দাদা! আমি জানতুম না তোমার ফার্মাকোপিয়াতে কুইনিন্-এর উপরেও বাক্য-যন্ত্রণার নাম লেখে।"

সুকু। দাদা মাথার উপর থাকতে উপার্জ্জিত একটি কড়িও আমাদের নিজের বোলবো, সেই বংশে কি আমরা জন্মেছি। আমাদের এ ভরতের রাজ্যপালন ; ভিক্ষুকই হই আর ক্রোড়পতিই হই।

আমি আর কথা বলিতে পারি? বলিবার কিছু নাই। সুকুকে কি জানি না?

সুকু। প্রলাপ বলেই সহ্য করতে পেরেছি। অনিবার্য্য ছিল যা, যাক্, তা এসে চলে গেছে। আর ভয় নেই।—হাঁ গো ফেলুবাবুর বৌদি, ব্যায়রা এলে একটা আলো পাঠিয়ে দিও।

বৌদি বাহির হইয়া বলিলেন—

"মেঘ করেছে। সকালে ফিরো গো, ঝড় জলে বিপদে পড়ো না।"

কড়া আওয়াজে সুকু কি মনে করিয়া গান ধরিল—

"ডুবিছে ভীষণ নৌকা ফি সন রেলে কলিসন হয়।"

আমি। এ আবার কি হচ্ছে ?

সুকু। সবুজ—প্রমথের বিশুদ্ধ পরজ হে !

বাহিরে কে ডাকিল—"ডাক্তার।"

সুকু। এই যে—বেরুই ভাই।—এ ? সাতকড়ি বাবুর ছেলে। (নেপথ্যে) বাবা ডাক্‌ছেন তোমায়, শুনে—এসো। আমি লালবাবুদের ঐখানে রইলুম।

সুকু গেল। বৌদি একটুক্‌রা পুরাতন কাপড় ও একটা মাটির পাতিল লইয়া মেঝেতে বসিয়া বলিলেন ; "যাক্ এইবার ছুটো রসালাপ করে পিত্তি রক্ষেটা করা যাক্।" পাতিলটাকে উবু করা হইল। ছুই পা'র দ্বারা সেটাকে ধরিয়া, কাপড়ের ক্ষুদ্র টুকরাগুলিকে তার উপর রাখিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া সলিতা তৈরী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমি। সুকু বড় আঘাত পেয়েছে না বৌদি ?

বৌদি। হ্যাঁ—আঘাত পেলেও ভুলে যাবার ঠাকুর উনি। তাই ওঁর মহিমা স্তোত্রে আর এক নাম রয়েছে—ভোলানাথ। দেখো ভাই, আমার এই ছোট্ট কুমারসম্ভব

কাব্যখানিতে কুমার নেই বলে দুঃখ নেই। কিন্তু শিবের প্রেম পেয়েছি এই জেনেই আমি আনন্দিতা, এইতেই আমার কৃতকৃতার্থতা। সত্যি বলতে, মনে মনে আমি বড় গর্ব্বিতা যে এমন দেবতার স্নেহাশ্রয় আমি পেয়েছি। এ আমার এ জীবনেরই কত পুণ্য, নয় ঠাকুর পো ?"

বেশ আরাম পাইলাম যে, বৌদিদি এমন করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন।

আদায় করিয়া, গ্রহণ করিয়া, পাইয়া, লাভ করিয়া প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত আজ আনন্দিত, চিত্তের প্রসারতায় আমি বেশ আছি। সারা সময় চিন্তা, স্পন্দন ও দিগন্ত-বিক্ষিপ্ত দৃষ্টির ইতস্ততঃ সঞ্চালনে, আর—সে জগৎ ছাড়িয়া দিলেও এই ক্ষুদ্র বাংলা ঘরখানির গর্ভাকাশ ভরিয়া জীবন-শালিনী গোপার স্নিগ্ধ মধুর সৌগন্ধ্য নিবিড় হইয়া রহিয়াছে। এ সৌরভ যে সে তার অকৃপণ মহীয়ান্ হস্তে, পান করিবার নিমিত্ত আমায় দান করিয়া গিয়াছে। পান করিতেছি; চুমুকে চুমুকে তিলে তিলে অমর হইতেছি।

দেওয়ালের গায়ে আলকাৎরার কালো রঙের উপর গোপার হাতের হিজি বিজি করিয়া চা'খড়ি আঁকা গোলাপটি —ঐ। বিছানার প্রান্তে খাটের গায়ে তাহার সেই খড়ি-মাখা হাতের ছাপ্‌টুকু, বৌদির সঙ্গে ঝগড়া কোন্দল করিয়াও দরিদ্রের একমাত্র সঞ্চয়ের মতো বড় যত্নে তা রাখিয়া দিয়াছি।

ঐ গোলাপ তাহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিপুল তৃপ্তিদান করিয়া কানে কানে কহিতেছে তরুণীর তরুণ কৈশোরের সুধাময় সংবাদ। হাত ডাকে—আয় আয় আয়! আমার অদ্য খবর সব ভাল। নীল আকাশের মতো যে স্মৃতি, তার সীমা সৃষ্টি করি নাই। তাহাতে চন্দ্র ফুটিয়া আলোতে আলোতে পৃথিবীকে সোনা করিয়া দিয়াছে। বাঁচিয়া কত সুখ! সম্ভোগে কত শান্তি! আজ কোনো জড়তা নাই, মরীচিকা মুছিয়া গিয়াছে—অন্ধকারও কিছুতেই নাই রে! আমি ভাল আছি।

চিকন শিকলী বাঁধা, সুকুর শিক্ষিত ময়নাটি ডালিম গাছের ডালের উপর বসিয়াছিল। তাহার দিকে বিশেষ করিয়া আজিকে চাহিবার হেতু আছে। শণি-টুকু সরিয়া দৃষ্টি যে কল্যাণে ভরিয়া গিয়াছে আমার—বুঝিতে পারি। ও তো রোজ সারা সময় পড়ে। কিন্তু আজিকের মতো কি? ময়না আমার সহসা চাহনী মুহূর্তে যেই বলিয়া উঠিল—

"সুন্দর তব, সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি।"

স্পষ্ট উচ্চারণ। চারিদিকে চাহিলাম। সত্য, সুন্দর সবই বটে! ইচ্ছা হইল, পাখীর মধ্যে দিয়া কান্ত কবিকে ডাকিয়া কহি—

"পাখী, এই যে গাহিলি গাছে।
কেন চুপ্ দিলি, ঝোপে ডুবে গেলি,
যেমনি আইনু কাছে?"

বৌদির কথার উত্তরে বলিলাম—

"আমি তোমায় বিশ্বাস করি বৌদি ; তোমার মনের এ গর্ব্ব অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করতে পারছি।"

"তোমায় ভালবাসি বলেই, আজ যখন কথাই উঠলো, আমি এ লুকিয়ে রাখতে পারি নি।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা বৌদি, আমাদের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ, সে কিসের ? ভালোবাসারই কি ?"

"নয় ? অনুসন্ধান করো, দেখবে—আমরা মা-জাত। চাও—তাই খেলা দিই। সতর্ক পাহারায় চিরজীবন মানুষ করতে করতে তোমাদের পালন করে যাই। তোমরা ভালবাসতে এস, সেটুকু আঁচলে বেঁধে নিই। খুব বড় ধড়ীবাজ কৃপণের মতো সে ভালোবাসাকে পুষে পুষে রাখি। তখন মনে করি, সন্তান তার বুড়ো মাকে খোরাক্ পোষাকের দরুণ খরচ পত্র দিচ্ছে। এ-ত বড় সুখের কথা ! অবশেষে যে দিন মায়ার খেলা ভেঙ্গে যেতে বসে, সমস্ত হারিয়ে ফেলে দেখি—তোমরা সন্তানই। তোমরা চেয়ে দেখো, দেখতে পাও, আমরা এক অখণ্ড মা।—এটা হয়তো চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নয়, আমি কিন্তু কখনো কখনো ভেবে ভেবে এই পেতুম্।"

"ইংরিজী পড়ো—বৌদি, পায়ে ধরি তোমার। বুঝতে পেরেছি যে স্বাধীন চিন্তাও তোমার বাধে না। আর—ঝড়

জলের মধ্যে দিয়ে এগুতে হলেও পরিণাম এই মেয়েদের গিয়ে—শুভই।"

"মেয়েদের অভ্যুত্থানের ইতিহাস তোমাদের অনুপাতে অত্যন্ত আধুনিক বলেই বোধ হয়, কিন্তু—কে ও? বেড়ালটা।"

না, বেড়াল না। ছদ্মবেশিনী গোপা। ভিতরে প্রবেশ করিল। কালো চাপ্‌কান্ আবরণ যখন সে খুলিল—চমকিয়া উঠিলাম দেখিয়া যে! সে কি! চির প্রফুল্ল নলিনীবালা এই গোপার হাসি কোথায়? এ যে প্রদীপই নিভিয়া গিয়াছে। সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। হাসি নাই! কি আছে? কিছুই নাই গোপার তা হইলে? আ, মহাপ্রসাদ, ফকির তুমি! দীনা, কাঙালিনী, কুশ্রী! ওগো, প্রেতিনী তুমি!—তোমার হাসি নাই।—শিহরিয়া উঠিলাম।

চোখ মুখ লাল ও ফোলা—বিভীষণা মূর্ত্তিতে বৌদির পা জড়াইয়া ধরিয়া বড় আকুল, বড় করুণ, বড় অনুনয় কণ্ঠে গোপা বলিল—

"দোহাই তোমার বৌদি, ঝি এলে আমায় দেখিয়ে দিও না। আমি পালিয়ে এসেছি।

"ব্যাপার কি মহাপ্রসাদ?" বলিলাম—"আজ এ মূর্ত্তি তোমার কেন?"

হাত ধরিয়া তুলিতেই চক্ষুখানি যেই আমার মুখের দিকে ফিরিয়াছে—আমি স্তম্ভিত! এ কি! ভরা টস্‌টসে পাতা

দুই টুকু হইতে অশ্রুকণা গুলি অনিল-মথিতা পঙ্কজিনীর বিকচদল হইতে শিশির কণিকার মতো ঝরিয়া ছিঁড়িয়া খসিয়া পড়িল। বুঝি কেমন একটু লজ্জায় সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া বেগ সামলাইতে না পারিয়া বৌদির কোলের পাশে পড়িয়া গেল। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া মুখ লুকাইয়া ঠিক এ কান্নাই কি? এ যে না নাটক, না নভেল—স্বপ্নও না, সত্যও না। যদি সত্য—শ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতেছি, কঠিন, নিষ্ঠুর সত্য। বৌদি কোলের কাছে গোপাকে আগ্‌লাইয়া ধরিয়া স্নেহের শাসনে কহিলেন—"বলবি না কি হল?"

নাঃ! সে সে-মেয়ে নয়। কিন্তু কি খবর জানিবার জন্য হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে উৎকণ্ঠার এক উগ্র রণ অনুভব করিতেছি। অবশেষে পূর্ব্ব স্বরে বৌদি বলিলেন—

"না বল্‌বি, এক্ষুণি তোকে বাড়ী রেখে আস্‌ছি, দেখ্‌।" আকুলি বিকুলি করিয়া বালিকা বলে--

"ও ভাই মহাপ্রসাদ, পায়ে পড়ি—পায়ে পড়ি তোমার মহাপ্রসাদ! আমায় ছেড়ে দিও না। কাল নাকি আমার বিয়ের পত্তোর হয়ে গিয়েছে পরশু বিয়ে। আমায় আর তোমাদের এখানে আসতে দেবে না বলে আট্‌কিয়ে ছিল। আমি কিছুতেই পারিনি। আঁধার হলে বাবার চাপ্‌কান্ চুরি করে পালিয়েছি।"

—বলিয়া সে এত বলে বৌদির বক্ষ চাপিয়া ধরিল, ইচ্ছা যেন তার, একেবারে হৃদয়ের ভিতর গিয়া সে লুকায়।

'পত্তোর হয়ে গিয়েছে, পরশু বিয়ে'! বৌদি মিথ্যা বলেন নাই। 'পত্তোর হয়ে গিয়েছে, পরশু বিয়ে'!—নিরেট ইষ্টকের মতো, প্রস্তর—না, লৌহের মতো সত্য এ।—সত্য?—না, নিয়তি। কর্কশ, ক্রুর,—যাক্।

স্তব্ধ আমি। নির্ব্বাক আমি। ভবিষ্যতের দিকে উদাস দৃষ্টি আমার।

বিশাল মরু পৃথিবী,—যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূরই! তৃষ্ণাহীন পথিক একা সবেগে চলিয়াছে। সম্মুখে সন্ধ্যা। খেয়াল নাই।—চলিয়াছেই। দিক্‌বিদিক্ হইতে অন্ধকার ছুটিয়া আসে। গেল, সমুদয় ভরিয়া গেল! পান্থ পথ হারাইল। অন্ধকার কাটিল না।—চিরকাল রহিয়া গেল!!

শূন্য—প্রাণ; ছিন্ন—সকল গ্রন্থী! দীর্ঘ অস্ফুট নিশ্বাস রেখা ছাড়িয়া গোপাকে বলিলাম—

ছিঃ গোপা। তোর বিয়ে হবে—তা বেশ তো! তা এ 'শুভক্ষণে'র শরীর নিয়ে এমনি করে কি সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘুরতে ফিরতে হয়! চিরদিনটাই তো এমন করে চলবে না ভাই! ঝি এলে, বাড়ী যা। এখন থেকে মনতন্ দিয়ে ঘরকন্নার কাজকর্ম্মগুলো শিখে টিকে নিগে যা। আমার সঙ্গে তোর আর দেখা হবে না জানি, কিন্তু তা বলে করবি কি?

আর, উপায় কি বল্? বাপ মা আদর করে যার হাতে তোকে তুলে দেবে, বৌদিকে দেখেছিস্ তো—তাকেই ধরে ধরে বেড়ে উঠিস্। সে যেন তোর বড় সুখের হয়। আমি—সুকু—বৌদি, এঁরা কে রে তোর? দুদিনের চেনা—”

নাঃ আর বলা যায় না! বেজায় পিপাসা বোধ হইল। জল চাহিলাম। বৌদি জল আনিতে গেলেন।

দেওয়ালের গায়ে আয়না বাঁধা কবিতাটিতে চোখ পড়িল—

“আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে,
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।”

প্রত্যেকটি অক্ষর হইতে একপ্রকার শিবের মাথার চন্দ্রের মতো মহিমার ধিকি ধিকি দ্যুতি বাহির হইতেছে এবং তাহা হইতে বহিরাগত আশ্বাস সান্ত্বনা বাণী লোহিত ধূম্রের সঙ্গে সঙ্গে ধুনার সুগন্ধ বিলাইয়া বিলাইয়া প্রাণ দেবতার আরতি করিতেছে। দুঃ ছাই, কি বলিতে চাহিয়া কি বলিতে গিয়া ডাকিলাম—“গোপা!”

“থাক্”—

বাধা দিল। বলিতে দিল না। নিরুপায়।

টেবিলের উপর হইতে এক কলম কালি ও একখানা শ্লিপ ছিঁড়িয়া লইয়া গোপা বলিল—

"এতে শিগির আমার একটা নাম লিখে দেবে ?"

"কি করবে এ দিয়ে ?"

"ভয় নেই, কাউকে জ্বালাতন কোর্ব না ; ছবির মতন করে বাঁধিয়ে চোখের সম্বল করে দেয়ালে রেখে দেবো ; ভয় নেই,—না, ভাই, আসি।"

জল আনিতেই ধাঁ করিয়া সে গিয়া এক চুমুকে জলটুকু শেষ করিয়া একছুটে বাহির হইয়া গেল ; কেহ ধরিতে পারিলাম না—আঃ। যাও গোপা।

বুকের মধ্যে কি ? প্রলয় ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে। অত্যন্ত গরম—ধিক্।

অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, কুব্জা গোপা ! —না, আর সময় নাই, 'পত্তোর হয়ে গিয়েছে, পরশু বিয়ে' !—কে জানিত এ হইয়া যাইবে। আর, আমার সাধনা ? আর, আমার চিত্তের স্বাধীনতা ?

ঝি আসিয়া পেঁাছান সংবাদ দিয়া চাপ্‌কান্ লইয়া গেল।

"ঠাকুরপো, ব্যস্ত হয়ো না ভাই, সহ্য করতে শেখো।"

"এইবার শিখতে হবে বৈকি। সুন্দর সত্যি কথা বলেছিলেন আজ সকাল বেলা আপনি বৌদি।"

বার

অভ্রভেদী বিরাট দুর্গ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তপ্ত তরল লাভা, ছাই ধাতু পদার্থ প্রভৃতি উদ্গিরণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত আগ্নেয় মহাগিরি সৃষ্টি মাত্রই শির উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল। কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত বিশালকায় মহাদেশটা সমুদ্রের তলদেশে ডুবিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল। রানী বিশ্বপ্রকৃতি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছেন। শেষ—সব শেষ, প্রলয়—মহাপ্রলয় রটিয়া উঠিয়াছে। হারে—হারে ক্ষুদ্রের অধ্যবসায় !—

আগুনের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে আমি। হাতের কাছেও কিছু নাই। না ধরিয়াও দাঁড়াইতে পারি না।—পাগল না কি গাছে ধরে না ?

বৌদি। বেজায় উপোষের পর পথ্যটা কিছু গুরুপাক হয়ে গেছে বুঝি ?

সুকু। শাস্ত্রের ওপর বিশ্বেস কত! আমি হাতুড়ে বদ্দি—এতদিনে এই জ্ঞান হ'ল তোমার বুঝি ?

বৌদি। বৌ-ঝি মানুষ আমরা, অত প্যাঁচে নেই। ভালো চিকিৎসের সম্মান, ধুয়ে খেয়ো'খন; রুগী-সঙ্কট উপস্থিত যে !—

সুকু। তিব্বত জয় কি সোজা কাজ? ঐ সঙ্কটই চাই—

বৌদি। যাক্, আজ পথ্য কি?

সুকু। পথ্য? —পথ্য? —ও! —তা ভালো; ওর নাম কি, হাঁ, ঐ যে—বলেছি তো, সন্ধ্যেয় একটুখানি জল সাবু! একটু জ্বরের আর একটা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।

গম্ভীরভাবে বই খুলিয়া নতমস্তকে বসিয়াছিলাম। বাহিরে ঘর্ম্ম ভিতরে পিপাসা—যন্ত্রণা। কথোপকথনের পর উভয়ে আমার দিকে চাহিয়া কিঞ্চিতুচ্চে হাসিয়া উঠিল। কি ভীষণ! হাসিয়াই উঠিল! মর্ম্ম নাই কি?—মানুষ কি নহে উহারা? —জঘন্য

ও—!—হাসিবে না? —পাগলকে দেখিয়া তুমি হাস না?—তবে?

* * * *

সুকু সন্ধ্যা বেলা কহিল—

"আপাততঃ একটা কথা বল্‌বো ফেলু?—"

"নেহাং যদি অচল না হয়, তবে আজ থাক্।"

"মনটা একটু খারাপ হয়েছে—নয়?—পরশুদিন বল্লেও চেষ্টা দেখতাম। সুযোগ তো—তা ছিঃ, একটা মেয়ের জন্যে—।"

"দেখো সুকু, ভাই—অন্য কোন কথা না থাকে, আমায় আজ অবকাশ দাও।"

"ভদ্রলোক ডেকেছিলেন—"

"কে তিনি ?—"

"পরমানন্দবাবু—ঐ সোসাইটির—"

"চলো, বরং তাই যাই।"

উভয়ে বাহির হইলাম। বেশ অন্ধকার। একটা রেনট্রির তলায় আসিয়া সুকু কহিল—"কৈ তিনি আবার গেলেন কোথায় ?"

এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—

"আঃ, এখানেই ত মিল্‌বার কথা। দাঁড়াও তো একটু এখানে—আমি এই যে কন্‌হৈলালের বাগানটা দেখে আসি—তামাকের অতবড় আড্ডা আর্য্যাবর্ত্তে আর নেই কিনা—"

চলিয়া গেল।

সম্মুখে, ঐ ; সাতকড়িবাবুর বাড়ী। অনুমান করিলাম, আঁধার কিনা। গোপা কি করিতেছে এখন ? জানিনা, জানিনা।—তবু আন্দাজ ? নাই গো, পুড়িয়া গিয়াছে তা। দাম ছিলই তো একদিন। চেক্ করিয়া দিয়াছে যে। টিকিট আর চলে না—চলিবে না।···

তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, কোন দিগন্ত বিতত মহাসাগরের পরপারে—গোপা ? গোপা ! গোপা !—না, না, আমি আহ্বান করি না। এ, হরিনাম জপমাত্র আমার আবাহনের আকর্ষণে আমি কি তোমায় বিচলিত করিয়া

ব্রতের সমাহৃত শান্ত সংযম নষ্ট করিতে পারি? তা কি পারি! সে কি হয়! তুমি শান্ত হও! মিলন তোমার মধুশুভ হউক। ভরসা করি, স্বামী যেন তোমার এ অংশটুকু পূর্ণ করিয়া সানুগ্রহে আগামীর সঙ্গে মিলাইয়া লন।

আর, আমি? আমি চাহি না। সে সান্ত্বনা আমার মৃত্যু। ক্ষতিই আমার সারা জীবনের লাভ। ব্যর্থতাকে পরিপূর্ণ সার্থকতা বলিয়া সগৌরবে গ্রহণ করিলাম।

সড়কের নীচে ঝরিয়া পড়া শুকনো পাতাগুলির শব্দ হইল, বুঝি কাঠবিড়ালী একটা। পেস্তা বাদাম ভাজা ফেরীওয়ালা, তুইজন হাঁকিতে হাঁকিতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

"মহাপ্রসাদ!"

কে? কে ডাকে, মহাপ্রসাদ বলিয়া? হাওয়ায় হাওয়ায় কিসে আহ্বান ছড়াইতেছে! পুরুষের চোখেও কি জল বাহির না করিয়া সে ছাড়িবেই না! বড় লজ্জার কথা হইতে সুরু করিল তো! কী ভয়নাক! গোপাই যে

দর্শন মাত্রেই তীরবৎ বেগে আমার দিকে সে ছুটিয়া আসিল। সুদীর্ঘকালের দ্বীপান্তর বাসের মত সমস্ত দিবস-খানির উপবাসী আমি, নিয়মকে সংযমকে চুরমার করিয়া দিয়া তৃষ্ণার্ত্ত বৈশাখী পথিকটির দৃষ্টিতে এ মূর্ত্তি সরসীর স্বতঃনবীন সুশীলতা পান করিলাম। আঃ—জুড়াইয়া গেল!

ও বুঝি পারিল না। পারিবেই আরো? ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণে আরও ধৈর্য্য চাহো? যেন সে তার সমগ্রতার আপাদমস্তক হইতে স্থুল আবরণগুলি খুলিয়া ফেলিয়া উলঙ্গ শিশুত্বে ভরিয়া উঠিল। আমার দুইখানি হাত লইয়া অতিশয় মনোবেগে বুঝি সে—যেন সে ব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তাহার তাপোত্তপ্ত শিরটুকু, অধর চিবুক কপাল চক্ষু—সব তাহাতে ডুবাইয়া দিল। উঃ, চোখের জল কি গরম এত!

রুমালে মুখের ঘাম ও ভিজা চোখ মুছিয়া দিয়া ডাকিলাম—"মহাপ্রসাদ!"

ঝর ঝর তার চোখের জল পড়িতেছে। কহিল—"আমি কি করব ভাই!"

মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া তার চোখের পাতা মুছাইয়া বলিলাম—

"সহ্য করবে গোপা। সহ্যগুণ বড় গুণ। এই দুদিনের দেখা সাক্ষাৎ, চেষ্টা কর, ভুলতে পারবেই পারবে। যাও বাড়ী যাও; এমন চুরি করে দেখা করা পাপ—যাও।"

'হুঁ—!'

বলিবার সঙ্গেই একটা নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া গেল। পুনরায় কহে—

"আর, তুমি?"

ক্ষুদ্র কাব্যে এ কি সাংঘাতিক ভাব! না না, আর ধরিয়া রাখা যায় না; চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। গোপা। যা ভালো বোঝো কর, ছেড়ে দাও, আমি আসি।

'ছেড়ে দাও'! ছাড়িয়া দিব! হীন প্রবৃত্তি আসিল, পালাই ইহাকে লইয়া। হাঁ চরমে নামিয়া আসিয়াছি বটে। উঃ, চমৎকার! পকেট হইতে অত্যন্ত ক্ষিপ্র হস্তে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়াই যেন, নিজের প্রতি রক্তচক্ষুতে গর্জ্জন করিয়া শাসন স্বরে বলিলাম "দুর্ব্বৃত্তি সতর্ক হও! এই ছুরীতে নতুবা তোমার বুক চিরিয়া ফেলিতেছি। ইঃ, এতখানি! যাও রে গোপা—যাও। দাঁড়াও—না যাও!

"এই কিন্তু শেষ দেখা দেখি—"

কহিয়া গোপা সড়ক হইতে নামিয়া সরিয়া চলিয়া গেল—শূন্যের জমাট আঁধার ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ডুবিয়া ভাসিয়া সাঁতরাইয়া সাঁতরাইয়া—কিন্তু প্রহেলিকা এই মিলনের যে, কোন্ অদ্ভুৎ ভৌতিক কারসাজিতে ইহার সংঘটন হইয়া গেল!—বালিকা যায়—ওই—ওই যায়,—গেল; আর দেখা যাইতেছে না; না—ও প্রাণে বাঁচিবে না। পুড়িয়া মরিয়া, ছাই হইয়া যাইবে। ও কি বাঁচে?

গান থামিয়া গেল। বাস্ ভিতরের হাড়গুলি আমার সব খট্‌মট্ করিয়া হাসিয়া মর্‌মর্ করিয়া উপহাস ব্যঙ্গ ঢালিয়া দিল।—ভিতরের হাড়গুলি আমার!

তের

নেশার ব্যাধি ইহা। কিন্তু ধরিয়াছে তো! গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। দোহাই হে আমার মন, ক্ষমা ক'রো—ক্ষমা করো, ইহার পর উন্মত্ত হইয়া উঠিও না। আমি চিকিৎসা করাইতেছি।

—আচ্ছা, ঐ যে ঝাড়ুদারটি আবর্জ্জনারাশি মাথায় করিয়া যাইতেছে, কত আয় মাসিক উহার?—পাঁচ টাকা—দশ টাকা? কি করিয়া উহার চলে?—অন্য কি আর আয়ের পন্থা আছে? কিছু না; তুমিই ঠিক প্রোফেসর দত্ত! আমি কুলীগিরী করিব। পেটের প্রকৃত ক্ষুধা জন্মাইয়া মনের এই ক্ষুধা দমন করিব। ভাব প্রবণতা ব্যতীত এ আর কিছু নহে।

বেশ। ঠিক্। আজ সন্ধ্যার গাড়ী আর—ফেল করা নয়ই। বহুদূর দেশে আমাকে নির্ব্বাসন করিয়া লইয়া চলিব। অগ্নিমান্দ্যই সকল রোগের মূল নিদান। সেটাকে দূর করিয়া পাকস্থলীকে নীরোগ করিতে হইবে। পারিব? সে প্রশ্ন নিষ্ফল। কুলী গিরিই—নহিলে নিস্তার নাই। সকাল সন্ধ্যা খাটো; অন্ধকার কুটীরের স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে রাত কাটাও, প্রভাতে অন্ন অন্বেষণে বাহির হও!—সুন্দর! এ

বৈরাগ্য নয়—চিকিৎসার তপস্যা মাত্র আমার। এ ছেলেখেলা নয়—কবিতার এলাকা হইতে ঘর ভাঙ্গিয়া বাস্তবের উপদ্বীপে পলায়ন। উন্মাদের প্রহসন অভিনয় ইহা, বলে কে? এ তো মেরু প্রদেশ আবিষ্কারের মতো, মহাকাশের অদৃশ্য গ্রহ পর্য্যবেক্ষণের মতো, ক্ষুদ্রেরই বিরাট অথচ উন্মত্ত, হাস্যোদ্দীপক অথচ সুন্দর—সহিষ্ণু, নিষ্কম্প, মৌন অধ্যবসায়। কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল যাক্।

সারারাত বেশ স্বচ্ছন্দে সুখে কাটিল। সকালে সুকু সাইকেল লইয়া বাহির হইতেছে, কহিলাম—

"কোথা বেরুচ্ছ?"

"সকাল সকাল রুগীটুগীগুলো দেখে শুনে আসি। আজ আবার গোপার বিয়ে ছাই—সূর্য্যি ঠাকরুণের তো অবসর নেই বল্লেই হয়।"

"বলে রাখা ভালো, তুমি সত্যি সত্যিই পরমানন্দ বাবুকে আমার বিষয়ে নিরাশা জানিও। আমি সন্ধ্যায় একখানি গাড়ী চাই।"

"বিয়েটার দরুণে একটু গোলমালে রয়েছি—একান্তই তোমার যাওয়াটা প্রয়োজন বোধ করছ?"

"যাক্, তুমি যাও; নিজেই ঠিক কোরব।"

"চট্‌ছো যে; কোথায় যাবে, এখেন থেকে—?"

"অন্ততঃ দার্জ্জিলিং তো প্রথমে—"

"সে বুঝি সন্ধ্যার গাড়ী ? আরো সকালে যেতে হয় তাহলে। বেশ, গাড়ী ঠিক্ করে দিচ্ছি। সাড়ে তিনে গেলেই চলবে।"

চুপ্ করিয়া রহিলাম। সুকু বলিল—

"তা বেশ্—বোস দেখি—"

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া সুকু বাহির হইয়া গেল।

*   *   *   *   *

পৃথিবীর চারিদিকে আমার, দুইশত চর্ব্বি বাতির উজ্জ্বলতায় মশাল জ্বালাইয়াছিলাম। অতো আলো সমাজ-বিজ্ঞানের সহিল না। বিনানুমতিতে জ্বালাইয়াছিলাম, শাসনের পরোয়ানায় নিবাইয়া দিয়া চলিলাম। অজানা অন্ধকারের মধ্যে যাইতেছি। পা'র নীচে নাচনা গুলি সাজিয়া ঠিক হইয়া আছে ; পা সুড় সুড় করিতেছে। আজ একটু গান গাহিতে হইবে—নতুন রকমের এ সৌখিনতা আমার চিত্তে জাগিয়াছে। চলো, প্রেমিক—চলো।

"ছেলেটি নানা উপদ্রব সহ্য করেছ ; আজ শেষ প্রণামের আরেকটু—করো।"

বৌদিকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। সুকু বলিল—

"জিনিস পত্তোরগুলো, রইলো ?"

"হ্যাঁ। বাড়ী পাঠিয়ে দিও।"

"কিন্তু ভারী সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী কিছু হয়ে—"

"ভগবানে বিশ্বাস থাকত, তা করতুম; সেইটেই যখন নেই—"

"নেই না কি? তা ভাল। উচ্চ শিক্ষার উচ্চ জ্ঞানের মহিমা—অহো! বলে বাল্য-বিবাহ ভাল না—হ্যাঁ"। তা—রাণীর কি মত?

বৌদি। বলুন, বলুন—শেঠজী-ই বলুন।

সুকু। অনর্থক দেরী হয়ে যাচ্ছে। এস ফেলু। পৌঁছেই চিঠি দেবে। আমরা উদ্বিগ্ন রইলুম।

*   *   *

গাড়ী চলিল। 'তোরাপ্ ভারতবর্ষ' বিদায়!—গাজীপুর আসিয়াছিলাম। ভালো করিয়াছিলাম।

বৌদি-সুকু হাসিয়া বিদায় দিল। সুখে থাকুক্ তাহারা। আমিও সুখে থাকিব, আশা করি।

ছুই ধারে বৃহৎ বৃহৎ মাঠ, গাড়ী চলিয়াছে। উপরে, অনন্ত খোলা আকাশ,—নীল। আমি উহার দিকে চাহিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলাম। ছুই হাত বাড়াইয়া মনে হইল ধরিয়াছি ও আকাশ। আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বেড়াইয়া বেড়াইয়া ঘুরিরা ঘুরিয়া দেখিয়া শুনিয়া যখন ফিরিলাম, কানে যেন তখন পৌঁছিল আসিয়া সঙ্গীত একখানি।

"হরি রহ নিকরুণ দেহ।
কৈ সে তেজাব নবীন সিনেহ।"

*　　*　　*

ট্রেন আসিবার আর বিলম্ব নাই। ওরে আমি তো প্রস্তুতই। গোপা! মুখ বিকৃত করিয়া কহিলাম—মরিয়াছে। ফের তা কেন? হাতের তাক্ তো তার ঠিকই ছিল। নরম পেঁপে বিঁধিল। কিন্তু বোঁটা শক্ত। পড়িল না। তার দোষ কি?

সিগ্‌নাল ডাউন দেওয়া সারা। টিকিট হাতে প্ল্যাটফরমে ঘুরিতে লাগিলাম। সুকু! সুন্দর একটা খেলা খেলিয়া গেলাম এই গাজীপুরে। কিন্তু, হঠাৎ আউট্ হইয়া বল বাহিরে চলিল। কি করিবে?

ট্রেন থামিলেই গাড়ীর উপরে উঠিয়া বসিলাম। অত্যন্ত মায়া বোধ হইল তাই আগ্রহে যতক্ষণ থাকি, অন্ততঃ গাজী-পুরের শেষ এই ষ্টেশনটাই দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। কতকগুলি হিন্দুস্থানী দোকানদার স্ব স্ব মাল পত্রাদি সহ গাড়ী হইতে উঠা-নামা করিতেছেন।

সঙ্গে একটি মহিলা লইয়া একজন ভদ্রলোক—এর মানে কি? ভুল করিতেছি নাকি? না, দাদাই তো! লুকাই, নহিলে এ মহাযাত্রা আমার ঘটিয়া উঠিবে না। কি জন্য ইঁহারা আসিলেন, খবরটাও লইব না!

"কৈ ? ও, হ্যাঁ ঠিক ফেলুই তো বটে ! ফেলু !!"

বড় বৌদির ইঙ্গিতে দাদা আমাকে পাইয়া দ্রুত নিকটে আসিতে আসিতে ডাকিয়া বলিলেন—

"নাম্ গাড়ী থেকে। জিনিষগুলো বুঝে নাবিয়ে নে। এই যে টিকিট টুকিট সব নে। আমি ওদিকে 'পথে বিবর্জ্জিতা'-কে আগলে রাখি—যা"।

"দেখেছ, ছেলের চেহারাখানা কি দাঁড়িয়েছে ? কবে ? —আজই বুঝি অন্নপথ্যি করেই ভোঁ দৌড় দিচ্ছিল।"

বড় বৌদির এ কথায় কান না দিয়া দাদাকে বলিলাম,—

"টিকিট কিনে ফেলেছি, কতগুলো টাকা মাটি হবে—" আবার "টিকিট কিনে ফেলেছি—কতগুলো টাকা মাটি হবে !" আমি বলছি, কানে কথা যাচ্ছে না বুঝি ? ট্রেন ছেড়ে গেলে ভাল হবে ?—"

বেগতিক। নামিয়া পড়িলাম।

পাল্কী-গাড়ীতে বড় বৌদির কাছে বসিয়া ফিরিতেছি, গিয়া কি দেখিব ?···আর ভাবিতে পারি না। বিশ্বস্তভাবে দাদার কাছে নিজেকে দান করিয়া দিলাম। যা হয়, হউক। পুড়ি পুড়িব বাঁচি বাঁচিব। কহিলাম—"বের হয়েছিলুম, আবার ফিরিয়ে নিয়ে চলেছেন, এবার আর বাঁচবো না।"

বড় বৌদি আমাকে টানিয়া আরো কাছে লইয়া কহিলেন—

"ষাট, ঐ সব বলতে হয় ? অসুখ কি কারুর হয় না !"

এঁর পরিচয় অনাবশ্যক। বড় বৌদিই আমার মা। সুকু, দাদা ও আমি, বাঁচিতেই পারিতাম না, যদি ইনি আমাদের না থাকিতেন। দাদা উত্তর করিলেন—

"ব্যস্ত হস্‌নে ফেলু, আমি সঙ্গেই রয়েছি তো। টেলিগ্রাম পেয়ে আমরা অস্থির। কান্নাহাট কি পাগলীর থামে ? তা চেহারা যেমন করে তুলেছ--মা বন দুর্গার কৃপায় ফিরে পেলুম এই ঢের।"

'টেলিগ্রাম' কি ! আমার অসুখ !!—চেহারা কি আমার খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে ? ভালো রহস্য ! সুকুর মাথা ঠিক আছে তো ! আমি যে মনে করিতাম—ছেলেমী। কহিলাম—

"অসুখ ! কার ?—আমার ?"

দাদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ সুকু ছিল বলে ! নইলেই কপাল ভেঙ্গেছিল আর কি ! অজ্ঞান পড়ে থেকে সেরে উঠে অন্ন পথ্যি করলেই আজকাল ছেলেদের মনে হয় বুঝি কিছুই তাদের হয়নি।"

আমি। কে টেলিগ্রাম করেছিল আপনাদের ?

দাদা। হ্যাঁরে বেশী বকিস্‌ নে। চুপ্‌ করে থাক্‌ বলে দিচ্ছি। একে গাড়ীর ঝাঁকি। তার উপর বকে বকে মাথা ধরিয়ে নিয়ে আবার ভোগ পনেরো দিন।

"দিনের আলো নিভে এলো সূয্যি ডোবে ডোবে।"
বৈকাল বেলাটা আগা গোড়া চিরিয়া গিয়া গল্ গল্ করিয়া সন্ধ্যার আঁধার ভরিয়া আসিতেছে।

গাড়ী যখন বাড়ীর কাছে, সুকু দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া গাড়ীর পা'দানের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। দাদা গাড়ী হইতে নামিতেই প্রণাম করিয়া সে তাঁদের লইয়া ভিতরে গেল।

চৌদ্দ

সারাটি দিন যে খাই নাই কিছু, ক্ষুধা তবুও মোটেই অনুভব করিতেছি না। দৈহিক দুর্ব্বলতা কিন্তু স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। বিছানায় বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম। বাহবা স্বপ্ন!···দেবতা সমাধানের পথ দেখাইল। অনন্ত বিস্তৃত সেই পথ। তাহার পার্শ্বে ছোট খাট মন্দির। ক্লান্ত ভাবে তাহাতে আজীবন বসিয়া রহিলাম। তাহাতে এক দেবী ছিলেন কে জানিত! তিনি প্রেতাত্মার অস্থিতে অস্থিতে অমৃত সিঞ্চন করিলেন। আবার আমি কাজে লাগিয়া গেলাম। সাধনার দেবতা হাসিলেন। সমাধানের—প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি।

সুকুর বজ্র সম্বোধনে এমন সময় আমাকে জাগিতে হইল।

"ব্যাপার কি সুকু?"

"উঠে শীগিগর চলো।"

"কোথায়?"

"সাতকড়ি বাবুর বাড়ী।"

"অপরাধ?"

আকাশ থেকে পড়ছো? গোপার বিয়ে! মেয়ের পিঁড়ে ধরবার লোক নেই।”

ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রচণ্ড আঘাতে এক ধাক্কা দিয়া—গোবিন্দকে দূরে নিক্ষেপ করিলাম। ক্ষিপ্ত দানবের স্বরে তাহাকে বলিলাম—

“সুকু, এ শয়তান চণ্ডালের কাজ হে! আমায় কি একেবারে হাতের পুতুল পেয়েছ? বলির বাঁধা পাঁঠা ঠাউরেছ? বিষ খাইয়ে সাধ মেটে নাই কি? ছুরি চালাতে এসেছ ফের?—চমৎকার কাপুরুষতা!”

হো-হো: হাসি তার। সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সুকু বলে—

“দাদার ব্যবস্থা,—তিনি ডাকছেন্।”

উচ্চ চীৎকার করিয়া কহিলাম—

“মানি না কাহাকেও—”

“কে মানে না সুকো!—ফেলু? হুঁ! মান্‌বেই না তো। মান্‌তো একদিন, যেদিন কোলে করে খাইয়ে না দিলে খাওয়া হত না—বুকে করে ঘুম পাড়িয়ে না দিলে তোদের ঘুম হত না; আজ এই বুড়ো বয়সে অশক্ত হয়ে পড়েছি কিনা—! তুই এক দিগগজ ডাক্তার, ও একজন ক্ষণজন্মা পণ্ডিত—এম, এ। আজকে আর তো মানবার কিছু দরকার দেখিনে।”

বলিতে বলিতে দাদা বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া আমার শয্যাপ্রান্তে বসিলেন।

আমার অবস্থা ঠিক অবধারণ করিতে পারিতেছি না। কর্ত্তব্যভ্রষ্টতা, নবাবিষ্কৃত পথচ্যুতি আর তার সঙ্গে স্মৃতির দংশন, দাদার প্রতি এই বিদ্রোহ—শাসন ছিঁড়িয়া আমি ক্ষত যন্ত্রণাপিষ্ট শিশুটির মতো কাঁদিয়া উঠিলাম। আমাদের দুই ভাইয়ের পিতামাতা এই দাদা—দুধের ছেলের মতো করিয়া আমার মাথাটি লইয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—

"ভদ্রলোকদের মধ্যে আমি অপদস্থ হব ভয়ে উঠে এলুম। সুখের বিষয়—আমার দোহাই আজ অমান্য করতে শিখেছিস্। বেশ, দাদার প্রয়োজন তবে তোদের নেই, না?"

সমস্ত দিনের অনাহারে আমার মোটেই দাঁড়াইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে রওনা হইলাম। দাদা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া স্বাভবিক বুলিতে বলিলেন—

"দুর্গা! দুর্গা!"

* * *

একটি বংশস্তম্ভ বরের জন্য নির্দ্দিষ্ট। পিঁড়ার উপর কন্যাকে লইয়া আত্মীয় চতুষ্টয়কে বরের চতুর্দ্দিকে চৌদ্দবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। বিবাহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছি। দাদা বলিলেন—

"ইনি সাতকড়ি বাবু। প্রণাম করো।"

বৃদ্ধকে প্রণাম করিলাম। সুকু আমাকে নূতন কাপড় পরিতে কহিলে তদুত্তরে আমি তাহাকে তদ্বিষয়ে নিষ্প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিবামাত্র সাতকড়ি বাবু মিষ্ট বাক্যে বলিলেন—

"ওটা একটা সামাজিক প্রথা বাবা; শুভকাজ যখন, —নূতন কাপড়টা হচ্ছে কি, তোমার—"

সহকারী অন্যতর প্রৌঢ়ের মত—

—"মনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের, স্বাস্থ্যের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ—বিজ্ঞান সম্মত। শুভব্যাপারে মনকে নবীনের ভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলাই হচ্ছে এর মুখ্য উদ্দেশ্য।"

সাতকড়ি বাবু।—এই।

অন্য সময় হইলে হয়ত হাসিতেও পারিতাম। দাদা সম্মুখে। বিতণ্ডা নিষ্ফল। নূতন কাপড়টা পরিলাম। কন্যার বসিবার আলপনা দেওয়া পিঁড়া বাহির হইল।

সুকু। হ্যাঁ, এস ফেলু, প্রস্তুত হও।

আমার অপরিচিত জনকয়েক স্থানীয় ভদ্রলোক সহ আমি ও সুকু সেই পোঁতা বাঁশটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার তলাতে একখানা জলচৌকি রক্ষিত ছিল।

সকলের সঙ্গে দাঁড়াইলাম। কিন্তু বিশ্বে তো একলাটি! কোলাহলপূর্ণ জনতার মধ্যে—প্রাঙ্গণে আমি সম্পূর্ণ একাকী!

এখনি আমার কুলী-জীবনের শুভদীক্ষা। প্রোফেসর দত্ত! তুমি দেখিলে আজ কত সুখী হইতে। দাঁড়াইলাম। কিন্তু পায়ে তেমন জোর দিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি কৈ? পা কাঁপিতেছে। নীচে, মাটির রেণুগুলি যেন ব্যঙ্গ করিয়া সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মস্তিষ্কটুকু মদের বরফের মতো জমাট বাঁধিয়া পরক্ষণেই ফাঁকা বাষ্পের মতো হইয়া উড়িয়া যাইতেছে।—বুঝি পড়িয়া যাইতেছিলাম। সুকু ধরিয়া ফেলিল

এই—এইখানেই নিশ্চয় বর রহিয়াছে। কে তিনি? জানিনা। জিজ্ঞাসা করিবার অবসর নাই। কে ভাগ্যবান্? সুখী হইও। সর্ব্বান্তঃকরণে আমার এই শুভ ইচ্ছা। আরও দুর্ব্বলতা বোধ হইতেছে। হাত হইতে শেষে পিঁড়েখানা ফস্কাইয়া গিয়া কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিলে ইহাদের খুব ভালো হইবে? সুকুকে কাতর ভাবে কহিলাম—

"শাস্তি আমার যথেষ্টই হয়েছে ভাই, এইবার আমায় ক্ষমা কর্। এত দুর্ব্বল বোধ করছি যে, কিছু না ধরে দাঁড়ানো অসম্ভব। এর পরে পিঁড়ি ধরে তোমাদের বিপদ আরো বাড়িয়েই তুল্‌বো।"

সুকু হাসিয়া—ইস্!—আমার মুখের দিকে চাহে। উত্তর দিল—

"সত্যি নাকি? আচ্ছা, তবে তুই এক কাজ কর—যা!

ঐ জলচৌকীটার উপর বাঁশটি ধরে—ভাল ছেলেটির মত দাঁড়িয়ে থাক্‌গে দিকিনি।”

আমি। বিশ্বাস করছ না আমার অবস্থা, ঠকবে শেষটায়।

যাক্‌। নিজে হাতে জ্বালাইয়াছি—পুড়ুক সাধের ঘরখানা। গোপার সম্মুখে ছট্‌ করিয়া প্রাণটা না বাহির হইয়া গেলেই মঙ্গল। দেখিলাম,—পাপ অনেকেই করে, কিন্তু আমার মতো পাপ বুঝি অতি পাপীও করে নাই। এ জীবনমৃত্যুর অবস্থা একেবারেই অসহ্য—দেখি আজ ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা যায় কিনা।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে কোলাহলও বাড়িতে লাগিল। উলুধ্বনিতে মুখরিত প্রাঙ্গণে, হর্ষোদ্বেলতার মুহূর্মুহু ভূমিকম্পে আমার শিরাভ্যন্তরস্থ পরমাণু হয়তো কাঁপিতেছিল, শিহরিতেছিলও, লক্ষ্য করিব না—ইহা স্থির।

গড়গড়ার নল টানিতে টানিতে, সাতকড়িবাবুর সঙ্গে দাদা আমাদিগের নিকটে আসিয়া কহিলেন—

“কি হয়েছে, ফেলু!”

“না, কিছু না; সব ঠিক্‌, প্রস্তুত।”

সাতকড়িবাবু। তবে আর দেরী কি? আচ্ছা. নাও, তবে দাঁড়াও গে বাবা, ঐখানটায়। সুকুবাবু! দেরী হচ্ছে—।

গোবিন্দ। কিছু দেরী হচ্ছে না। এই চলেছি। এস গণপতিবাবু।

—অর্থাৎ? — আর এ এত সহসা যে—কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। পলকে পলকে বুকে এক একটা নিদারুণ অভিঘাত পাইতেছি; ইহা কিসের? 'জাহানকোষা'র অথবা মূর্চ্ছার? যাহারই হউক, গোপা কিন্তু পরম সুন্দর—সত্যের এবং অমৃতের। বৈদ্যুতিক প্রাণ নিষ্কাষণ যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখি, সে যা নিষ্কাশন করে—এ তাই সিঞ্চনে সিঞ্চনে সঞ্চার করিয়া দেয়। অদৃষ্ট তো তোফা খেলা খেলিতে পারে। হ্যাঁ আমি আমার মূর্খতা প্রচার করি, লজ্জাবোধ মাত্রও করি না।

'আমি বর', 'আমার বিবাহ'—ইহা বিশ্বাস করিতে হইতেছে।

এস আর্য্য বিভূতি, দাও সে শক্তি; যাহাতে করিয়া সুদূর পর্ব্বত হইতে পেষ্টনজীকে স্মরণ মাত্রে এখানে সশরীরে হাজির করিতে পারি। তর্কোৎসবের সে জয়ঢাক অভ্যকার এই শিরোণমনের স্নায়ুবাহী লজ্জারসে পরিভূত না করিয়া প্রাণ খুলিয়া তাহার জয় উচ্চারণ না করিয়া হৃদয় মনের এই লোহিত বেদনার অশনি সজ্ঘাতখানি কি করিয়া সম্বরণ করি? বন্ধু জিতিয়াছ তুমিই—তোমার জয়॥

কাটাকাটি খেলায় দুই পাঁতিতে পড়িয়া ঠকিবার এক

প্রথা আছে, না? একদিকে গোপা—সুকুমারী মানবিকা, অন্যদিকে সাধনা—ভাবীর ব্রত। জিজ্ঞাস্য—কি চাই? স্বীকার—স্বীকার; সমগ্র হৃদয়ে, আমি পরাহত,—মানিতেছি।

সত্য পেষ্টনজী যে, 'রসই পিপাসিতের বড় আপনার'।

আশার কথা বন্ধু! যে 'অখণ্ড প্রস্তরে কল্যাণী দৃষ্টির মায়াপাতে'ই—'পথের দুর্গতি নিভিয়া যাইবে'।

এই অতীব প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র আমার উন্নত শিক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যৎকিঞ্চিৎ এবং নগণ্য হওয়াই যথোচিত ছিল; ও তা যখন হয় নাই, তখন বৌদির সেই—"এই ক্ষমতার বুজরুকীর বিশ্বাসে তুমি যে কোন্ ব্রত নিয়েছ—বড্ডই ভুল করেছ"—প্রভৃতি বাক্যের সত্যাসত্যতা আলোচনা করিবার অবসর বর্ত্তমানে অত্যল্প। আর, অন্তর এবং বহির্জগত-পত্রিকার সমালোচকের মক্ষিকা দৃষ্টিতে আমার এই সবৈচিত্র্য ঘটনা গ্রন্থখানি অপক্ক হস্তের ফেনায়িত রচনা বলিয়া উপেক্ষিত হইলেও, ঘটনায় যাহা ঘটিয়া গেল—মন্তব্য বিভীষিকার যে কোন ফোঁড়েও তা সেলাই মেরামত করিতে পারিতেছিনা তো।

* * * * * *

প্রদক্ষিণের সময় শুভদৃষ্টি। বর কন্যাকে চোখে চোখে চাহিতে হইবে। পিঁড়ে উঁচু করিয়া ধরিবার পর গোপার পিশেমহাশয় লাল চেলীর ঘোমটাটুকু তার সরাইয়া দিলেন।

চোখ বুজিয়া গোপা কাহার যেন ধ্যান করিতেছে। চক্ষু হইতে দরদর ধারে অশ্রুধারাগুলি কপোল বহিয়া অধর ও ওষ্ঠপ্রান্তের পাশ কাটাইয়া কোলের বসন ভিজাইয়া দিতেছে। শত যত্ন, শত পরিচ্ছন্নতায়ও মুখখানি তার রক্তহীন পাণ্ডুর। তাহাতে, কালো মেঘের ছায়া ;—তাহা স্থির, অকম্প, শেষ রাত্রির ক্ষীণ প্রদীপ শিখাটির মতো—করুণ! লোলুপ নেত্রে দেখিতে লাগিলাম—কিন্তু হায়,—

"তাহে নিমিখ দিল বিহি।"

সুকু ডাকিয়া কহিল,—

"শুভক্ষণে অমন চোখ বুজে থাকতে নেই গোপা, বরকে চেয়ে দেখ্।"

বারম্বার অনুরোধের পর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে গোপা বিদ্যুতের মতো চাহিয়া চোখ বুজিল। কি দেখিল! বুঝি বালিকার বিশ্বাস হইল না। তাই পুনরায় আবার চোখ খুলিয়া চাহিতেই—

"দুঁহুক নয়ানে বহে আনন্দলোর।"

এবার চাহ সুকুর দিকে, চোখ দুইখানি তাহারও ভরা ভরা। বিজয় গর্ব্বের স্বর্গীয় উল্লাসে সে আর দেহের মধ্যে নিজেকে কিছুতেই ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। আপন মহিমায় আপনিই মাতাল। বালকের হাসিতে হাসিয়া বলে—"কনগ্র্যাচুলেসন অন ইওর সাক্‌সেস্।"

"কিন্তু, আমার সেই ব্রতটা ?"

"সে ব্রত প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যেই তো রাজকন্যা হাজির। একটু উল্টো হোলো, —বিকল্পে ষষ্ঠী তোমার ভাগ্যে, ফেলু !"

পনর

গোপার বৃদ্ধা মাতামহী শব্দায়মান নাসিকা-যন্ত্রে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী দ্বারা আসর জমকাইয়া বাসর ঘরে সুনিদ্রাভিভূতা।

রঙ্গিনীদের মধ্যে কেবল এক বৌদি। তিনি গোপাকে আমার পাশ হইতে স্বার্থপরভাবে কাড়িয়া লইয়া নিজে অধিকার করিয়া সুন্দর বসিয়া রহিয়াছেন।

আমি। কাজ কি ভাল হল বৌদি?

বৌদি। কাজ--মানে বিয়ে তো! তা মহারাজ মথুরানাথ! কাঙালিনী বৃন্দার বক্তৃতা আকর্ণন করো। আমরা ও তোমরা এই দুই মহাজাতি যে, সৃজনের সমস্তটা জুড়ে রয়েচি, এতে পরস্পরে পরস্পরকে উপেক্ষা ক'রে বা না ধরে, দাঁড়াতেই পারি না। আর কিছু—

আমি। ধরে দাঁড়ানোর চেয়ে নিজের পা'কে বিশ্বাস করে তার উপর নির্ভর করে দাঁড়ানো—

বৌদি। হ্যাঃ—নিজের পা'কে আমাদের—এই দুটো জাতির মধ্যে কার যে কত বল, পরীক্ষকের তা জানতে বাকীই রয়েছে কিনা! —চালাকি করছ কেন দাদা?

বৌদি বাড়ী চলিয়া গেলেন।

বুঝি এইবার হইল বিপদ। গোপা ও আমার ভিতর এক অবিশ্বাস আসিয়া পড়িয়াছে। গোপা ভাবিতেছে—আমি সবই জানিতাম; ইতিপূর্ব্বে এই বিবাহের কথা কিছুই যে গোপার নিকট ইঙ্গিতেও জানাই নাই তার একই মাত্র কারণ—আমি পুরুষ মানুষ এবং কাজে কাজেই নির্লজ্জ। আর আমি তার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবিতেছি। কেননা নারী-চরিত্র অত্যদ্ভুত; পণ্ডিতের তো 'ধন্দ' লাগেই, মুর্খেও বুঝিতে নারে কুটিলা গোপা, মাত্র পেঁপেনিসূদনই নহে।

আমি। কেমন বোধ হচ্ছে এখন গোপা!

গোপা। ভারী লজ্জা লজ্জা করছে,—কি রকম বোধ হবে আবার!

আমি। আমার জায়গায় অন্য কেউ বর হত যদি?

গোপা। যাঃ ও—ও সব না। হ্যাঁ, বলনা,—কবে আমরা বাড়ী যাব?

আমি। বাড়ী? গিয়ে কি করবে? না জানো সংসারের কাজ না জান লেখা পড়া।

গোপা। দেখে নিও, সে সব শিখে ফেল্‌বো।

আমি। সেই ধনুর্ব্বানটা?

ধনুর্ব্বানের কথায় গোপা যেন কিঞ্চিৎ বেদনা পাইয়া ভাঙ্গা বাঁশীটির মতো কহিল—

"তা দিয়ে দাদার চায়ের জল তৈরী হয়েছে।"

বালিকাকে বুকে লইয়া যতটুকু পারিলাম সামাদর করিয়া বুঝাইলাম যে, হরিণ যখন আপনা হইতেই ধরা দেয় তখন লক্ষ্য ভেদ বিদ্যার আর প্রয়োজন কি ? তখন আহার দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখাই ব্যাধের গীতোক্ত সাত্ত্বিক ধর্ম্ম। বাদল দিনের ঝড় বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ মেঘ অপসারিত হইয়া গেল। সুনীল আকাশ। জ্যোৎস্নায় স্বয়ং ইন্দুরই ভ্রূ হইতে চক্ষু, কপোল, অধর, চিবুক—প্রতি প্রদেশ উজ্জ্বল আলোকে, রূপে, রসে ভরপুর হইয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে বালিকা বাহুর উপর ঘুমাইয়া পড়িতেছে। ভাবনা চিন্তার যমদূতগুলাকে বাহিরের দরজা হইতে ফিরাইয়া দিয়া ব্যোমময় চিত্তে গোপার এই নবজীবনের ছবি দেখিতেছি। কঠিন বাহুর অধিক স্পর্শে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে মনে করিয়া কোমল বালিশটি সরাইয়া লইতেছি—তন্দ্রা ছুটিয়া গেল বুঝি ; আমাব একাগ্র দৃষ্টিতে সে প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।—

"কি দেখছো অমন চেয়ে চেয়ে ?"

কি দেখিতেছি, পাগলিনী ! কি মায়া এ, কোথা হইতে এর উৎস উৎসারিত হইয়া আপন মহিয়সী শক্তিবলে আমাকে অকুল পাথারের মধ্যপথ হইতে টানিয়া আনিয়া জুড়ী গাড়ীতে চড়াইয়া রাজপথে ছাড়িয়া দিলে, ইহা দেখিব না ?

আমার নয়ন সম্মুখে যে মহা সমিতির উদ্বোধন হইয়া গেল, তাহাতে সত্য শিব সুন্দরের স্থান কোথায়—খুঁজিতে হইবে না ?—এই অব্যয় রসের মূলে কি আছে –তাহার অনুসন্ধান করিব না ? সে কি করিয়া হইবে ? কোথা হইতে হে খুকী লক্ষ্মী, আমাকে শুভ্র হইতে একেবারে রাঙা করিয়া ফেলিতে আসিয়াছ, বাদ্য মিষ্টান্ন ও প্রফুল্ল কোলাহলের নিগূঢ়তায় আপনাকে লুকাইয়া লইয়া এক দৌড়ে ঠিক আমার কোলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছ, গানের সুর ফিরাইয়াছ, যমুনাকে উজান বহাইয়া, অমিত্রাক্ষরকে আবার মিত্রের শৃঙ্খলায় কষিয়া বাঁধিয়াছ—জানাও, জানাও দেবী ! আমি যে ভালোবাসিয়াছি এবং সম্পূর্ণরূপেই ভালোবাসিয়াছি—ইঁহা কি করিয়া জানাইতে হয়, সে শাস্ত্র তো পড়ি নাই !—পড়াও, পড়াও সখী ! একটু রাত জাগিয়াই বইয়ের সেই সেই পাতা খুলিয়া সেই সেই শ্লোকগুলি টুকিয়া বাহির করিয়া—প্রভূত আকুলতায় ধৈর্য্য খোয়াইয়াছি আমি, আমাকে পড়াও। ধূপ চন্দনের মতো আজ যাহাকে পবিত্র করিয়া বক্ষদান করিয়াছ তাহাকে তোমার উপযুক্ত করিয়া লও।

করুণাময়ী নারী, উদ্ধত বিদ্রোহীকে সহ্য করিতে পারো নাই, তাহার সঙ্কল্প—তেজোদ্দীপ্ত মস্তক, নিশুম্ভ দৈত্যের মুণ্ডের মতো করিয়া টানিয়া ধরিয়া তোমার মহিমার পদে অবনত করিয়া, উগ্র গর্ব্বকে দমন করিয়া, ফেলিয়া চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তে বিস্তর উর্ব্বর জমি নামমাত্র খাজনায় ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে বাস করিতে ভোগ করিতে লিখিত হুকুম দিয়া দিলে! উন্মাদনায় উন্মাদনায় যে জগতের পথে পথে মলিন কাঙাল বেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া হয়রানের একশেষ হইতেছিল, তাহাকে বশ করিয়া, সংসারী করিয়া—এক যুগান্তর করিয়া ফেলিলে! তুমি পারো, সব পারো তুমি! মহারাণী! বন্দী আমি তোমার—বন্দনা করি, যোড়হস্তে কৃতাঞ্জলিপুটে।

আমি। তুমিও দেখতে, বিনা আয়নায় তোমাকে যদি দেখতে পেতে!

গোপা। মেলা বলো তুমি অত বুঝিনে আমি।

এ যে কিছুই বোঝে না—কি করিয়া ইহাকে লইয়া আমার দিন কাটিবে! ইহার সঙ্গে কতটুক্ আদান প্রদানের কারবার চলিবে? কি করিব, আমি কি করিব! সংসর্গে সংসর্গে আমি যদি ইহারই মতো ছেলেমানুষটি হইয়া উঠি! উঠি উঠিব, ভারী তো আর কি!

আমি। হয় বোঝো, নয় আমায়ও বুঝতে দিও না।

গোপা। না বোঝবার যো কি, তুমি অত পড়েছ!

সুন্দর—বনে ফোটা লালফুলটি। সবে নূতন, গন্ধটুকু; ছড়ায় নাই। কুঁড়ির মধ্যে মধুর গায়ে জড়াইয়াই সুখ দিতেছে।

"তুমি তো—" গোপা বলিল, "বিয়ে করে কৈ কিচ্ছু দিলে না আমায় ?"

আমি। সে কি ! কিছু পাওনি !

পাইবার ও লইবাব এ আগ্রহ গোপাকে কে শিখাইয়াছে জানিনা। প্রবৃত্তিগুলি সংস্কার-উদ্ভূত অথবা নিত্য প্রকৃতি-সঞ্জাত বুঝিনা। বড় তৃষ্ণার্ত্তেব মতো সে প্রস্তুত হইল যখন ভিতরে ভিতরে আমি সর্ব্বপ্রথম আজিকার প্রেমেব দেবতার সাড়া পাইলাম। ঘবেব কোণে দিনের আলোব একটি সুচিকণ শুভ্র রেশমী সূতা দেখিয়া গোপা যখন কহিল— "যাঃ ! ভোর হয়ে ফর্সা হয়ে গেছে ! সারারাত একটুও ঘুমুইনি, বাঃ !"—

অদ্য প্রভাতে আমাদের মিলনের সাক্ষ্য রাখিয়া দিবার জন্য শিশু দিবসকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া জাগরিতাকে আমি বিবাহ যৌতুক প্রদান করিলাম—

"কিছু না বুঝিয়া সুজিয়া ব্রজেশ্বর, আঃ ছি-ছি।"

ষোল

হাতি দাঁতের একটি দোয়াতদানীর উপর গিনিগুলি থরে থরে সাজাইয়া দাদা গোপাকে আশীর্ব্বাদ দিলেন—"সরস্বতীর মতো তুমি আমার সংসার উজ্জ্বল করো মা।"

বড় বৌদি। (তাঁর কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া) স্বামীর উপযুক্ত হও। লক্ষ্মীর মতো হাতের নোয়া, সিঁতের সিঁদুর অক্ষয় অটুট হোক্।

পরাভবের নির্ম্মল আনন্দে আমার কপাল নত হইয়া আসিতেছে। ছোট ছোট সোনার জবাফুলের মালা এক গাছি হাতে লইয়া শ্রীমান সুকু দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। "জবাফুলের মালায় বলির পাঁঠা! স্বরূপ অবগত হও!"—বলিয়াই আমায় সে মাল্যাভিষিক্ত করিয়া দিল। বৌদি গোপার গলায় যে মালা দিয়া তাহাকে সাহ্লাদ চুম্বন দিল, মধুর তা। কতকগুলি ফোটা স্বর্ণবেলীর মালার ভিতর এক খানি পদক। এক পিঠে তীর বিদ্ধ একটি পেঁপে অঙ্কিত। অপর ধারে তার লেখা আছে,—বিজয়-পদক। যুদ্ধের তারিখ, জেতা, বিজিত এবং অমোঘ অস্ত্রখানির নামও তাহাতে বাদ পড়ে নাই। কহিলেন—

"একটা সম্পূর্ণ পৃথিবী তোর মাতৃস্তনের ক্ষীর পান করবার জন্যে পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করছে গোপা! এ তোকে বুঝতে হবেই হবে। তার এক সোজা পথ—লেখাপড়া শেখা। তারপর যখন দেখবি যে তুই মা হয়ে উঠেছিস্‌, তখন আর কাউকে বলতেও হবে না; দুয়ারে দুয়ারে তোর আনাগোনায় তুই খুব মস্ত একটা সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্তা-মা হয়ে পড়বি। ঠাকুরপো! একে বেশ করে পড়াবে। সোনা তোমার হাতে গেল—মনে রেখ, গয়না গড়িয়ে নেবার ভারও তোমার রইল।"

আমি। তা হলে বলতে পারছি কি যে এ তোমাদেরই ষড়যন্ত্র, সুকু! আশ্চর্য্য!—পাহাড়ে পায়ে হেঁটেই উঠলুম, কিন্তু টের পাইনি কখন্‌ এতটা উপরে উঠে গেছি।

সুকু। পাকা গাঁটকাটাদের বদভ্যাসই ঐ যে কখন তারা পকেট কেটে কেমন করে ফকির বানিয়ে ছেড়ে দেয়—বলিহারী!

বৌদি। তা ছাড়া পাকা পেঁপেগুলোর উপর গোপার হাতের তাক্‌ এত সুন্দর যে ফস্কিয়ে যাবার অবসর কৈ? ফস্কালেও ছাড়তুম!—গুলি মারতুম না?

নানাবিধ গ্রন্থরাজি পরিপূর্ণ একটি অমূল্য লাইব্রেরী—সাতকড়িবাবুর আযৌবনের সঞ্চয়—আমার বিবাহের যৌতুক। অনুগ্রহপূর্ব্বক তিনি আমাকে উহা দান করিয়াছেন। এবং আশীর্ব্বাদকালে দাদার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"আমার স্ত্রী ও বৌমার থ্রু দিয়ে সুকুবাবুর ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে অবশেষে, এঁদের সুমধুর অপূর্ব্ব সম্বন্ধের খবর কাল শুনলুম্। ছেলেখেলা ছলে চিরন্তন মহাসাগরের ওপরে জগন্নাথের শ্রীচরণেই এঁদের নিজ হতেই নিজেকে নিবেদন করা হয়ে গেছে। হাঁ, হাঁ, জীবন তো ভূমার মহাপ্রসাদই বটে! তাই একে নানা কঠোর সংগ্রাম করে অপবিত্রতার সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হবে। হরি করুন, এঁদের মহাপ্রসাদ জীবনের চিরদিনগুলি যেন আলস্যের পথ দিয়ে উড়ে না যায়—খেটে নিন এঁরা। মানুষের ভারী সুবিধের কথাই এই যে, খাটতে খাটতে জ্ঞান বুদ্ধির সহায়তায় ক্রমশঃ ভক্তির দিক দিয়ে পরিণামে—চরমই তিনি—তাঁতেই পৌঁছে যেতে পারে।"

দাদা। যে তাঁকে না মানে?

সাতকড়িবাবু। সেই মহানিষ্ঠুরই তো মহাভাগ্যবান গো। তিনি কারণ প্রমাণের অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপরে অকূল আকাশেরও পরপার থেকে হাত বাড়িয়ে এমন করে তাকেই কোলে তুলে নেন যে ভেবে বড় লোভ হয়। নাস্তিককে দেখিয়ে দিন, দেখিয়ে দিচ্ছি, যে—তাঁরই চোখের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব কেমন ঢল্ ঢল্ করছে। দেখুন, নিম্নতমের শিরে যে বৃহত্তমের সংবাদটি আশীর্ব্বাদের মতো এসে পৌঁছে গেছে সেইটাই কি অগাধ ভরসা, গভীর সান্ত্বনার কথা নয়?...হ্যাঁ

নীরেন্দ্রনাথ, আমার একটা খুব আন্তরিক অনুরোধই রইল যে গোপাকে তুমি সুশিক্ষিতা করে তুলবে। আমার অবসর খুবই অল্প ছিল। তবু এ ক্রুটি আমার লজ্জাই।

সুকু। উপস্থিত ক্ষেত্রে এটা আদৌ ক্রুটি হয়নি। এখানে আমাকে একটু বক্তৃতা করতে হচ্ছে। ফেলু এক মহৎ কাজের সঙ্কল্প করেছে এবং জীবনে সে চিরকাল মেয়েদের বিপক্ষে লড়বে ও বিয়ে পর্য্যন্ত করবে না—স্বভাবের মধ্যে তার এমনি একটা প্রতিজ্ঞা ধোঁয়াচ্ছিল। কিন্তু আমরা বুঝলুম, মহাজনদের ভাষায় বলি—ব্যাপারকে টিঁকে বিকশিত ও উন্নত হতে হলে, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ্—শক্তি এই দুটো গতি চাই-ই।

পরমানন্দবাবু। নানা তর্ক আছে।

সুকু। থাক্। আমরা অতদূর যাইনি। যতটা গিয়েছি, দেখ্ছি, দুইই চাই।—যাক্, বল্ছিলুম কি, যে—আপনি যাকে ক্রুটি বলছেন তা—তা নয়। পিতা মাতা এক পক্ষকে কি গড়ছেন—অপর পক্ষের কি দরকার, গোপাকে অশিক্ষিত রেখে তার মীমাংসা করেছেন। ফেলু যদি ওকে তার নিজের উপযোগী করে গড়ে নেয়, সম্মুখ ভবিষ্যতে তবেই উভয়ে উভয়ের নিকট থেকে সাহায্য পেতে পারবে। এই পরমলাভ টুকুর লোভেই আমি ফেলুকে বিবাহ ধর্ম্মে নিয়ে আসতে পেরেছি। পরিণাম অবশ্য নিয়তির পর্দ্দায় ঢাকা।

সতের

কি করিয়া দাদা ও বড় বৌদিকে বাড়ী রওনা করাইয়া দিয়া স্তুকু ও বৌদির নিকট বিদায় লইয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পেষ্টনজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গোপাতে ও আমাতে দার্জ্জিলিং আসিয়া পৌঁছিলাম, 'অলমতি বিস্তারেন।'

রিক্সা হইতে নামিব, সংবাদ পাইলাম পেষ্টনজী বাড়ী নাই। টেবিলের উপরকার শ্লেটে লিখিত রহিয়াছে যে, "লোরা অসুস্থ—দেখিতে চলিলাম।" তারিখ এগার। তাহা হইলে সে ত আজ কয়েক দিন হইয়া গেল। ব্যাপার! বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"ক্লার্ক মেমকো কুঠ্ঠী কাঁহা—কতি দূর ছ?"

"উঃ—মাথি—আমরল্ডি বাঙ্ক।"

—বলিয়া সে এমারেল্ড ব্যাঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। তদবস্থাতেই রিক্স ফিরাইলাম।

মিসেস্ ক্লার্ক-এর সঙ্গে দেখা হইল। পরিচয় পাইয়া চিনিতে পারিলেন। প্রথমে লোরার খবর জিজ্ঞাসা করিতেই সাশ্রু ক্রন্দনে তিনি উত্তর দিলেন—

"বিধবা জীবনের একমাত্র আলোর মত সন্তানটি সে

আমার ছিল। ঈশ্বর তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া গেছেন। এখন সে ভাল আছে।···কে জানিত পেষ্টন তাকে, সে পেষ্টনকে ভালবাসিত। এমন নীরব প্রেম আমি আর জানি না; পূর্ব্বে টের পাই নাই। সেদিন তার অন্তিম মুহূর্ত্তে সে যখন পেষ্টনকে ডাকিল—'পেষ্টন'! এবং উত্তরে পেষ্টন যখন তাকে সম্বোধন করিল—"লোরা!" তাদের গাঢ় প্রণয়ের এই কণ্ঠস্বরে উভয়ে উভয়ের নিকট ধরা পড়িয়া, মৃত্যু চুম্বনে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট বিদায় লইল। কি পবিত্র মহিমার দৃশ্য সে আমি দেখিয়াছি, বর্ণনা করিয়া আপনাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না বাবু। হায়, যদি জানিতাম এ, আভিজাত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াও এদের পরিণয় সূত্রে বদ্ধ করিয়া দিতাম। হয়তো—তা হইলে হয়তো আমার লোরাকে এ বয়সে এমন করিয়া বিদায় করিতে হইত না।···তার ডাবল্ নিউমোনিয়া হয়। প্রচুর অর্থব্যয়েও উভয়ে এক ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধার গভীর সন্তাপে ব্যর্থ সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম—"মিঃ পেষ্টনজী এখন এখানে নাই-ই সম্ভব?"

তিনি। ছিল। কাল স্মৃতি-প্রস্তর দিয়া লোরার কবর পাকা করা সারা হইয়া গিয়াছে। সে এই কিছু পূর্ব্বে সিমেট্রিতে আমার ফুলগুলি দিতে গিয়াছে।

রিক্সর অতিরিক্ত ভাড়া স্বীকার করিয়া রওনা হইলাম

কবর-উদ্যান অভিমুখে। বন্ধু সেখানে নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে লোরার কবর বাহির হইল। উপরের তৃতীয় স্তরে, দক্ষিণ প্রান্তে সেই সমাধি। শ্বেত পাথরে প্রস্তুত। উপরে কোন কাজ করা হয় নাই। সাদা একেবারে সাদা। কেবল মাত্র হাতের লেখার মতো করিয়া সবুজ রঙে দুইটি কথা লেখা রহিয়াছে—

"গুড নাইট, লোরা!
নট্ গুড বাই।"

কী নীরব এই পংক্তিদ্বয়!

আঠার

চারিটায় আবার 'এ্যানি ডেল'এ ফিরিলাম। খাওয়া দাওয়া শেষ। গল্প করিতেছি। কৌচের উপর র‍্যাগ্ মুড়ি দিয়া অর্দ্ধশায়িতা গোপা; আর ওভার কোটে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ইজি চেয়ারটায় আমি বসিয়া রহিয়াছি।

ধীরভাবে পেষ্টন'এর সমুদায় বৃত্তান্তগুলি শুনিতে শুনিতে করুণার্দ্রলোচনা বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিতেছে। চোখ মুছিয়া আমি বলিলাম—

"আজ কি করে দাঁড়াব পেষ্টন'এর সম্মুখে তাই ভাবছি। তার ভেতরের দিক দিয়ে ভলকে ভলকে আগুণ বেরুচ্ছে, বেশ বুঝতে পারছি। দেখা হবে আর কি একটা হয়ে উঠবে আমি ঠিক করে উঠতে পারছি না।

গোপা। না, তুমি সে আসবামাত্র ধরে বসিয়ে ঠাণ্ডা ক'রো।

আমি। পাগল! নিজে থেকে না হলে কি কেউ কারুকে ঠাণ্ডা করতে পারে?

গোপা। নইলে যে মরে যাবে!

আমি। তা হলে যে জুড়ুতো; গোপা! তা হয় না।

ঐ হয় খারাপ। বেঁচে থেকে মরণ ভোগ করার চেয়ে মরে গিয়ে একেবারে সারা হওয়া খুব ভাল।

গোপা। এতখানি বোঝা গেল না ; যাক্ আমার উপর ভার দাও—আমি ঠাণ্ডা করে দেবো।

আমি সবিস্ময়ে গোপার মুখের দিকে চাহিলাম। মৃন্ময়ী ধরিত্রীর বসুমতী মূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রী প্রতিমা এই তো! নিশ্চয় এ তা পারে কি পারে। কহিলাম—

"দিলাম। যদি পার তো বড় ভালো হয়।"

গোপা। একদিনেই নয়, তা কিন্তু বলে রাখছি।

কিন্তু কি করিয়া? সম্পূর্ণ অজ্ঞ এই গোপা, যে কিছু বলিতে কিছু জানে না ; সেই একটি শিক্ষিত বয়োবৃদ্ধ যুবককে শান্তিদান করিবে—এ সম্পূর্ণ আজগুবি সংবাদ, নয়—পাকামী। এমন কি দুই দণ্ড ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রস্তুত পর্য্যন্ত হইল না—ক্ষেপিয়াছে। সে দিন—না, সে ভিন্ন কথা। গোপা অষ্টম আশ্চর্য্য।

আবার, পেষ্টন। পিত্রাদেশ, অবসর ও মেয়ে জুটিলেই যাহার বিবাহ এতদিন ঠেকিয়া থাকিত না এ সেই পেষ্টন—মৌনী, গুপ্ত—রহস্যময় পেষ্টন!

উত্তর সাগরের কুজ্ঝটিকাময় বরফরাশি বিগলিত হইয়া বিস্তীর্ণ শ্যামল ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে—দৈবাৎ অথচ বিচিত্র্যময়! প্রচণ্ড ভূকম্পনে ধরণীর এক কক্ষ বসিয়া গিয়া যে

মহাপ্রাসাদগুলি উঠিয়া পড়িল তাহা কোনো প্রাচীন সম্রাটেরই হর্ম্ম্যাদিখচিত নগরীর ভগ্নাবশেষ। হা—কে জানিত 'বধির যবনিকা' উঠিয়া যাওয়া মাত্রেই নাট্যাভিনয়ের করুণ বেদনাময় দৃশ্যখানিই আছে তার প্রথমে .পষ্টন হৃতসর্ব্বস্ব। গল্পের মন্ত্রবীজ যতক্ষণ, ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াও নররক্তের আস্বাদ পায় নাই—ছিল ভালো। তারপরে সে তা পাইল—গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করিয়া শোণিত স্পৃহাকে পরিতৃপ্তি দান করিয়া একটা অতি যাচ্ছেতাই করিয়া তুলিল। বন্ধু! তুমি সহসা কোন্ একদিন হইতে এমন করিয়া আত্মহত্যার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ!

.ওরে মানুষ রে! এতেও তুই কার চরণে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিয়া মরিস্? —তিনি দয়াল! সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি!! সবই যখন পারেন—দিয়া রাখিয়াই কি কেবল পারেন না? ভাঙ্গিয়া মঙ্গল করেন; না ভাঙ্গিয়া করিলে তো এত কান্নাহাট রহিত না। সব পারেন!—তাঁর ইচ্ছা। তবে মঙ্গলময় বলিও না। বলো—ইচ্ছাময়। কাঁদানই যদি ইচ্ছা—তবে তিনি কিছু নন্। মানি না তাঁকে। কর্ম্মের প্রশ্ন! ওঃ! উন্মাদ, বন্ধুর, কর্কশ এই সগুণবদ্ধ জড় প্রকৃতি—ইনি কিছু করিতে পারেন না স্বাধীনভাবে। স্তুতি মন্ত্রে উঁহার পূজার প্রয়োজন নাই। পায়ে তৈল মাখাইয়াও না। হইবার হইবে। সহিবার সহ। কহিলাম—

"সকলে সব সময়ে সুখী হয় না কেন বলতে পারো গোপা!"

"অদৃষ্ট যে—"

চুপ্। এও মুখস্থ করিয়াছে। অদৃষ্টের বাড়া পথ যে নাই মানব-সমাজ তা বিলক্ষণ অবগত, তবু মন চাপিয়া বাহিরে তারা কর্ম্মফলের সাড়ম্বর বক্তৃতায়, নিরর্থক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর নামে এক জাল রাজ রাজেন্দ্র খাড়া করিয়াছে। মিথ্যা পায়ে আত্মবলি দিতে কি, হা ভগবান! —ইহারা এত ভালবাসে—ছিঃ। এ যে অত্যন্ত কুটিলতা। কহিলাম—

"বিশ্বাস করো গোপা, ঈশ্বরকে?"

"নিশ্চয়! ভগবানকে তো? —বিশ্বাস করব না!"

"বিশ্বাস ক'রনা ভাদুড়ী! ঈশ্বরকে বিশ্বাস করোই না। না করে করে এই দেখ, আমি কেমন কতখানি জিতে ফেলেছি —বাহবা! তবে ঈশ্বরকে না হক্ কোন কিছু একটাকে তো বিশ্বাস করতেই হবে। নইলে চলবে না, নিস্তার নেই —কেউ বাঁচতে পারবে না—না।"

—বলিতে বলিতে পেষ্টনজী দরজা ঠেলিয়া ভিতরে আসিতেই গোপাকে দেখিয়া পিছু হটিয়া বাহিরে গেল। গোপাও কাঁপিতে কাঁপিতে কক্ষান্তরে পলাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার শীলতার অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিতেছি। এই সঙ্কোচ ও লজ্জার ভাবটাই যে সংস্কার; তাহা

আমি মীমাংসা করিলাম। কিন্তু এ ভাঙ্গিয়া ফেলা আবশ্যক। আর এই গোপা! পেষ্টনকে ঠাণ্ডা করিবে? হইয়াছে! তবে সে বলিয়াছে একদিনে নয় কিন্তু!

দৃঢ় মুষ্টিতে গোপার হাত ধরিয়া কহিলাম—

"ও সব চলবে না।"

পেষ্টন বাহির হইতে কহিল—

"ঠিক্ চলবে। তুমি বাহিরে এস। ও সংস্কার মানি। একদিনে তা ভাঙ্গে না। জোর কর—বিপরীত হবে। ভিতর থেকে রক্তের বিকৃতি না শোধরালে দুর্ব্বলতা যায় না। তোমরা বহুদিন অবধি এই বীর মাতাদের একেবারে পৌরাণিক সেই কংসের কারাগারে বেঁধে রেখেছ। এ যে বাঁধন তাই এঁরা একেবারে ভুলে, গয়না মনে করে বসে রয়েছেন। ও ঘরটা ঠাণ্ডা। মাকে—যেখানে তিনি ছিলেন, সেইখানে দিয়ে, এস, এ কামরাতেও চিমনি জ্বলছে।"

হে পেষ্টন, এই তুমি! পৃথিবীর জমিদারী—বিরাট ভূসম্পত্তি হারাইয়া খোয়াইয়াও ফকির, তুমি হাসিতেছ! এবং অবিকল সেই পূর্ব্বেকার অনুরূপ হাসিই! তুমি তো আমার মতো মানুষই! কে দিল এ শক্তি তোমায়? ক্ষতির অনুপাতে এই লাভটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দেখি। অতি বৃহৎ—অতি বৃহৎ প্রিয়তম! তোমার লোকোত্তর মানবত্বের এই বিজয়বার্ত্তা—প্রবুদ্ধ! প্রগাঢ়! প্রতুল! যাক্, বিশ্বের

যে কোন রহস্য দেখিয়া চম্‌কাইলে দুর্গম আঁধারে কিছু কি মিলিবে ?

পেষ্টন। এই একটু আগে তোমার পত্র ও তার একসঙ্গে পাই। কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলুম, তাই ; নইলে ষ্টেশনেই দেখা করতুম। সব জানা গেল ; বেশ ! তোমার বিবাহের ইতিহাস ও মিলনের 'পথ ও পাথেয়', ষড়যন্ত্রের রহস্যগুলি পড়ে খুব খুসী হয়েছি। রাজদ্রোহ ত সোজা অপরাধ নয়, তার কঠিন শাস্তি তোমার বৌদিরা দিয়েছেন দেখে আমি ভারী তুষ্ট হলুম। যাক্ তোমার প্রায়শ্চিত্ত বেশ নির্ব্বিঘ্নেই চুকে গেছে ; এতে আমি বড্ড আনন্দিত। একবার মাকে দেখতে পাব না ভাই ! তাঁকে সম্মান দিতে ?—তোমাদের শুভ প্রেমকে আমার আন্তরিক অভিবাদন অভ্যর্থনা করতে ?"

সবলে নহে, শিথিল ভাবেও নহে, কি সুন্দর সহজ সরল কণ্ঠবিন্যাসে সে এই বালিকাটুকুকে মা সম্বোধন করিল।—বাঃ ! এ উচ্চারণের মধ্যে সন্তান সুলভ শিশুত্বকে সে লুকাইতেছে না। বাহির করিয়াও দিতেছে না। সে আপনা-আপনিই বাহির হইয়া আসিতেছে।—পরিষ্কার ! বিশ্ব—বিচিত্র। নানা রসের সমবায় সে, জয়দেবের মধুর হরিকথায় রসোচ্ছল ; সলীল এবং প্রপূরিত। বেদনার মধ্যেই পরমানন্দের ভোগাধিকার দান ! তবে মানি বুঝি জগদীশ্বর, হয় বুঝি তোমার 'চরণ নিম্নে' নত শির ! ভাবিব।

কিন্তু পেষ্টনজী তাহার সাংঘাতিক অপচয়ের কোনও উল্লেখও করিতেছে না যে! তবে স্বপ্ন সন্দর্শনের ব্যাঘাত না করাই শ্রেয়ঃ। যাক্। বলিলাম—

"আমায় যা দিয়েছ তোমরা সবাই মিলে, তোমারই ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা তাতে বেশী। অনুমতি চাইছ কেন, ভাই! মাতা পুত্রের সাক্ষাৎ সম্রাটের সহিত প্রজার সাক্ষাৎ নয়। এই তো ও-ই তোমায় সান্ত্বনা দেবে বলছিল।"

"বাঃ! মা এসে এতে পৌঁছে গেছেন! কখন এস, কখন যাও, খবর দিয়ে যাতায়াত করো না—আমি দেখবো 'মা'কে।"

এ কথাগুলি যুবক প্রথমে বেশ হাসির সহিত আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে বড় শোচনীয় গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল।··· পুনরায় সে নিজেকে সারিয়া লইয়া মুখ মুছিয়া পূর্ব্ববৎ স্বরেই দাঁড়াইয়া বলিল—

"আমি দেখবো মাকে।"

গোপাকে বাহির হইতে এই ইংরাজী কথোপকথনগুলি যথাসাধ্য সরল বাংলায় তর্জ্জমা করিয়া শুনাইয়া দিলাম। সবিস্ময়ে পেষ্টন বলে—

"ইংরিজী জানেন না উনি?"

আমি। (হাসিয়া) ইংরিজী? নবজাত শিশুর মতো বর্ণজ্ঞানহীনা এক বালিকাকে ধরে তোমরা আমায় গছিয়ে দিয়েছ। পেষ্টন বসিয়া পড়িয়া কহিল—

"আমি মাকে পড়াব। লোরাকে যেমন পড়াতুম্। ও, না,—মাপ করো, ভেবেছিলাম পড়িয়ে তোমার মতো করে গড়ে দিই—কিন্তু শনির দৃষ্টিতে এখন আমি আছি! এর সংস্পর্শে কেউ টিকবে না ভাই নীরেন্দ্র!"

ডাকিয়া বলিলাম—

"গোপা! তোমার একটি অশান্ত পাগল ছেলে জুটে গেল। এঁকে খাবার দাও।"

ভিতরে গেলেই গোপা বলিল—

"এই কথা! ইনিও যে তোমার মতোই ঐ রকম।"

আমি পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের সহিত চাহিয়া দেখিলাম, কয় মিনিট পূর্ব্বেকার লজ্জা বিজড়িতা পলায়নক্ষিপ্রা গোপা এই বলিয়া খাবার লইয়া আমার পিছন পিছন ভোজন টেবিলের দিকে বাহিরে আসিতে লাগিল।

বেয়ারা আসিয়া চা দিয়া গাজীপুরের তৈরী মিষ্টান্নগুলি সাজাইয়া দিয়া গেল। আমি স্যুইচ্ টানিয়া দিলাম। ঘরটি বিজলী বাতিতে আলোময় হইয়া গেল। বাহিরে কুয়াসাচ্ছন্ন মিট্‌মিটে জ্যোৎস্না। পেষ্টন হাঁ করিয়া একটা সুনির্ম্মল অবোধ ছেলের মতো গোপার দিকে পিপাসিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

*　*　*　*　*

নিদ্রোত্থিতের মতো পেষ্টন বলিল—

"আমার পিতা ইতিমধ্যে খার্সাং এসেছিলেন। রাত্রের গাড়ীতে, বোধ হয় এই আর তিন কোয়ার্টারের মধ্যে তিনি এখানে পৌঁছুচ্ছেন। আগামী কল্য মেলেই একবার দেশে রওনা দিচ্ছি। তুমিও বাড়ী যেয়ো। বর্ত্তমানে ওয়েদার অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। এখানে এখন মন ও শরীর কিছুই টিঁকবে না। যাঁরা চাকুরী কি ব্যবসা করেন—দায়ে পড়ে তাঁদেরই থাকতে হয়। কাল মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনিয়ার মিঃ রবার্টসন্ ইলেকট্রিক মিটার টেষ্ট করতে এসেছিলেন; শুনলুম—চাকরী-ব্যবসায়ী, এদেশী লোকেরা বেশীর ভাগই বাত প্রভৃতিতে কষ্ট পান্। বেতন কম; তাতে সঞ্চয়ের দিকে কিছু দৃষ্টি দেওয়াতে খাদ্যের দিকে একটু কৃপণতা করতে হয়।......বরং বাড়ীই ফেরো।...... প্রতি পদে আমায় সাহায্য চাইলেই, পাবে। হার্ডি সাহেবের সঙ্গে আজ সিংটাম থেকে ফেরবার পথে দেখা। ভাড়া সম্বন্ধে কথা হলো। তিনি বল্লেন, যা হয় হবে—কিন্তু এ সিজন্এ রেণ্ট পুরো দিতেই হবে।......আজকে ফের বলি,—রেজাক্-এর মতো তোমার খেয়াল মাত্রই যেন না হয়। অনুশীলনের একটা প্রতিক্রিয়া আছেই।......

হীরা পাথর ও সোনার কাজ করা একখানি আইভরি চিরুণী বুক পকেট হইতে বাহির করিয়া পরে পুনরায় সে কহিল—

"মা, এই ভিক্ষুকের সম্বলটুকু আমার, তোমায় উপহার দেবো, লোরা আমায় দিয়ে গিয়েছে।"

এই বলা, কথা, দান—অবাধ! তবুও অগাধ এবং উদার। সুতরাং বিপুল, প্রস্ফুট, স্বচ্ছ, সুন্দর জ্যোৎস্নাচন্দন রসোৎভাসিত।

পাইয়া হারাইয়া, হারাইয়া পাইয়া—নাস্তানাবুদ। অথচ জামাটাকে ঠিক চড়চড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াই যেন সামনা সামনি অত্যন্ত সহজ সত্যভাবে নিজে ধরা দিবার শক্তি হইতে বিচ্যুত নহে—সাবাস্! তুমি আমি কজন এ পারি? লজ্জায় ভয়ে কে না বিচলিত হই? সাবাস্, পেষ্টন্! সাবাস্ বন্ধু, সাবাস্! নিজ হইতে সে দুই হাত বাড়াইয়া সৃষ্টি রহস্যের হেমদ্বার খুলিয়া গতিময় অধর পল্লব দুখানি ঈষৎ কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া কহিতেছে—আমি আছি;—পেষ্টন্জী, তুমিই নাইট্রোন-সুন্দরীকে কথা কহাইয়াছ। ধন্য।

গোপার টস্‌টসে ভরা চোখ। শুনিয়া এবং বুঝিয়া। চিরুণী গ্রহণে সে রাজি হইতেছে না। পার্শী যুবক যখন জানিল যে সবই আমরা জানি, চিরুণী গ্রহণে অস্বীকৃতা গোপার অশ্রুভার চোখের পাতা দেখিল—অকৃতার্থ রশ্মির এক সার্থক বেগ তাহার অভ্যন্তর হইতে চক্ষুদ্বার অতিক্রম করিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে, দুঃখের বেদনা, বেদনায় ধৈর্য্য তাহার শাশ্বত শান্তিকে তরল ও সুধা চরুকে সিক্ত করিয়া দিল।

সে বুঝি গোপার সহানুভূতিকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া ভাবাবেশে বলিয়া উঠিল।—

"আমি জানি, আমি জানি তোমরাই কাঁদবে; নারী কাঁদে, সে মা'র পরাণ; সকলের চাইতে আগে ডুকরে কেঁদে ওঠে। কিন্তু কান্না আমি চাইনে; আমি তাকে তো আর হারাইনি। সে যে তার সবটুকু এক নিশ্বাসে আমায় দিয়ে দিয়ে আমার সবটুকু নিঃশেষ করে নিয়ে বসেছে। এতেই আমাদের দেনা পাওনা সব চুকিয়ে বসে আছি। লোরা বলে ডাকি, সে কখন কোথা থেকে আমার মধ্যে উঁকি দিয়ে উত্তর করে ওঠে—তোফা, সে বড় বাহবা, নীরেন ভাদুড়ী! আমি আনন্দে ভরে আছি।"

না আর ভাবনা তর্ক নাই। ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলময় অস্তিত্বের প্রমাণ এই—এই খানে। তুমি আছ।

আদি পূর্ণিমা ও অন্তিম অমাবস্যার সম্মেলন সরোবরের বুকে, কোণে কাণাচে, চারিধার ভরিয়া ভরিয়া যে সকল ফোটা পদ্ম কাব্যের সহবাসে যুগ যুগ দোদুল্যমান, দলে দলে তার রাঙা আভা, গন্ধে গন্ধে রসাল মধু, রূপে যৌবন, এবং স্ফূর্তিতে অতুলনীয়! এগুলিকে তুমি তোমার খেলার সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছ। ইহাদের একটি হইতে একটি দল যখন অকারণ খুলিয়া ফেল, যখন সেই ছিন্নদলটি তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া দূরদূরান্তে যাইয়া অদৃশ্য হয়, হে সৃষ্টিকর্ত্তা! তখন

তুমি সেই সৌন্দর্য্যময় কুসুমের ছিন্ন দেহের দিকে তাকাইয়া কী রূপ দেখ ?

দেখিলাম, গোপার চোখে জল, পেষ্টনজীর মুখে বেদনা, আর আমি। আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব চিন্তায় মগ্ন—সেই দলহারা রক্তপদ্মটিকে লইয়াই আমার সমস্ত চিন্তারাশি কেন্দ্রীভূত, কিন্তু সমাধান করিতে পারিতেছি না।

ক্ষণিকের জন্য পেষ্টনজীর মনটাকে হাল্কা করিবার সুযোগ লইলাম। ছিন্নদল কুসুমটির তত্ত্বটাকেই বিশ্লেষিত করিবার ইচ্ছায় তাহার নিকট বিষয়টি লইয়া প্রশ্ন করিলাম। বলিলাম—

“আচ্ছা, পেষ্টনজী, যে কথাটা ভাবছিলাম, সেটা থেকে কি একটা সমাধানে ।”

কথার মাঝেই পেষ্টনজী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঈষৎ হাসিমুখে হাত জোড় করিয়া বলিল—

“—সমাধান! সমাধান আমার জীবনে শেষ হয়ে গেছে নীরেন! ও নেশাটার প্রতি আর কোনো আকর্ষণ আমার নেই, চরম ফাঁকির মুখে পড়ে, সকল প্রশ্নকেই আজ এড়িয়ে যেতে চাই—”

সহসা তাহার মুখমণ্ডল বেদনার্ত হইয়া উঠিল এবং আমাদের সামনে সেটিকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যে কিছু না বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমরা বাধা দিলাম না, কথাও বলিতে পারিলাম না।